NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৫ ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক ১৬ পরিযায়ী

সন্দেশখালি-কাণ্ডে পরিবারের সাথে দেখা সিবিআই আধিকারিকদের ৬

কলকাতা ১০ জুলাই ২০২৫ ২৫ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.07.2025, Vol.19, Issue No. 31, 8 Pages, Price 3.00

অন্য দিনের মতোই। বুধবার ধর্মঘটের সকালে শিয়ালদহে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

বন্‌ধেও শূন্য বামেরা

প্রভাব পড়ল না বঙ্গে, স্বাভাবিক জনজীবন

রাজীব মুখোপাধ্যায়

শ্রমিক স্বার্থের দাবিতে নয়, কার্যত রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বাম শিবির। কেন্দ্রের শ্রম কোডের বিরোধিতার ছুতোয় বুধবার দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বিভিন্ন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন। কিন্তু রাজ্যবাসী তাঁদের ডাকে কার্যত পাত্তাই দিল না। প্রশাসনিক কড়াকড়ি তো ছিলই, তার বাইরেও জনমানসে এই বন্‌ধ নিয়ে দেখা গেল প্রবল উদাসীনতা।

বন্‌ধের সবচেয়ে বড় উত্তর মিলেছে রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নবান্ন থেকে। সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা ছিল; ছুটি নয়, হাজিরা অবশ্যিক। ফলত দেখা গেল, ৯৯ শতাংশেরও বেশি কর্মী নবান্নে উপস্থিত হয়ে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, বামেদের ফাঁকা আওয়াজে আর তাঁদের আস্থা নেই।

আন্দোলনের নামে কোথাও ফুটবল খেলে 'প্রতীকী প্রতিবাদ', তো কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাস-লরি আটকানোর নামে আইনভঙ্গ;এসবই ঘটেছে বাম সমর্থকদের নেতৃত্বে। মেদিনীপুরে রাজপথে খেলাধুলা আর হাওড়ার ডোমজুড়ে সিপিএম কর্মীদের হাতে ব্যবসায়ী ও চালকদের হেনস্তার ছবি জনজীবনকে অতিষ্ঠ করেছে। বাধ্য হয়ে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গ্রেফতারির ঘটনা ঘটেছে ডোমজুড়ে। প্রশ্ন উঠছে;এ কি আদৌ শ্রমিক স্বার্থরক্ষা, নাকি স্রেফ বামেদের অস্তিত্ব জানানোর ছটফটানি?

হুগলি ও পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন অবরোধের চেষ্টা করা হয় ঠিকই, কিন্তু কোথাও গণসমর্থন ছিল না। বাধ্য হয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। এমনকি যাদবপুরে কুশপুতুল ও টায়ার জ্বালাতে গিয়েই দোকানে আগুন লেগে যায়। জনজীবনের ক্ষতি ছাড়া কিছুই আদায় হয়নি এইসব তথাকথিত আন্দোলনে।

রাজ্যের মূল শহরগুলিতে; কলকাতা, বেহালা, গড়িয়াহাট, শিলিগুড়ি, আসানসোল;প্রায় সর্বত্রই দোকানপাট খোলা, যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। গড়িয়াহাট ও ডায়মন্ড হারবার রোডে সরকারি-বেসরকারি বাস, অটো, ট্যাক্সি সবই চলেছে অনায়াসে। এমনকি দার্জিলিংয়ে বন্‌ধ বিরোধী মিছিল হয়েছে আইএনটিটিইউসি-এর নেতৃত্বে।

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি বা দুর্গাপুর;যেখানেই বন্‌ধে বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা দেখা গিয়েছে, সেখানেই প্রশাসন দক্ষভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। অনেক জায়গায় জনসাধারণই বন্‌ধ প্রতিহত করেছে। প্রশ্ন উঠছে;এতটা জনবিচ্ছিন্ন হয়েও বাম নেতৃত্ব এই ধরনের কর্মসূচি দিয়ে ঠিক কী বোঝাতে চায়?

একটি গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদ করা অধিকার, কিন্তু সেটি যদি জনগণের দুর্ভোগ বাড়ায়, হিংসার রূপ নেয় এবং জনসমর্থন না পায়, তাহলে তার নৈতিকতা কোথায়? বামেদের ৯ জুলাইয়ের বন্‌ধ সেই প্রশ্নই সামনে এনে দিল। রাজ্যবাসী নিজেদের জবাব দিয়ে দিয়েছেন;তাঁদের প্রয়োজন কাজ, বিশৃঙ্খলা নয়। আর বাম নেতৃত্বের ভেবে দেখা উচিত;আন্দোলনের নামে অপপ্রচার চালিয়ে আর কতদিন টিকে থাকা যাবে।

আজ থেকে কমবে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিম্নচাপ ও মৌসুমী অক্ষরেখার সক্রিয়তার কারণে টানা বৃষ্টিতে ভিজছে গোটা রাজ্য। মঙ্গলবারের পর বুধবারও একাধিক জেলায় বৃষ্টি অব্যাহত। তবে এর মাঝে আশার কথা শুনিয়েছে হাওয়া অফিস। আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে বৃহস্পতিবার থেকে, বলছেন আলিপুরের আবহাওয়াবিদরা। যদিও এই মুহূর্তে রাজ্যে নিম্নচাপ এবং মৌসুমী বায়ুর সক্রিয়তায় আপাতত বৃষ্টি থেকে স্বস্তির কোনও সম্ভাবনাই নেই।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর নিম্নচাপটি অবস্থান করছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত ঘূর্ণিঝড়টি ৭.৬ কিমি উচ্চতায় বিস্তৃত। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাবে। মৌসুমী অক্ষরেখাও এখন প্রয়াগরাজ, ডালটনগঞ্জ হয়ে নিম্নচাপ কেন্দ্রের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ফলে এর প্রভাবে বৃষ্টির গতি এখনই থামছে না।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

এদিকে বৃষ্টির জেরে শিলাবতী ও কংসাবতীর জলস্তর বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিভিসি-র জল ছাড়ার সম্ভাবনাও বেড়েছে। সেই জলে প্লাবনের আশঙ্কা হাওড়া ও হুগলির মতো নিচু এলাকায়। জল জমে ভোগান্তি বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন প্রশাসনিক মহল।

চিহ্নিত অযোগ্যদের জন্য সওয়াল

হাইকোর্টের প্রশ্নের সম্মুখীন এসএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত ডিভিশন বেঞ্চের মামলায় আদালতের প্রশ্নের মুখে এসএসসি কর্তৃপক্ষ। এসএসসির নতুন বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা হয়।

এসএসসির পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়ালে বলেন, চিহ্নিত ও চিহ্নিত নয় এই নিয়ে দ্বন্দ্ব। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনামায় গোটা নিয়োগটাই বাতিল করছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সকলেরই চাকরি বজায় আছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগের নির্দেশ। ২০১৬-র পুরো প্রক্রিয়ায় বাতিল। তাহলে ওই বছর যারা অকৃতকার্য হয়েছিল তারই ওই সিলেকশন প্রসেসে আবেদন করতে পারবে না। তার কারণ ওই অকৃতকার্য চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে যোগ্য, অযোগ্য বাছাই সম্ভব না। এদিকে, হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকায় কোথাও বলা নেই চিহ্নিত অযোগ্যরা পরীক্ষা দিতে পারবে না। কিন্তু মূলত তিনটে বিভাগে চিহ্নিত অযোগ্যদের টাকা ফেরতের কথা বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট, প্রথমত প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যাঁরা চাকরি পেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, যাঁরা ব্ল্যাঙ্ক ওএমআর শিট জমা দিয়েছিলেন এবং তৃতীয়ত, যাঁরা প্যানলের পিছন থেকে চাকরি পেয়েছেন বা প্যানেলের বাইরে থেকে চাকরি পেয়েছেন। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট বলেছিল যাঁরা ব্ল্যাঙ্ক ওএমআর জমা দিয়েছেন, শুধু তাঁরাই টাকা ফেরত দেবেন।

এরই প্রেক্ষিতে বুধবার বিচারপতি সৌমেন সেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেন, 'যোগ্য আর অযোগ্যদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে সেটা সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে, এটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?' একইসঙ্গে এও জানায়, 'যখন একটা বড় ইস্যু উঠে আসে। সেটা বাতিল হয় তখন সার্ভিস কত বছর সেটা নাও গ্রহণীয় হতে পারে। এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। তার মধ্যে কতজন চিহ্নিত অযোগ্য আবেদন করেছেন এদিন তাও জানতে চায় আদালত। উত্তরে স্কুল সার্ভিস কমিশন জানায়, 'মোট চিহ্নিত অযোগ্য হল ১,৮০১।'

এরপরই কমিশনকে প্রশ্ন বিচারপতি সৌমেন সেনের প্রশ্ন, 'বেআইনি হোক বা অনিয়ম করে হোক এই চিহ্নিত অযোগ্যরা চাকরি পেয়েছেন। করেছেন। ফলে এদের অভিজ্ঞতা কীভাবে কেড়ে নেওয়া যায়? এটাই আপনাদের বক্তব্য?' উত্তরে কমিশন জানায়, 'হ্যাঁ। চিহ্নিত অযোগ্যদের নিয়োগে অংশ নিতে না দেওয়া হলে তাঁদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।' একইসঙ্গে কল্যাণ এও জানান, যাঁরা চিহ্নিত অযোগ্য তাঁদের চাকরি গেল টাকাও ফেরত দেওয়া হল তাঁকে আবার বলা হচ্ছে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। আর এখানেই আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, এক অপরাধের জন্য দুটো সাজা হয়ে গেল না?। সঙ্গে তিনি এও জানান, এতে সংবিধানের ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

হাইকোর্টে বেকসুর মুক্তি দাবি সঞ্জয়ের

অকুস্থল পরিদর্শনে সম্মতি নেই কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর খুন ও ধর্ষণ মামলায় নয়া মোড়। নিম্ন আদালত সাজা ঘোষণা করেছে মাস কয়েক আগে। এবার এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। তাঁর দাবি, খুন ও ধর্ষণের মামলায় তাঁকে বেকসুর খালাস করা হোক। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে হবে শুনানি। আগামী ১৬ জুলাই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

গত জানুয়ারি মাসে সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনায় নিম্ন আদালত। সাজা ঘোষণার পর পর ৬ মাস কেটে গিয়েছে। এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সেই সঞ্জয় রায়। তাঁর আইনজীবী হিসেবে মামলা করেছেন কৌশিক গুপ্ত। বুধবার সেই মামলা ওঠে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে। বিচারপতি বসাক জানিয়েছেন, সব পক্ষকে নোটিস দিতে হবে, তারপর হবে শুনানি।

এই আবেদনের কথা শুনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিলোত্তমার বাবা-মা। এই আবেদনের পিছনে রাজ্য সরকারের মদত আছে বলে অভিযোগ তিলোত্তমার পরিবারের। তাঁদের বক্তব্য, আদালতে যে কেউ দ্বারস্থ হতেই পারে, তবে নিয়মমাফিক তাঁদের চিঠি দিতে হবে। কিন্তু সেই চিঠি তাঁরা পাননি হাইকোর্টের তরফে।

অন্যদিকে, আরজি কর কাণ্ডে ক্রাইম সিন পরিদর্শন করতে পারবেন না নির্যাতিতার বাবা-মা, বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। বুধবার আদালত রায় ঘোষণা করতে গিয়ে জানায়, তদন্ত চলছে। তাই এই মুহূর্তে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া যায় না। উল্লেখ্য, আরজি করে ক্রাইম সিন বা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার জন্য আবেদন করেছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। এই আবেদন জানিয়ে তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই সময় হাইকোর্ট তাঁদের নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হতে বলেছিলেন। সেই মতো তাঁরা শিয়ালদহ আদলতের দ্বারস্থ হন। নির্যাতিতার বাবা-মায়ের এই আবেদনে আপত্তি জানায় রাজ্য। আপত্তি জানান অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবীও। আবেদনে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই বলে জানিয়েছিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবীও। তবে বুধবার চরম ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় সিবিআইকে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নিজের তদন্তদের ওপরই ভরসা নেই।

প্রধানমন্ত্রীর সভা

■ আগামী ১৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রাথমিকভাবে তাঁর জনসভা কলকাতার অদূরে দমদমে আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও শেষমেশ সভাস্থল পরিবর্তিত হচ্ছে। বিজেপি সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর ওইদিনের সভা হবে দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামে। নিরাপত্তা, পরিকাঠামো ও সাংগঠনিক দিক বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই বিজেপি সূত্রে ইঙ্গিত। জনসভাকে ঘিরে জেলা ও বিজেপির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এটি লোকসভা ভোট-পরবর্তী প্রথম বড় সভা হতে চলেছে মোদীর, তাই তা ঘিরে দলের কৌশলগত গুরুত্বও প্রবল।

আত্মসমর্পণ

■ ছত্তিশগড়ের বস্তারে আবার সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ মাওবাদীদের। বুধবার দান্তেওয়াড়া জেলায় আত্মসমর্পণ করেছেন দুই মহিলা-সহ ১২ জন মাওবাদী জঙ্গি। পুলিশ জানিয়েছে, এঁদের মধ্যে ন'জনের মাথার উপর মোট ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা রয়েছে। দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার গৌরব রাই বুধবার জানান, এ পর্যন্ত ১০০৫ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাওবাদী সশস্ত্র বাহিনী পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র ২৪৯ জন নেতা-কর্মীর মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল।

তোপ মহুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে বাংলাদেশি হিসাবে আটকে রয়েছেন নদিয়ার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা। কৃষ্ণনগর লোকসভার অন্তর্গত কালীগঞ্জের পানিঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের মির্জাপুরের এই ২৩ জন বাঙালি শ্রমিক ওড়িশায় কাজে যান। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে রযেছে বৈধ কাগজপত্র। অথচ এরপরও বেআইনি ভাবে তাঁদের ঝাড়সুগুদায় ওরিয়েন্ট থানার পুলিশ আটকে রেখেছে বলে জানা যাচ্ছে। এই ইস্যুতে সুর চড়িয়েছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বিদ্ধ করে এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করে মহুয়া অভিযোগ করেন।

-বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

ব্রাজিলের পর নামিবিয়া

দু'দেশে সম্মানে অভিভূত মোদী

উইন্ডহোক, ৯ জুলাই: ব্রাজিলের পর নামিবিয়ারও সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ব্রাজিল সফর সেরে বুধবার নামিবিয়া পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নামিবিয়ার রাজধানী উইন্ডহোকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় তাঁকে। ২১টি গ্যান স্যালুট ও গার্ড অব অনারের মাধ্যমে মোদীকে সেদেশে স্বাগত জানানো হয়। উষ্ণ অভ্যর্থনায় অভিভূত প্রধানমন্ত্রী। এদিনই নামিবিয়ার সংসদে তিনি বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার নামিবিয়া সফরে এসেছেন তিনি। মোদীর আগে দু'জন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নামিবিয়া সফরে গিয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক সম্মানপ্রাপ্তিতে নিজেই নিজের রেকর্ড ভেঙেই চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফের তাঁর মুকুটে নয়া পালক। এবার দক্ষিণ-পশ্চিম অফ্রিকার দেশ নামিবিয়ার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত হলেন তিনি। বুধবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে 'অর্ডার অফ দ্য মোস্ট অ্যাসিয়েন্ট ওয়েলউইচিয়া মিরাবিলিস'-এ সম্মানিত করলেন নামিবিয়ার প্রেসিডেন্ট নেতুম্বো নন্দি-নদাইতওয়াহ। এই নিয়ে মোদীর ঝুলিতে এল ২৭টি আন্তর্জাতিক সম্মান।

এদিন প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রবাসী ভারতীয়রাও। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে হাত মেলান। প্রবাসী ভারতীয়রা মোদীকে তাঁরই একটি চিত্র উপহার দেন। পরে এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, প্রবাসী ভারতীয়রা যেভাবে তাঁদের সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে আঁকড়ে রেখেছেন, তাতে তিনি অত্যন্ত গর্বিত। নামিবিয়ায় পা রেখেই এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে মোদী লেখেন, 'নামিবিয়া ভারতের মূল্যবান ও বিশ্বস্ত অংশীদার। আমরা তাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও মজবুত করতে চাই।'

এর আগে ব্রাজিল এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাদের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানে ভূষিত করেছে। মঙ্গলবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে 'দ্য গ্র্যান্ড কলার অফ দ্য ন্যাশনাল অর্ডার অফ দ্য সাউদার্ন ক্রস'-এ সম্মানিত করেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা।

টাটার চেয়ারম্যান ও মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক

বঙ্গে শিল্পে বিনিয়োগের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন টাটা সন্স-এর চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরণ। রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের দিকগুলি নিয়েই আলোচনা হয় এই বৈঠকে।

বৈঠকে রাজ্যে টাটা গোষ্ঠীর উপস্থিতি আরও প্রসারিত করার বিষয়ে মতবিনিময় হয়। বাংলাকে ভবিষ্যতমুখী শিল্প নেতৃত্বের কাছে একটি অন্যতম গন্তব্য হিসাবে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনায় উঠে আসে তথ্যপ্রযুক্তি, উৎপাদন শিল্প, এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ও।

নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের সঙ্গে টাটা গোষ্ঠীর সহযোগিতার সম্ভাব্য নতুন ক্ষেত্র নিয়েও কথাবার্তা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সামাজিক মাধ্যমে জানান, বাংলায় টাটা গোষ্ঠীর উপস্থিতি আরও দৃঢ় করতেই এই আলোচনা। বাংলার শিল্পবান্ধব পরিকাঠামো ও নীতি আগামী দিনে বৃহৎ বিনিয়োগের পথ খুলে দেবে। বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ-সহ রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে শিল্পক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। একদা যে জমি জটিলতায় সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা তৈরি করতে এসেও বিদায় নিয়েছিল, সেই জমি নীতি সরল হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে। এখন অনেক সহজে এ রাজ্যে শিল্পের জন্য জমি এবং যাবতীয় পরিকাঠামো মেলে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রতি বছর বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন করে সেই বার্তা তুলে ধরেছেন দেশ-বিদেশের শিল্পপতিদের কাছে। বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ, কর্মীদের সহজলভ্যতা এখানকার অ্যাডভান্টেজ। তা দেখে অনেকেই এখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

চলতি বছরের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ নিজে আসতে না পারলেও প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছিলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি ফোনে কথাও বলেন। সেসময় রাজ্যে টাটা সন্স বিনিয়োগের বার্তা দিয়েছিল। আর বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে চন্দ্রশেখরণ কলকাতায় এলেন। এদিন বিকেলে নবান্নে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর তাঁরা একান্তে বৈঠক করেন। মনে করা হচ্ছে, বাংলায় শিল্পস্থাপন নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা হয়েছে। আর তাতে ফের টাটাকে নিয়ে আশা বাড়ছে।

ফের সেতুভঙ্গ গুজরাতে, মৃত ১২

ভদোদরা, ৯ জুলাই: গুজরাতে ফের একটি সেতু বিপর্যয়। মোরবীকাণ্ডের ৩ বছর পরে এ বার ঘটনাস্থল ভদোদরা। বুধবার সকালে মহিসাগর নদীর উপর ভেঙে পড়ে গম্ভীরা সেতু। দুর্ঘটনায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১২ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত বেশ কয়েক জন। অভিযোগ, ৪০ বছরের পুরনো সেতুটির দেখভাল ঠিক ভাবে করা হয়নি। প্রবল যানজট হত সেতুতে। যান চলাচলের জন্য ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছিল। কিন্তু একাধিক বার প্রশাসনকে জানিয়েও লাভের লাভ কিছু হয়নি।

এই ঘটনায় বিজেপিকে অতীত স্মরণ করিয়ে আক্রমণ শানায় তৃণমূল। প্রশ্ন তোলা হল, এটি 'অ্যাক্ট অফ গড' নাকি 'অ্যাক্ট অফ ফ্রড'?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর রাজ্যে এই সেতু বিপর্যয় নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। মৃতদের জন্য শোকপ্রকাশ করেন। সমাজমাধ্যমে মোদী লিখেছেন, মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ২ লক্ষ করে টাকা দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে। আহতেরা পাবেন ৫০ হাজার করে টাকা। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'গুজরাতের ভদোদরা জেলায় একটি সেতু ভেঙে প্রাণহানির ঘটনা গভীরভাবে দুঃখজনক। এই দুর্ঘটনায় যারা নিজেদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমার সমবেদনা। প্রার্থনা করি আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক।'

জানা গিয়েছে, গুজরাতের মহিসাগর নদীর উপর ভদোদরা ও আনন্দ জেলার সংযোগকারী অত্যন্ত ব্যস্ততম ব্রিজ এটি। বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ গাড়ি চলার সময় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ব্রিজটি। যার জেরে একাধিক লরি, গাড়ি ও বাইক নদীতে গিয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেতু ভেঙে পড়ার জেরে দুটি ট্রাক, অটোরিকশা ও গাড়ি নদীতে পড়ে যায়। একটি ট্রাক ব্রিজের মুখে আটকে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ, দমকলবাহিনী ও ডুবুরি দল।

সেতু বিপর্যয়ের পর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল জানিয়েছেন প্রশাসনের সক্রিয়তার কথা। তিনি জানান, দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ভদোদরার কালেক্টরের সঙ্গে তাঁর কথা হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Dipak Das S/o. Kashinath Das ও Dipak Kr. Das, Das Dipak S/o. K. N. Das, Kashinath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Minakshmi Shaw ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Pradeep Kumar ও Satyajit Bid, now Divorce সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৬৬৬ নং এফিডেভিট বলে Sk Meheraj Ali S/o. Sk Akbar Ali ও Sk. Meharaj Ali S/o. Sk Akbab Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৮০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Majumder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Biswajit Majumder S/o. Bijan Krishna Majumder and/or Biswajit Majumder S/o. Bijan Majumder and/or Bishwajit Majumdar S/o. Bijan Majumdar R/o. Mearber Kapidanga, Chinsurah, Hooghly-712101, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Kabita Majumder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kabita Majumder & Kabita Majumdar W/o. Biswajit Majumder R/o. Near Harisava Primary School Mallick Kashim Hat, Kapidanga Colony, Chinsurah, Hooghly-712101, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৫/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬২৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Mustakim Billaha (old name) S/o. Abul Hassan Md Nayeemuddin (Father), Mosammat Selema Begam (Mother) R/o. House No. N0003, Rampara, Dakshidihi, Jangipara, Serampore, Hooghly-712706– W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mustakim Billaha (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mohammad Mustakim Billaha & Mustakim Billaha & Md Mustakim Billaha S/o. Abul Hassan Md Nayeemuddin (Father), Mosammat Selema Begam (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৯৫৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Rakiba Begam (old name) W/o. Kazi Asfak Uddin R/o. Furfura, Jangipara, Hooghly-712706, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rakiba Khatun (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rakiba Begam & Rakiba Khatun W/o. Kazi Asfak Uddi: সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই জুলাই, ২৫ শে আষাঢ়। বৃহস্পতিবার। আষাঢ়ী পুর্নিমা তিথি, জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী শনি দশা, বিংশোত্তোরী কেতু মহাদশা, মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

**(আষাঢ়ী পুর্নিমা তিথি। মন্বন্তরা স্নান। গুরু পুর্নিমা।
বৈদ্যনাথ ধামে শ্রাবনী মেলা। শ্রী শ্রী ব্যাসদেব পুজা।
চাতুস্মাস্য ব্রতারম্ভ।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৯৫৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Abu Salek Kazi (old name) S/o. Kazi Sakhauddin, R/o. Furfura, Jangipara, Hooghly-712706, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kazi Abu Salek (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Abu Salek Kazi & Kazi Abu Salek S/o. Kazi Sakhauddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৯৫৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Asfak Uddin Kazi (old name) S/o. Kazi Abu Salek, R/o. Furfura, Jangipara, Hooghly-712706, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kazi Asfak Uddin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Asfak Uddin Kazi & Kazi Asfak Uddin S/o. Kazi Abu Salek সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I Simran Ray Mandal W/o Animesh Kumar Mandal D/o Rajkishore Ray residing vill. Inda. Saratpally P.O.- Inda P.S.- Kharagpur (T) Dist.- Paschim Medinipur do solemnly declare that in my School Certificate my name wrongly recorded as Simlon Ray but after marriage I will be known as Simran Ray Mandal vide affidevit no. 2978 Dt.-02.05.25 before Ld. 1st class judicial Magistrate at Kharagpur. Simlon Ray D/o- Rajkishore Ray & Simran Ray Mandal W/o Animesh Kumar Mandal is same one & identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Md. Sujauddin Sarkar**, S/o, Late Sirajuddin Sarkar, R/o, Vill - Sultanpur, P.O. & P.S. - Memari, Dist. - Purba Bardhaman - 713146, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that my actual name is Md. Sujauddin Sarkar which is recorded in my Aadhaar & PAN Card, but my name has been wrongly recorded in my Passport (No. N3671807) as Mohammed Sujauddin Sarkar in place of Md. Sujauddin Sarkar. That **Md. Sujauddin Sarkar** and **Mohammed Sujauddin Sarkar** is the one and the same identical person vide Affidavit No. 2947 dated 03.07.2025 before the 1st Class Judicial Magistrate at Purba Bardhaman.

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **স্মৃতিময় ঘোষ**, পিতা মৃত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং **রিনা ঘোষ**, স্বামী-মৃত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা হুগলী, চন্দননগরে ২৩ নং ওয়ার্ডে গোপাল বাবু রোড, গোন্দল পাড়ায়, পিন কোড-৭১২১৩৭, নিবাসী তাহাদের উত্তারিধারীকারি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি যাহার মৌজা-চন্দননগর, ২২ নং স্ট্রীটে ১ নং জে.এল. ভুক্ত ৩৫০৮ এবং ৩৫০৯ নং খতিয়ানে ৪৮১, ৪৮২ নং দাগ ভুক্ত ০১১২ সহশ্রাংশ বাস্তু ভিটি সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রমান পত্র সহ দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

বিকাশ চন্দ্র হালদার
এ্যাডভোকেট হাই কোর্ট ক্যালকাটা
৮৯/২৮ পাল পাড়া, লেন, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর
হুগলী, মোবাইলঃ-৮৪৪৪০৬১৩৪০
Reg:- F990-1318-01

বিজ্ঞপ্তি

হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২১/১৪ নং অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী :- কাবেরী সামন্ত, স্বামী- কুন্তল দে, সাকিম- প্রগতি নগর, পোঃ- চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২

বনাম

প্রতিপক্ষ:-পূর্ণেন্দু সামন্ত, পিতা- মৃত তারাপ্রসাদ সামন্ত, সাকিম- প্রগতি নগর, পোঃ- চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২

এতদ্বারা প্রতিপক্ষকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী **কাবেরী সামন্ত**, স্বামী- কুন্তল দে, সাকিম- প্রগতি নগর, পো:- চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১০২ প্রতিপক্ষের উপর অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং উপরোক্ত মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত নোটিশ যাহা আদালত এবং ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আপনার উপরে জারী না হওয়ার কারণে এই প্রকাশনার মাধ্যমে আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, এই প্রকাশনার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মাধ্যমে এই আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য দাখিল করিবেন অন্যথায় এই মোকর্দ্দমা আপনার অনুপস্থিতিতে আইনানুগ আদেশ হইবে।

সম্পত্তির তপশীল
'ক' তপশীল সম্পত্তি

হুগলি জেলা, জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং পিএস - চুঁচুড়া, মৌজা - কুলিহান্ডা, জে.এল. নম্বর - ২০, এল.আর. দাগ নম্বর - ৮২, এল.আর. খতিয়ান নম্বর - ৮৮০১, যেখানে একটি প্রায় ০.০২৪ একর জমি এবং সেখানে একটি একতলা ভবন আছে যার মধ্যে দুটি শোয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি বাথরুম, একটি ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেস, একটি বারান্দা, সিঁড়ি এবং যাতায়াতের পথ সহ মোট আচ্ছাদিত এলাকা ১৩৫.৪০ বর্গমিটার প্রায়, কোদালিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রগতিনগর, চিন্সুরা, হুগলি।

'খ' তপশীল সম্পত্তি

এই উইল কার্যকর করার তারিখে **শ্রীমতী বাসন্তী সামন্তের** মালিকানাধীন এবং দখলকৃত সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি এবং ভবিষ্যতে যেকোনো সময় তিনি যে সমস্ত আর্থিক এবং অন্যান্য ধরণের অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করবেন এবং মালিক হবেন ।

দরখাস্তকারী তরফে
শুভ চট্টোপাধ্যায় (উকিলবাবু)
আদালতের আদেশ অনুসারে
সমীর আইচ (সেরেস্তাদার)
হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,২৩/৪/২৫

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী বলরাম দাস** পিতা ৺প্রভাস চন্দ্র দাস, সাকিম সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘা, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী মহাশয় বিগত ইং ১৭/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-342/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী যোগমায়া দাস** স্বামী শ্রী বলরাম দাস, সাকিম সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘা, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ২০/০৭/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6835/2023 নং দলিল মূলে **মুন্নি সাউ** স্বামী ইন্দল সাউ সাকিম বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী, মহাশয়াকে ২ কাঠা ১২ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিশবিঘা, জে.এল.-৫০, এল.আর ৯৯ নং খতিয়ানে, আর.এস তথা হাল এল.আর ১৪৬ নং দাগে বাগান জমি ২ কাঠা ১২ বর্গফুট অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, মুন্নি সাউ স্বামী ইন্দল সাউ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)সবিতা নাগ** স্বামী ৺শম্ভুনাথ নাগ সাকিম সাহাগঞ্জ ওল্ড পোষ্ট অফিস, চুঁচুড়া, হুগলী, **২)সুস্মিতা স্বর্ণকার** স্বামী বিশ্বজিৎ স্বর্ণকার সাকিম রাসবিহারী শক্তি সমিতি লেন, সাহাগঞ্জ, হুগলী ও **৩)সুজাতা ব্যানার্জ্জী** স্বামী চন্দন ব্যানার্জ্জী সাকিম নৃত্যগুরু এ্যাপার্টমেন্ট, কেওটা পুলিশ ফাঁড়ির নিকট, সাহাগঞ্জ, হুগলী মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৫/০৩/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-121/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **সুদীপ্ত নাগ** পিতা ৺শম্ভুনাথ নাগ সাকিম সাহাগঞ্জ ওল্ড পোষ্ট অফিস, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ২২/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-846/2025 নং দলিল মূলে **সোনা মন্ডল** পিতা ভৈরব মন্ডল সাকিম সাহাগঞ্জ ওল্ড পোষ্ট অফিস, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়কে ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৬ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, জে.এল. ৭, এল.আর ২৫১২/১ নং খতিয়ানে, আর.এস ১১৫৪ তথা হাল এল.আর ৩৭৪৮ নং দাগে বাগান জমি ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৬ বর্গফুট বা ০.০২৫ একর অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **সোনা মন্ডল** পিতা ভৈরব মন্ডল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত তিনটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল বলে যথাঃ **১)উমা শংকরী রায়** স্বামী সুশীল রায় সাকিম ভদ্রবাড়ী মোড়, বারাসাত, উঃ ২৪পরগণা, বিগত ইং ১৭/০৭/১৯৯২ তারিখে IV-58 নং **২)পূর্ণিমা রায়** স্বামী প্রনব রায় সাকিম ১০নং ইন্দ্রলোক, সোদপুর, খড়দহ, উঃ ২৪পরগণা, বিগত ইং ১৫/০৭/১৯৯২ তারিখে IV-57 নং ও **৩)কৃষ্ণা কর্মকার** স্বামী বিনয় কৃষ্ণ কর্মকার সাকিম খড়দহ নূতন পল্লী, টিটাগড়, উঃ ২৪পরগণা, বিগত ইং ৩০/০৬/১৯৯২ তারিখে IV-53 নং, আমমোক্তারনামা দলিল বলে তাহাদের মাতা অর্থাৎ আমার মক্কেল **কল্যানী রায়** স্বামী ৺কনকেন্দ্র কুমার রায় সাকিম ২১২ কাঠঘড়া লেন, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ২৮/০৯/১৯৯২ তারিখে ডি.এস.আর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7807 নং দানপত্র দলিল মূলে **১)শ্রী কবীর কুমার রায় ও ২)শ্রী প্রবীর কুমার রায়** উভয়ের পিতা ৺কনকেন্দ্র কুমার রায় সাকিম ২১২ কাঠঘড়া লেন, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়দ্বয়কে .২৮১ একর বা ২৮১ সহশ্রাংশ দান করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালী, জে.এল.-৯, এল.আর. ১২ কৃষি তথা হাল এল.আর ৪৭০ নং খতিয়ানে, আর.এস ২১৪০ তথা হাল এল.আর ৩০৯৩ নং দাগে বাগান জমি .২৮১ একর বা ২৮১ সহশ্রাংশ অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে দানকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী প্রবীর কুমার রায়** পিতা ৺কনকেন্দ্র কুমার রায় উক্ত দানসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

LEGAL NOTICE

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল সরিতা আগারওয়াল স্বামী অরবিন্দ আগরওয়াল কুচকুচিয়া রোড বাঁকুড়া। ২৬/১১/২০২২ কলকাতার A.R.A II OFFICE এর ১৪২০২/২২ নং কোবালা দলিল মূলে উমাপদ ব্যানার্জি ওরফে উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম হিল কলোনি, কুলটী, পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৪৩ উক্ত দাতার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার রাহুল দাস, পিতা দিলীপ দাস, সাকিম শিখরিয়া পাড়া পুরাতন চন্ডী মেলা বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মূলে পশ্চিম বর্ধমানের D.S.R OFFICE 4963/2022 নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জুনবেদিয়া মৌজায় (জে.এল-২২৯) ৬৬,৪৮৫ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৭৮২,৭৮৭,৭৯৭, ৮০০,৮০১ নং দাগে মোট ২৮ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & LR.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Abhishek Chaudhuri
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১/ বিকাশ সিদ্ধা পিতা মৃত মতিলাল সিদ্ধা সাং বাগানেপাড়া লেন, পো:কৃষ্ণনগর থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, ২/ মনোজ ঘোষ পিতা লক্ষণ ঘোষ সাং বাঁকু দর্জী লেন পো: কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, ৩/ মনিশঙ্কর সাহা পিতা দীপক সাহা সাং নন্দীপুকুর লেন, পো:কৃষ্ণনগর থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, ৪/ ভোলানাথ জোয়াদ্দার পিতা মৃত নির্মলকান্তি জোয়াদ্দার সাং সাধকরামোরসাদ সেন রোড, পো:কৃষ্ণনগর থানা- কোতয়ালী, জেলা -নদীয়া, কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর. এস. ১৪১৬০ দাগ, এল. আর ১৮৯২৯ দাগের সাবেক ১২৫৩২, ১২৫৩০ খতিয়ান, এল. আর ১৬৪০৭ খতিয়ান থেকে ৩৬৮ শতক সম্পত্তি গত ইং ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-79/2023 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক ১/ রানা চক্রবর্তী পিতা মৃত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২/ রাজা চক্রবর্তী পিতা মৃত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩/ শিখা বসু স্বামী মৃত অমরেন্দ্রলাল বসু ৪/ অনিন্দ বসু পিতা মৃত অমরেন্দ্রলাল বসু ৫/ সুনন্দ বসু পিতা মৃত অমরেন্দ্রলাল বসু সর্ব সাং- এইচ সি সরকার রোড, নলুয়াপাড়া, পো:কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, মহাশয় দিগরের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছে এক্ষণে অরিজিত ঘোষ পিতা অসিত ঘোষ, সাং- শরৎ সরণী পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার ১/০৭/২০২৫ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে ৬৯৫২/২০২৫ দলিলে আর.এস. দাগ- ১৪১৬০ এল.আর. ১৮৯২৯ সাবেক ১২৫৩২, ১২৫৩০ খতিয়ান এল.আর ১৬৪০৭ খতিয়ান থেকে ২.৫৬ শতক বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L.R.O কৃষ্ণনগর-১ ও A-D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

কৌশিক দাস, এ্যাডভোকেট
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
L.A.D. Case No: 01/2025
Maloy Chowdhury ..... Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারণগনকে জানানো যাইতেছে যে জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পোঃ- খড়্গপুর, খড়্গপুর টাউন থানার অন্তর্গত উত্তর ভবানীপুর সাকিনে বসবাসকারী **চিত্তরঞ্জন চৌধুরী**, পিতা-৺সতীশ চন্দ্র চৌধুরী তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর টাউন থানার অন্তর্গত মৌজা-দেবলপুর, জে.এল. নং - 190, আর.এস. দাগ নং- 340, আর.এস. খতিয়ান নং-24/1, খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটির 07 নং ওয়ার্ডে 350/277/5 নং হোল্ডিং ভুক্ত পাকা বাড়ী যাহা বর্তমানে 06 নং ওয়ার্ডে 405/350 নং হোল্ডিং ভুক্ত পাকা বাড়ী। জমির পরিমান ০৪ (আট) ডেঃ বাস্তু এবং উক্ত জমির কিয়দাংশে একতলা পাকা বাড়ী সম্বন্ধে গত 30.01.2004 তারিখে যে উইল করিয়াছিলেন তাহার Letter of Administration লইবার জন্য দরখাস্তকারী অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে 30 দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইবে। অত্র মোকর্দ্দমার পরবর্ত্তী ধার্য্য দিন 22/08/2025. আদেশানুসারে

Madan Mishra (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমত্যা কমলা পুলে স্বামী ৺বিমল চন্দ্র পুলে ওরফে বিমল পুলে সাকিম নলবোনা পোঃ রাজহাট, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, বিগত ইং 23/11/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10479/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী হেমন্ত পুলে** পিতা ৺বিমল চন্দ্র পুলে ওরফে বিমল পুলে সাকিম নলবোনা পোঃ রাজহাট, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 12/12/2023 তারিখে ডি.এস.আর-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4110/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অজামিল সাঁতরা**, পিতা শ্রী গোপাল সাঁতরা মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা ভাটুয়া, ৩১ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. 587 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 526 নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 52 শতক তন্মধ্যে 0.5000 অংশে 26 শতক তন্মধ্যে 13 শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে ও সয়ং ক্ষমতাপ্রাপ্ত 02 শতক একুনে মোট 15 শতক অত্র কোবালা দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী অজামিল সাঁতরা**, পিতা শ্রী গোপাল সাঁতরা উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

হারানো প্রাপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শেয়ার সার্টিফিকেট নং (সমূহ) ৪০৯২২৯ এবং ৪১২৫২৫ - ৭৯২০ এবং ৩১৬৮ শেয়ার (সমূহ) ডিসটিনটিভ নং ৪১৪১১০৬৮৯-৪১৪১১৮৬০৮ এবং ১০৯৭৮৩৫৬২৩ - ১০৯৭৮৩৮৭৯০ (উভয় সহ) বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লি. এর, রেজিস্টার্ড অফিস বার্জার হাউস, ১২৯ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, কলকাতা ৭০০০১৭, রেজিস্ট্রিকৃত অশোক বর্মা (প্রয়াত) যৌথভাবে শ্রীমতি নীনা বর্মা এর নামে -হারিয়ে গিয়েছে।

আমি উক্ত শেয়ার সার্টিফিকের বিকল্প ইস্যুর জন্য কোম্পানির নিকট আবেদন করেছি। কোনও ব্যক্তির উক্ত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি থাকলে কোম্পানির উক্ত ঠিকানায় বা রেজিস্ট্রার - **সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা) লি.**, রসুই কোর্ট, ২০, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১,-নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করতে পারেন।

নাম : নীনা বর্মা
ঠিকানা : হাউস নং ১বি, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর, কলকাতা -৭০০০২৭
তারিখ : ০৮.০৭.২০২৫ স্থান : কলকাতা

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

মা লক্ষ্মী
জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

ওড়িশায় কাজ করতে গিয়ে আটক ২৩ বাঙালি পরিযায়ী, কেন্দ্রকে তোপ মহুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে বাংলাদেশি হিসাবে আটকে রয়েছেন নদিয়ার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা। কৃষ্ণনগর লোকসভার অন্তর্গত কালীগঞ্জের পানিঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের মির্জাপুরের এই ২৩ জন বাঙালি শ্রমিক ওড়িশায় কাজে যান। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে রয়েছে বৈধ কাগজপত্র। অথচ এরপরও বেআইনি ভাবে তাঁদের ঝাড়সুগুদায় ওরিয়েন্ট থানার পুলিশ আটকে রেখেছে বলে জানা যাচ্ছে। একইসঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, ওড়িশায় তাঁরা যেখানে কাজ করেন, সেখানে পুলিশ তাঁদের কাছে আধার কার্ড দেখতে চায়। আধার কার্ড দেখাতে না পারায় তাঁদেরকে পুলিশ আটক করে রাখে বলে দাবি পরিবারের। তারা পরিবারকে ফোন করে জানান। তাঁদের পরিবার বাড়ি থেকে আধার কার্ড ছবি তুলে পাঠায়। এরপরও এখনও পর্যন্ত তারা আটকে রয়েছেন ঝাড়সুগুদায়। এদিকে এই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে বলে বিধানসভায় ইতিমধ্যেই সরব হতে দেখা গিয়েছিল খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার এই ইস্যুতে সুর চড়ালেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বিদ্ধ করে এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করে মহুয়া অভিযোগ করেন, নদিয়ার ২৩ জন শ্রমিককে বেআইনিভাবে আটকে রেখেছে ওড়িশা পুলিশ। সঙ্গে মহুয়া এও বলেন, 'শতাধিক বাঙালি শ্রমিককে আটক করা হয়েছে। তার মধ্যে ২৩ জন আমার এলাকার। হেনস্তার শিকার ওই শ্রমিকদের কাছে আধার থেকে ভোটার-সহ সমস্ত তথ্য রয়েছে। এরপরও তাঁদের হেনস্তা করা হচ্ছে। আর সেই কারণেই তাঁদের অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার আর্জি জানান কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে তিনি বিজেপিকে বিঁধে বলেন, নবীন পট্টনায়কের ২৪ বছরের শাসনকালে এই ধরনের অভিযোগ ওঠেনি। পড়শি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই রকম হচ্ছে। একইসঙ্গে মহুয়াকে হুঁশিয়ারি দিতেও শোনা যায় শ্রমিকদের ছাড়া না হলে তিনি নিতে পারেন আইনি পদক্ষেপও। এরই রেশ ধরে তৃণমূল সাংসদ এও বলেন, নদিয়ার এসপি ইতিমধ্যেই ঝাড়সুগুদার এসপির সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের তরফে জানানো হয়েছে, কাগজপত্রে কিছু ত্রুটির কারণে এই আটক। এখানেই মহুয়ার বক্তব্য, ২৩ জনেরই বৈধ নথি রয়েছে। আধার কার্ড-সহ যা যা নথি কাজ করতে গেলে সঙ্গে থাকা দরকার, ওই শ্রমিকদের কাছে সবই রয়েছে। এ দেশের প্রতিটা নাগরিকের অধিকার রয়েছে, দেশের অন্য রাজ্যে যাওয়ার। তা বসবাসের জন্য হোক বা পেটের তাগিদে। শুধু তাই নয়, একেবারে হুঁশিয়ারির সুরে জানান, ভাববেন না এই শ্রমিকদের হয়ে লড়াই করার কেউ নেই। যদি তাঁদের অবিলম্বে ছাড়া না হয়, তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হব।

এরই প্রেক্ষিতে আইজি সম্বলপুর হিমাংশ কুমার লাল জানান, ঝাড়সুগুদায় ব্যক্তিদের আটক হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ যে তৈরি হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারছি। তবে এটাও ঠিক যে, জাতীয় স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরে এই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই আপস করা সম্ভব নয়। যাদের সম্পর্কে তদন্ত চলছে, তাদের কাছে বৈধ বাসস্থান বা নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেই, তাই তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে একটি সুষ্ঠু যাচাই প্রক্রিয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, এই ব্যক্তিদের নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়েছে যেখানে পর্যাপ্ত খাদ্য, জল, পরিচ্ছন্নতা এবং চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

পাশাপাশি ওড়িশার ওই পুলিশ কর্তা এও জানান, এই প্রক্রিয়াটি কোনও সম্প্রদায় বা অঞ্চলের বিরুদ্ধে নয়, এটি আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই করা হচ্ছে। আর যাঁদের বৈধ নথিপত্র রয়েছে তাঁরা ইতিমধ্যেই তাঁদের নিজের জায়াগায় ফিরে যাচ্ছেন বা ফেরার পথে রয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এ অনুরোধও করেন, জনসাধারণকে এ ব্যাপারে কোনও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করতে বা অনুমান না করতে। এর পাশাপাশি প্রশাসনের প্রতি বিশ্বাস রাখারও অনুরোধ জানান ওড়িশার ওই পুলিশকর্তা। সঙ্গে এও বলেন, ধৈর্য রাখতে যাতে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

নীতি-ম্যাপে বিকৃত বাংলা, ক্ষুব্ধ মমতা

অবিলম্বে ক্ষমা ও সংশোধনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান বিহারে! কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থার নথিতে এই 'ভয়াবহ ভুল' নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নীতি আয়োগের 'স্টেট সামারি রিপোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ' প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। সেই রিপোর্টের মানচিত্রে বিহারের ভূখণ্ডকে দেখানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ হিসাবে। এই ঘটনাকে বাংলা তথা রাজ্যের মর্যাদায় আঘাত বলে চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই মর্মে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ সুমন কে. বেরি-কে। রাজ্যের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, 'এটা শুধু প্রযুক্তিগত ভুল নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় ও মর্যাদার উপর একটা গুরুতর আঘাত।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'এটা নীতি আয়োগের মতো একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি ও রাজ্যগুলির প্রতি অসম্মানের পরিচায়ক।'

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এইরকম ভুল রিপোর্ট নীতি আয়োগের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সরকার, নীতিনির্ধারক এবং সাধারণ মানুষ যে রিপোর্ট ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেন, সেই সবের উপরই এর গভীর প্রভাব পড়ে।' এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পক্ষ থেকে কড়া বার্তা দিয়েছেন, 'রাজ্য সরকার এই ভুলকে কঠোরভাবে নিন্দা করছে। অবিলম্বে ক্ষমা চেয়ে সংশোধনী প্রকাশ করুক নীতি আয়োগ।' ভবিষ্যতে যাতে এমন অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে, তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

টিকিট পরীক্ষা অভিযান, ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকার জরিমানা আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রীদের মধ্যে টিকিটবিহীন যাত্রা রুখতে এবং ট্রেন যাত্রায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের উদ্যোগে ৯ জুলাই হাওড়া স্টেশনে চালানো হল বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট টিকিট পরীক্ষার অভিযান। রেল ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে ও হাওড়া কোচিং-এর সহকারী বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপকের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। এই যৌথ অভিযানে অংশ নেন ৪১ জন টিকিট পরীক্ষক (টিটিই), ৫ জন প্রধান টিকিট পরিদর্শক, রেল সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) ১০ জন কর্মী এবং একজন সরকারি রেল পুলিশ (জিআরপি) সদস্য। স্টেশনের একাধিক প্ল্যাটফর্ম ও ভিড়পূর্ণ অংশে বিশেষ নজর দিয়ে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে মোট ৫৯৯টি টিকিট সংক্রান্ত অনিয়ম ধরা পড়ে, যার মধ্যে ৪৮২টি ক্ষেত্রেই যাত্রীরা টিকিটবিহীন ছিলেন। এইসব অনিয়মের ভিত্তিতে আদায় করা জরিমানা ও ফাইনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৯৭,১৩৫ টাকা। পূর্ব রেল জানিয়েছে, এমন অভিযান নিয়মিত চলবে। এই ধরনের পদক্ষেপ টিকিটবিহীন যাত্রায় নিরুৎসাহিত করবে এবং প্রকৃত টিকিটধারী যাত্রীদের প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করবে।

আলোক চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যামেরা দিয়ে কি ছবি আঁকা যায়। স্বাভাবিক ভাবে দেখলে মনে হয় যায় না। কিন্তু এক্সপ্রেশন এর অলোক চিত্র প্রদর্শনী দেখলে মনে হবে প্রতিটা ছবি যেন তুলি দিয়ে আঁকা। প্রকৃতির যে কত রূপ রং রয়েছে তা ক্যামেরার লেন্সের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন চিত্র গ্রাহকরা।

প্রদর্শনীর ছবিগুলো কেবল কোনো ঘটনার সাধারণ চিত্র নয়। বরং, এগুলি 'নতুন কল্পনা দিয়ে ভিন্নভাবে তৈরি', যা মুহূর্তের চেয়েও বেশি কিছু প্রকাশ করে 'আত্মার কম্পন' এবং 'বাস্তবে বশীভূত আত্মাদের' চিত্র তুলে ধরে। এই ছবিগুলিতে 'বহুমাত্রিক অর্থ' রয়েছে, যা খালি চোখে দেখা সাধারণ বিষয়ের বাইরেও অনেক কিছু বোঝায়।

মোট আটজনের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে এই অলোক চিত্র প্রদর্শনীতে। ২০১৫ সাল থেকে আলোক চিত্র প্রদর্শনী করে আসছেন তারা। একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর নিউ সাউথ গ্যালারিতে আয়োজিত হল এই প্রদর্শনীর। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ল্যান্ডস্কেপ চিত্রগ্রাহক সৌমিত্র দত্ত, এবং আর্ট কিউরেটর ও আর্ট এডুকেশনিস্ট রিনা দিওয়ান। এই প্রদর্শনীতে জয়দেব চক্রবর্তী, গৌতম বোস, পার্থ মণ্ডল, রাজীব রায়, সেলিম মিস্ত্রি, পল্লব দত্ত , শুভজিৎ মুখার্জী ও পার্থ সেনের অলোক চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

গুরুপূর্ণিমার শ্রদ্ধার্ঘ্য

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নস্তেব নস্তেব নস্তেব গতিরন্যথা।।"

হরির নাম ব্যতীত কলিকালে অন্য কোন গতি নেই। নামই সহায়, নামই সম্বল, আমাদের মুক্তির সহায়ক। ধ্যান, যজ্ঞ ইত্যাদির গুরুত্ব এ যুগে অনেক কম। কারণ তা ফলপ্রসূ নয়। সেকারণে শ্রীশ্রী ঠাকুর বলছেন—

"নেতি নেতি বেদান্তের দুরুহ বিচার।
সর্বত্যাগী বিনা তায় নাহি অধিকার।।
সত্যে ধ্যান ত্রেতা যুগে যে ফল যজ্ঞেতে।
দ্বাপরে পূজার ফল কীর্তনে কলিতে।।"

এ যুগে ভগবৎ প্রাপ্তির সহজতম পন্থা হল ভগবানের একটি নামকে আশ্রয় করে, সেই নামকে অবিরাম জপ করে ইষ্টলাভেপ পথে এগিয়ে যাওয়া। ঈশ্বর লাভের পথকে নরনারায়ণের মাঝে আত্মস্থ করিয়ে দিতেই ভগবানকে বারংবার নবদ্বীপে ধারন করে ধরধামে আসতে হয়। যুগে যুগে তো বটেই, এমনকী কলিকালেও শ্রী ভগবান বারংবার মনুষ্য শরীর ধারন করে অবতীর্ণ হয়েছেন। কখনও প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করছেন, কখনও যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে আবির্ভূত হয়ে জীব ও শিবের মধ্যেকার লক্ষ যোজন দূরত্ব ঘুচিয়েছেন, আবার তিনিই সীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথ রূপে নামকে আশ্রয় করে জীবকে মুক্তির পথে এগিয়ে দিয়েছেন। সীতারাম অবতারের তাৎপর্য এখানেই।

কসবা-কাণ্ড: শহরের সমস্ত থানাকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা পুলিশ কমিশনারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে ধর্ষণের তোলপাড় বঙ্গ সমাজ। এমনই এক আবহে শহরের সমস্ত থানাকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা পাঠালেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। নগরপাল স্পষ্ট জানান, কলেজগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা সহ কলেজগুলির নিরাপত্তারক্ষীদের থানার কোনও আধিকারিকদের নম্বর নিয়ে রাখতে হবে। একইসঙ্গে নগরপাল এও জানান, কসবাকাণ্ডে পুলিশ যাবতীয় পদক্ষেপ করেছে। একইসঙ্গে কলেজগুলিতে অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে কলকাতা পুলিশ বেশ কিছু পদক্ষেপ করছে বলেও জানান তিনি। এই প্রসঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা এও জানান, 'যে কলেজ যে থানার অন্তর্গত, সেখানকার পুলিশ আধিকারিক ওই কলেজের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিত্যদিন যোগাযোগ রাখবেন।' তিনি আরও জানান, 'কলেজের নিরাপত্তারক্ষীরা নিজের কলেজে কোনওরকম অপরাধমূলক কাজকর্ম দেখলেই, নিকটবর্তী থানাকে দ্রুত জানাবেন।' এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি থানাগুলি কলেজে গিয়ে একটি করে কর্মশালা করবে। সেখানে গিয়ে কলেজের পড়ুয়াদের থানার আধিকারিকরা জানাবেন, এই ধরনের অপরাধে কী ধরনের শাস্তি হতে পারে। এমনকী কলেজে যেকোনও ধরনের সামাজিক অপরাধ কী কী শাস্তিযোগ্য ধারার মধ্যে পড়ে, সেটাও পুলিশ আধিকারিকরা পড়ুয়াদের জানাবেন। এর পাশাপাশি মনোজ ভার্মা এও জানান, কলেজের পড়াশোনার সময়সীমার শেষে, যদি কেউ জোর করে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে থেকে যায় বা সেখানে ব্যক্তিগত কাজ অথবা অনৈতিক কোনও কাজকর্ম করে, তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে থানাগুলিকে জানানো বাধ্যতামূলক। সেক্ষেত্রে দ্রুত পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। এর পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, থানাগুলি কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রতিনিয়তই খবর নেবে।

পুলিশ না তৃণমূলের গুন্ডা?

নিউ আলিপুরে ট্রাক ভাঙচুর, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আক্রমণ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুরে রাজ্য পুলিশের আচরণকে 'গুন্ডামি' আখ্যা দিয়ে তীব্র আক্রমণ শানাল পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি। দলীয় অভিযোগ, কোনও উসকানি বা বেআইনি কার্যকলাপ ছাড়াই রবিবার গভীর রাতে এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকগুলিতে হঠাৎ চড়াও হয় রাজ্য পুলিশ। রাতারাতি প্রায় ৩৮টি ট্রাকের টায়ার ছিদ্র করে দেওয়া হয়। রাজ্য বিজেপির তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে; এটা কি পুলিশি অভিযান, না তৃণমূলের ক্যাডারদের হাতে লাঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে? রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গুন্ডা বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, নিউ আলিপুর থানার চারজন কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিককে অনৈতিক কাজ করার জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথ প্রিয়ব্রত রায় বলেন, এই ঘটনায় আমরা আভ্যন্তরীণ তদন্ত করে প্রাথমিকভাবে চারজন সাব-ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করেছি। তাঁদের নাম বলতে চাই না। তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় আর কার ভূমিকা ছিল, সেই বিষয়গুলিও আমরা ভালোভাবে খতিয়ে দেখছি।

বিজেপির দাবি, ট্রাকচালক ও মালিকদের থেকে কাটমানি না পাওয়ার কারণেই এই হামলা। সরকারি মদতে চলা এমন বেআইনি চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করলেই এবার পুলিশের হাতেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে জীবিকা।

রাজ্য বিজেপির দাবি, একটা সভ্য দেশে এভাবে ট্রাকের টায়ার ফুটো করে দেওয়া যায়? ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া যায়? মানুষের রুজিরুটি ধ্বংস করাটাই কি এখন শাসকের নয়া সংস্কৃতি? বিজেপির বক্তব্য, এই ঘটনাই প্রমাণ করে রাজ্যে আইনের শাসন নেই। পুলিশ নিজের ক্ষমতা ভুলে গিয়ে শাসকদলের হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। প্রশাসন কোনও তদন্ত তো করেইনি, উলটে চুপ করে থেকে গোটা ঘটনার প্রশ্রয় দিচ্ছে বলেই অভিযোগ পদ্ম শিবিরের।

বিজেপি এও জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাক মালিক ও চালকদের পাশে দল দাঁড়াবে। প্রয়োজনে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। শেষ পর্যন্ত বিজেপির সরাসরি প্রশ্ন; কাটমানি না দিলে পুলিশ কি এখন ট্রাক ফাটাবে? মানুষ আর কতদিন সহ্য করবে এই শাসন? এই ঘটনায় এখনও পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

■ প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে বউবাজার এলাকার গোপালচন্দ্র লেনে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত প্রতিবেশী-সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম মহম্মদ সেলিম, মহম্মদ ফজলু, মহম্মদ হাবিব, মহম্মদ আয়ুব এবং মহম্মদ শহিদ হোসেন। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই এলাকারই একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন বছর ৫৩-র এজহার আহমেদ। মঙ্গলবার ওই বাড়ির আরেক ভাড়াটিয়া প্রতিবেশী মহম্মদ সেলিম এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এরপর বেশকিছু সময় দু'পক্ষের মধ্যে বচসাও হয়। এরপর মহম্মদ সেলিম এবং বাকিরা এজহার আহমেদকে ধাক্কা দেন বলে অভিযোগ করেছে আজাহারের পরিবারের সদস্যরা। আর এই বচসার সময়েই ধাক্কা মারায় এজাহার মাটিতে পড়ে যান এবং অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। পরিবারের লোকজন ও অন্যান্যরা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। লালবাজার সূত্রের খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করে। পুলিশ মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছে, মৃত এজহার আহমেদের হৃদরোগের একটি সমস্যা ছিল। বছরখানেক আগে তাঁর হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারও করা হয়েছিল। সেই থেকেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। তাঁকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়ার ফলে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর তারপরেই মৃত্যু হয় তাঁর। দেহটি পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার জানান, 'তদন্তে নেমে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

হাইকোর্টের নির্দেশে পদক্ষেপ রাজ্যের

■ হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইউনিয়ন রুম আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশের মধ্যেই রাজ্য সরকার এবার নিল কড়া পদক্ষেপ। ইউনিয়ন রুমের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে আনতে তৈরি হচ্ছে এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউর)। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, কোর্ট জানতে চেয়েছিল এই ইউনিয়ন রুমগুলির কার্যপ্রণালী কী, কাদের প্রবেশাধিকার থাকবে, কী কী কাজ সেখানে হবে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেই আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে এসওপি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনা করেই শিক্ষা দপ্তর সেই নথি পাকাপাকি করবে। ইতিমধ্যেই কিছু কলেজে বহিরাগতদের ইউনিয়ন রুমে ঘোরাফেরা ও দখলের অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রেক্ষিতেই হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের সমস্ত কলেজে ইউনিয়ন রুম বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার স্থায়ী সমাধানে এগোতে চাইছে। ছাত্র ভোট নিয়েও মুখ খোলেন শিক্ষামন্ত্রী। জানান, কোর্টের নির্দেশ এলেই রাজ্য ছাত্র ভোট করাতে প্রস্তুত। পাশাপাশি, রাজনীতির ঊর্ধ্বে খেলাধুলাকে গুরুত্ব দিয়ে সুব্রত কাপ উদ্বোধনের মঞ্চ থেকেও শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের সক্রিয়তার বার্তা দেন ব্রাত্য বসু।

বামেদের ডাকা বন্‌ধেও সচল টাকি হাউস গভর্নমেন্ট স্কুল। *ছবি:অদিতি সাহা*

কসবা ধর্ষণ-কাণ্ডে এফআইআর কপিতে নাম বদলের অভিযোগ

কেন্দ্রীয় তদন্তের দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা ল' কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের নাম এফআইআর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে মুছে ফেলার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কাছে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল কেন্দ্রীয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি। দলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সতপাল সিং, সাংসদ ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এবং বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান মানন মিশ্র। তাঁরা জানান, এফআইআর-এর আসল কপিতে অভিযুক্তদের নাম কেটে 'জে ', 'এম ', 'পি ' ইত্যাদি অক্ষর বসানো হয়েছে। অভিযুক্তদের একাধিক অপরাধমূলক রেকর্ড থাকলেও ফের কলেজে চাকরি দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির অভিযোগ, এফআইআর নিতে পুলিশ শুরুতে গড়িমসি করেছে, পরে অভিযোগপত্রেও হস্তক্ষেপ করেছে। নির্যাতিতার পরিবারকেও দেখা করতে দেওয়া হয়নি। পুলিশের অসহযোগিতা ও তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

বিপ্লব দেব বলেন, পুরো ঘটনা তৃণমূল স্পনসর্ড। দাগী ছাত্রনেতা ও তৃণমূল বিধায়কের মদতেই এসব হচ্ছে। বিজেপির বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে নারী সুরক্ষা ভেঙে পড়েছে, এখনই কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

লালবাজার অভিযানে অভয়ার বাবা-মাকে আমন্ত্রণ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার বিকেলে পানিহাটির নাটাগড়ে অভয়ার বাড়িতে আসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। সঙ্গে ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কংগ্রেস সভাপতি তাপস মজুমদার। প্রসঙ্গত, আজ, ১০ জুলাই লালবাজার অভিযানের ডাক দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। সেই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হওয়ার জন্যই এদিন অভয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। অভয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভঙ্কর সরকার বলেন, এক বছর অতিক্রান্ত হতে চলল আরজি করের ঘটনা। বাংলার মানুষ জানতে চায়, শুধুমাত্র লালসার কারণে কি খুন হতে হয়েছিল চিকিৎসক মেয়েটিকে। নাকি লালসাকে সামনে রেখে পিছনে কোনও সংঘটিত অপরাধ ছিল। কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক ক্রাইম ছিল। এটা এখনো কেউ বলতে পারেনি। যদিও আদালত লালসার কারণে খুন বলে একজনকে সাজা দিয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকারের উচিত ছিল অভিভাবক হিসেবে অপরাধের উৎস খুঁজে বের করা। তাঁর কথায়, আর আরজি কর ঘটনায় কোনও ন্যায় বিচার হয়নি বলেই, রাজ্যজুড়ে একের পর এক নারীদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে আইনের ছাত্রীকে গণধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি নদিয়ার কালিগঞ্জে তামান্নার মতো একটি নাবালিকার প্রাণহানি ঘটেছে। এককথায়, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতির ঘটেছে। এই কারণেই লালবাজার অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, লালবাজারের আধিকারদের বলতে চাই, অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিলে পাড়ায় পাড়ায় যেসব অপকর্ম ঘটছে সেগুলো ঘটত না। লালবাজার অভিযান নিয়ে শুভঙ্কর সরকার বলেন, বৃহস্পতিবার বেলা ১ টার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে লালবাজারের উদ্দেশ্যে এই অভিযান শুরু হবে। সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য অভয়ার বাবা-মাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। ওনারা উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবেন বলেছেন। তিনি আরও বলেন, আগামী ৮ অগস্ট তাঁরা সিবিআই দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছেন। সেদিনও ওনাদের হাজির থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

রেল অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রমকোড বাতিল, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি-সহ একাধিক ইস্যুতে বুধবার দেশ জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়নগুলো। ধর্মঘটের সমর্থনে এদিন সকালে শিয়ালদহ মেইন শাখার শ্যামনগর ও ইছাপুরের মাঝে ২২ নম্বর রেলগেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় ধর্মঘটিরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সিটুর সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ মিনিট রেল অবরোধ করে রাখে বন্‌ধ সমর্থকরা। জোর করে অবরোধ তুলতে গেলে ধর্মঘটিদের সঙ্গে রেল পুলিশের বচসা বেধে যায়। যদিও পুলিশ রেললাইন থেকে অবরোধকারীদের সরিয়ে দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করে। এদিন ব্যারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন ১৫ নম্বর রেলগেটে রেল অবরোধে করে বিক্ষোভ দেখায় ধর্মঘটিরা। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধর্মঘটিদের ধস্তাধস্তি বেধে যায়। ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোডের ব্যারাকপুর লালকুঠি মোড়, গারুলিয়া পিনকল মোড় এবং শ্যামনগর চৌরঙ্গী মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বন্‌ধ সমর্থকরা। এদিন খড়দা স্টেশনে রেললাইনে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান ধর্মঘটিরা। অবরোধ চলাকালীন ধর্মঘটিদের সঙ্গে তুমুল বচসা বেধে যায় রেলযাত্রীদের। ট্রেন থেকে যাত্রীরা নেমে অবরোধ তুলতে বলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় খড়দা স্টেশন চত্বরে। ৩০ মিনিট অবরোধ চলার পর ঘটনাস্থলে আসে রেলপুলিশ। পুলিশ উভয় পক্ষকে সরিয়ে দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করে। সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, শ্রমকোড বাতিল, বেসরকারিকরণ বন্ধ করা, প্রিপেড স্মার্ট মিটার বন্ধ-সহ একাধিক ইস্যুতে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি আরএসএসের দালাল। তাই ধর্মঘট বানচাল করার জন্য তৃণমূল সরকারের এত উদ্যোগ।

এবার যোগেশচন্দ্রে টিএমসিপির কীর্তি সামনে আনল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার সামনে এল খোদ যোগেশচন্দ্রের ঘটনা। সেখানেও ছাত্রীদের নিরাপত্তা নেই বলেই অভিযোগ বিজেপির। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক সদস্যের বিরুদ্ধে বিজেপি অভিযোগ, ক্লাসে এক ছাত্রীর সঙ্গে যে ব্যবহার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য তন্ময় দে করছেন, তা শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়। এখানে একটা কথা না বললেই নয় যে এই যোগেশচন্দ্রতেই পড়াশোনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। এ ব্যাপারে বিজেপির তরফ থেকে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়। একইসঙ্গে বিজেপির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, তন্ময় কলেজ ক্যাম্পাসে আপত্তিকর আচরণে লিপ্ত হচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে, এবং তার বিরুদ্ধে ছাত্রীরা মুখ খুললেও কার্যত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বিজেপির দাবি, তন্ময়ের এই ক্ষমতার উৎস হলেন সাব্বির আলি, যিনি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হলেও এখনও ক্যাম্পাসে তার দাপট বজায় রেখেছেন। তাঁদের দু'জনকেই প্রায়শই তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে একসঙ্গে দেখা যায়। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাঁরা কলেজ চত্বরে এক ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছেন।

এর আগে মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় সোনারপুর কলেজের ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, এক ছাত্রী এক সিনিয়র 'দাদা'র মাথা টিপে দিচ্ছেন। এবার সামনে এল যোগেশচন্দ্রের টিএমসিপি সদস্যের এই কীর্তি।

ক্রমেই কমছে বেসরকারি বাস, পারমিট নেওয়ায় উৎসাহ নেই

অশোক সেনগুপ্ত

বৃহত্তর কলকাতায় ক্রমেই কমছে বেসরকারি বাস। বর্ষাকালে সংখ্যাটা আরও কমে যাচ্ছে। কারণ, বেহাল রাস্তায় বাসের যন্ত্রাংশ ভাঙে। মেরামতির অর্থ ওঠে না টিকিট বিক্রি করে। এর সঙ্গে রয়েছে বর্ষায় যাত্রীর স্বল্পতা। এই পরিস্থিতিতে বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের তরফে মঙ্গলবার জানিয়ে দেওয়া হল, রুটের বেসরকারি বাস আরও কমবে। পুরনো বাস মালিকদের মধ্যে পারমিট নেওয়ার জন্য কোন উৎসাহ নেই। আর নতুন করে কেউ এই শিল্পে আস্তে চাইছে না। একটা সময় বৃহত্তর কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থার অন্যতম মূল ধমনী ছিল বেসরকারি বাস। বেশ কয়েকবছর ধরেই নানা কারণে বেসরকারি বাসের সেই রমরমা কমেছে। ট্রেন-মেট্রো-অটোর এই রমরমার বাজারেও বহু মানুষ এই বেসরকারি বাসের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু একে একে কমে যাচ্ছে বিভিন্ন রুটে এই বাসের সংখ্যা। চরম সঙ্কটে পড়েছেন এই শিল্পের সঙ্গে সংপৃক্ত বহু পরিবার।

জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সম্পাদক তপন ব্যানার্জী বলেন, কলকাতা সহ রাজ্যের যে ক'টি আঞ্চলিক পরিবহণ নিয়ন্ত্রক (আরটিও) আছে, তারাও কি বলতে পারবে, কোভিডের আগে কলকাতা ও রাজ্যের প্রতিটি জেলায় কত বাস চলত এবং এই মুহূর্তে ২০২৫-এ কত চলছে?

এই অবস্থার মূল কারণ কী? তপনবাবুর ব্যখ্যা, আমি ১৯৭৫ থেকে এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। সরকারি এবং প্রশাসনিক উদাসীনতাই বেসরকারি বাস শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই রাজ্যে শেষ ভাড়া বৃদ্ধি বেড়েছে ২০১৮ সালে, প্রায় ৮ বছর হতে চলল। অনেকেই তা ভুলে গেছেন।

তিনি বলেন, ১৫/২০ বছর আগে আমরা দেখেছি, বাসের পারমিটের জন্যে বিজ্ঞপ্তি দিলে সেই পারমিট নেওয়ার জন্য কত উৎসাহ! এখন এই শিল্প থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পরিবহণ দপ্তর ঢাক ঢোল পেটালেও এখন নতুন পারমিট নেওয়ার ব্যাপারে সেই চাহিদা নেই। কোভিডের আগে কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা এবং হাওড়া মিলে দৈনিক ৮ হাজারের বেশি বাস চলত। এখন তা তলানিতে ঠেকেছে।

কেন এই হাল? তপনবাবুর বক্তব্য, বেসরকারি বাস চালানোর পরিকাঠামো ঠিক নেই। বাস চালাতে গেলে দৈনিক খরচ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশের জরিমানা ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা হয়েছে। জ্বালানির দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন একটা বাস রাস্তায় নামাতে, সাধারণ বাসের ক্ষেত্রে প্রায় ২৮ লাখ টাকা, এক্সপ্রেস বাসের ক্ষেত্রে জেলায় নন এসি ৬০ লাখ, আর এসি বাসে লাগে প্রায় ৯০ লাখ। বর্তমান ভাড়ায় কোনও মতে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ হবে না। কিন্তু সরকার ভাড়া না বাড়ালেও তো বেসরকারি বাসগুলোর মালিকরা নিজে থেকেই ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছেন এ ব্যাপারে তপনবাবু বলেন, এটা মালিকপক্ষের ইচ্ছায় হচ্ছে না। আমরা এই বাস ভাড়া সরকারের বিগত দিনের মতোই শিলমোহর দিয়ে নিতে চাই। কত ভাড়া হলে এই শিল্প টিকে থাকতে পারবে, তা খতিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাড়ার কাঠামো চাই। এর জন্য অভিজ্ঞদের নিয়ে বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ন্ত্রণ কমিশন ধাঁচের কমিটির দাবি করেছিলাম। তা সরকার বা প্রশাসন মানেনি।

কলেজে দ্রুত ছাত্রভোটের পক্ষে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের কলেজে ছাত্র সংসদ না থাকাকে কাঠগড়ায় তুলে অবিলম্বে ছাত্রভোট করানোর পক্ষে সওয়াল করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন, কলেজে অবিলম্বে ছাত্র নির্বাচন হওয়া উচিত। ছাত্র সংসদ না থাকলে ছাত্র ইউনিয়নের আবার কী প্রয়োজন? সরকার নিশ্চয়ই এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবে। সম্প্রতি কলকাতা ও লাগোয়া জেলার কিছু কলেজে শাসক দলের ছাত্রনেতাদের আচরণ নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিও ঘিরে অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে দেন, কলেজে সুস্থ ছাত্র-রাজনীতির পরিকাঠামো না থাকলে, এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ বৃদ্ধি পাবে।

সম্পাদকীয়

বিটি রোডের তলায় পাইপলাইন আছে জানতে লাগল ১৫ বছর! অবশেষে বিকল্প পথের খোঁজ শুরু ব্যারাকপুর মেট্রোর

তবে কি অবশেষে জট কাটতে চলছে বরানগর-বারাকপুর ১২ কিমি দীর্ঘ মেট্রো পথের? বারাকপুর পর্যন্ত গড়াবে মেট্রোর চাকা? বলার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু ফের আশায় উত্তর শহরতলির বাসিন্দারা। তাঁদের দীর্ঘদিনের চাহিদা, বারাকপুর পর্যন্ত আসুক মেট্রো। সেই আশাকে উসকে দিয়েছিলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা দেশের প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর সেই ঘোষণার পর কেটে গিয়েছে দেড় দশক। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। উন্নয়নের শ্লোগানকে সঙ্গী করে আজ তিনি বাংলার মসনদে। কিন্তু বরানগর হয়ে দক্ষিনেশ্বর গিয়েই থমকে আছে মেট্রোর চাকা। সম্প্রতি ফের নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে বারাকপুর মেট্রো নিয়ে। আর এতেই আশায় বুক বাধছে কয়েক লক্ষ মানুষ। ২০১০ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময়ে অনুমোদন পেয়েছিল কলকাতা মেট্রোর পিঙ্ক লাইন। বরাহনগর থেকে বারাকপুর, এই ১২ কিমি দূরত্ব মেট্রোয় পার করার জন্য বিটি রোড বরাবর মেট্রোর রেক চালানো হবে। এমনই ছিল প্রাথমিক পরিকল্পনা। প্রকল্প অনুমোদন পেলেও কিছু সমীক্ষা ছাড়া কোনও কাজই হয়নি এই দেড় দশকে। প্রকল্প রূপায়ণের ভারপ্রাপ্ত সংস্থা রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড বা আরভিএনএল-এর বক্তব্য, বরাহনগর-বারাকপুর রুট বিটি রোড ধরে এগোনর কথা। কিন্তু মূল সমস্যা বিটি রোডের দু'পাশে থাকা পানীয় জলের পাইপলাইন। কলকাতা পুরসভার তথ্য বলছে, বিটি রেডের উপর রয়েছে ছ'টি পানীয় জ ল সরবরাহের পাইপলাইন। এই পাইপগুলোর মাধ্যমে পলতার জল কলকাতা-সহ উত্তরের বিস্তীর্ণ এলাকায় সরবরাহ করা হয়। ফলে মেট্রোর কাজে এটা অন্যতম বড় বাধা। আর জল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ারও আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। তাই সবদিক বিবেচনা করে রাজ্যের তরফে মেট্রোকে বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের প্রস্তাব বিটি রোডকে বাদ দিয়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে বরাবর হোক মেট্রো। কিন্তু এতে খরচ অনেক বাড়বে। এর জন্য প্রয়োজন রেল বোর্ডের অনুমোদন। সেটাও সময় সাপেক্ষ। তবে প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যেতে দু'পক্ষই আন্তরিক। তাই আশায় বারাকপুরবাসী।

শব্দবাণ-৩২৪

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বিশ্বব্যাপী ৪.পাতা, স্থাপন করা ৫. কুবের ৭. পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি ৯. প্রাচীর ১১. মনের আবেগের আধিক্য।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ইস্পাত ২. আকাশ, গগন ৩. নবদুর্গা ৬. বিদ্যুৎ, বিজলি ৮. কৌতুকজনক অঙ্গভঙ্গি ১০. শক্তি,তেজ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩২৩

পাশাপাশি: ১. অনবরত ৩. জনতা ৫. চাতাল ৭. নরম ৮. কনক ১০. ঘরকরনা।

উপর-নীচ: ১. অঞ্জন ২. রথচালক ৩. জম্পেশ ৪. তাসেরঘর ৬. লক্তক ৯. নমুনা।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনীল গাভাসকার

১৯৪৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সুনীল গাভাসকারের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী পারভিন সুলতানার জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজনাথ সিংয়ের জন্মদিন।*

ভাষা সন্ত্রাসের রাহুগ্রাসে আমরা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

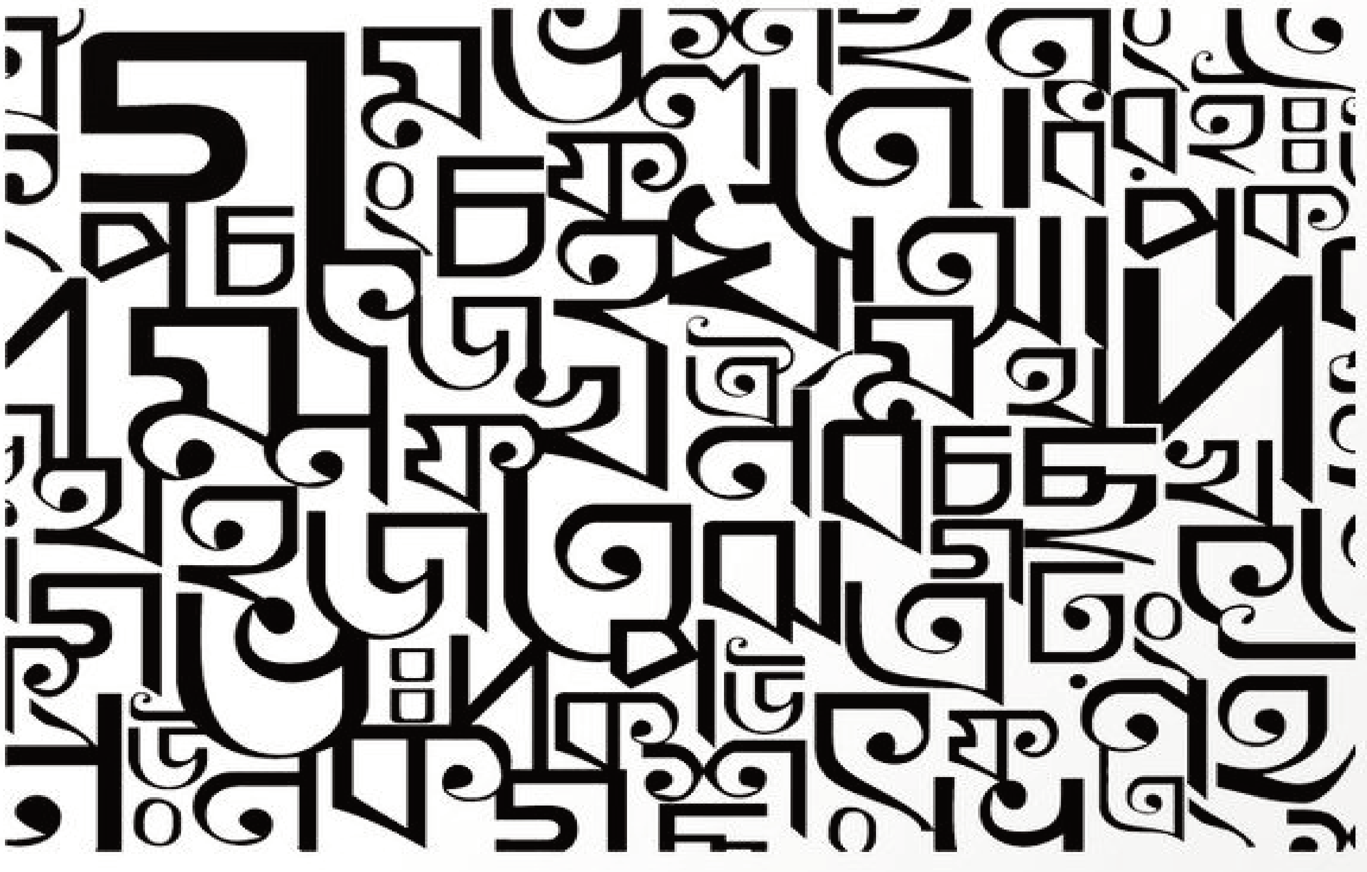

বলছি ভাষা নিয়ে কিছু কথা। ইদানিং দেখছি আমাদের মুখের ভাষা খুব খারাপ হয়ে গেছে। সমস্ত ক্ষেত্রে। ভুল বললাম। সমস্ত ক্ষেত্রে মানে সব ফিল্ডে। সে এডুকেশন হোক বা প্রশাসনিক, কর্মক্ষেত্র সরকারি হোক বা প্রাইভেট। সেই সব ছেলে মেয়েদের কথা বলছি না যারা কিনা বকে গেছে। মানে উৎসর্ন্যে গেছে। ওর চিরকালই খারাপ কথা মানে মুখের ভাষা বাজে ব্যবহার করে। তবে তাদেরও ধারাবাহিকতা আরো মারাত্বক খারাপ হয়েছে। পাড়ার রকে বসা ছেলেটা আগে যে পরিমাণ খারাপ কথা ব্যবহার করত বর্তমানে দেখা গেছে তার ভাষার ব্যবহার আরো নিম্নগামী। ওদের কথা না হয় আজ বাদই দিলাম। আমরা তাদের কথাই আজকের আলোচনায় আনছি যারা কিনা তথাকথিত শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র। হ্যাঁ, তাদের মুখে ভাষা বর্তমানে খুব খারাপ হয়ে গেছে। আমার কিছু কথা সাহিত্যে 'মাগি' 'শ্যালা' এর মত কিছু কিছু নিম্নমানের শব্দ ব্যবহার করতে দেখেছি। অবশ্য তখনকার দিনে সাহিত্যে 'মাগি' বলতে মেয়েদের বোঝানো হতো। পরবর্তীকালে 'মাগি' শব্দটি গালাগাল হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। 'শ্যালা' শব্দটি আমরা সাহিত্যে ব্যবহার দেখেছি বেকার হিসাবে। যেমন কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে এক জায়গায় বলেছেন — 'হালার মাছ ধইরা কোনো লাভ নাই'— বলেছেন। সেখানে 'হালা 'অর্থে 'শ্যালা'।

তবে তা গালাগাল হিসাবে নয়! এখানে আমরা বড়জোর 'হালা 'শব্দে 'বেকার' অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। রবি ঠাকুর অনেক জায়গায় 'বাবা' শব্দ 'বাপ' শব্দে ব্যবহার করেছেন। তাতে বাবা শব্দের সম্মানহানি হয় না বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষয় ঘিরে শব্দ সৌদর্য বৃদ্ধি পায়। না আর উত্তর পর্যায়ে না গিয়ে বরং পরবর্তী পর্যায়ে চলুন পায়চারি করি।

বর্তমান প্রজন্ম নিয়ে আমাদের আলোচনা করছি। বর্তমান এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে দুর্বল ভাষার ব্যবহার দেখা যায় না। আমরা এক্ষেত্রে শিক্ষিত, অশিক্ষিত আলাদা করে বিচার করতে পারব না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি চরম উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি একটা চরম খারাপ শব্দ বা কথা ব্যবহার করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে অনেক কম শিক্ষিত ব্যক্তি চরম সাবধানতার সাথে কথা বলে। একটা সময় খুব নিম্ন মনের কথা তথা স্ল্যাং ব্যবহার করা হতো পাড়ার কোনো চায়ের দোকানে, সেলুনে, পাড়ার রকে,ক্লাবে কিম্বা অন্যত্র। কিন্তু না এখন যেনো এটা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। কিভাবে হলো? চলুন তবে তার ব্যাখ্যায় আমরা যাই। আমরা দেখেছি সেলুলয়েডে যা ব্যবহার করা হয় তা সমাজে বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে সিনেমায় যা ব্যবহার করা হতো তা মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ডায়লগ দিয়ে যা শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে সেই ডায়লগে ঢুকে পড়ল কিছু স্ল্যাং। ফলে শুরু হয়ে গেলো ভাষা সন্ত্রাস। এমনভাবে মানুষের মাগজে ঢুকলো যে বের হওয়া কঠিন হয়ে গেলো। ফলে নাটকে বা সিনেমায় বা সিরিয়ালে যা ঘটনার পরিপেক্ষিতে ব্যবহার করা হলো তা মানুষের মুখে মুখে ব্যবহার হলো পরিষ্কার স্ল্যাং হিসাবে। আমরা অনেক আগে দেখেছি অনেক কৌতুক অভিনেতা কোনো নাটকে বা চলচ্চিত্রে চরম হাস্যরসের জন্য অনেক সময় স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করত। তবে সেই শব্দবন্ধ ব্যবহার করত জাস্ট অভিনয়ের জন্যে। অনেক আগে আমরা দেখেছি হাস্যরসের ছড়া ব্যবহার করা হতো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। মানে আমরা দেখেছি সেই শব্দে কোন অসভ্যতার ইঙ্গিত দেখা যেতো না। কিন্তু এখন দেখা যায়। হ্যাঁ, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেটা দেখা যায়। নানা কাহিনী আছে এই নিয়ে। আমরা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে এমন শব্দ ব্যবহার করছে যে তাতে যথেষ্ট গন্ধ বের হয়। আমরা জানি না একটা জন প্রতিনিধি কিভাবে সকলের সামনে স্ল্যাং ব্যবহার করতে পারে। আমরা হতবাক হয়! এখন যা চলছে তাতে আমদের আগামী প্রজন্ম খুব চাপে আছে।

কেনো চাপে আছে আসুন তবে সেই ঘরে পায়চারি করে আসি। আমরা জানি ছাত্র রাজনীতি থেকেই একদিন রাজনীতির কোনো বড় মঞ্চে যাওয়া যায়। তাই রাজনীতি ছাত্রাবস্থায় উঠে আসে। বিশেষত কলেজ ক্যাম্পাস থেকে। আর সেটা করার জন্যে একটা শিক্ষা দরকার। কি সেই শিক্ষা? তা হলো মানুষের সঙ্গে ব্যবহার যথার্থ রাখতে হবে। মেলামেশার ক্ষমতা থাকতে হবে। আর তার জন্যে মুখের ভাষা হতে হবে মধুর। কিন্তু আমরা তার উল্টোটাই দেখি। হ্যাঁ, এখনকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমরা দেখি তাদের ভাষা প্রয়োগ এতো দুর্বল যে কখনও এমন মনে হয় আসলে তারা কোনো প্রকার শিক্ষা পাচ্ছে না। না, কোনো ভাবেই পাচ্ছে না। নইলে অমন ক খ গ বা বো ঢে এর মত অজস্র গালাগাল তারা কিভাবে দিচ্ছে। আমি একবার হাওড়া ব্রিজের একটি পাবলিক সেক্টরে গিয়েছিলাম। রেগে সে বাবু দু' মিনিট কথা বলাতে ছত্রিশ টি বা বো খান দিয়ে গালাগাল দিতে শুনেছি। তবেই ভাবুন! আমি এমন একজনকে চিনি যে খুব উঁচুদরের মৃৎ শিল্পী যে কিনা পুজো মণ্ডপে থিম করার সময় চরম গালাগাল দেয় মায়ের কাজ করছে আর মা বাবা তুলেই গালাগাল দিচ্ছে। তবেই ভাবুন একবার! এই ভাবনা আরো বাড়ে যখন দেখা যায় সেই ব্যক্তি আরো উঁচু পদে যায়। বাড়ির পরিবেশ খারাপ হলে আপনার বাচ্চাও গালাগাল দেবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখাগেছে বাড়ির পরিবেশ বাচ্চার উপর খুব প্রভাব পরে। যেমন পরিবেশ হবে তেমন করে শিশু গড়ে উঠবে। আমি এমনও জানি যে সেই পিতা চেষ্টা করেও শিশুর মুখের ভাষা চেঞ্জ করতে পারেনি। কারন তার মা সব সময় শিশুর সামনে বাবাকে ছোট করে দেখিয়েছে। শিশুটি তাই শিখল- বাবাকে বোধহয় সব সময় ছোট করে দেখাতে হয় বা গালাগাল দিয়ে হয়। মানে তার সেই পরিবেশ তাকে আগামী দিনে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং বড় হলে সে কি রকম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এতো গেলো ছোট বয়সের কথা। কিন্তু ঠিক সেই পরিবেশ যেখানে আমাদের ছোট থেকে বেড়ে ওঠা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাকি জীবনটা পরিবেশের সাথেই গড়ে উঠে। আর এটা রয়ে যায়। অনেকে আবার এর থেকে বের হয়ে আসতে পারে। যারা খুব সহজে এটা পারে তাদের জীবন আলোকময় হয়। আর যারা পারে না তারা ভয়ংকর সমালোচনার মধ্যে পরে। আমরা আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের মুখে খুব খারাপ শব্দবন্ধ ব্যবহার করতে দেখি। তারা মেজাজ হারিয়ে বলেন নাকি সত্যিকারের এমন কথা বলা অভ্যস্ত তা বোঝা মুস্কিল! ইদানিংকালে আমরা এক নেতার কথা শুনলাম। কি ভয়ংকর কথা। নেতা বাবা মা তুলে গালাগাল করছে। ভুল বললাম। গালাগাল থেকেও মারাত্বক ভাষা ও ইঙ্গিত দিয়েছেন। যা কোন সভ্য মানুষ বলতে পারে না। আমরা তার পরবর্তীতে আরেক মহিলা বিরোধী নেত্রীকে দেখলাম যে কিনা কিসের বাচ্চা বলে শাসক মুখপাত্র কে সম্বোধন করেছেন। এখন কসবা ল' কলেজ কান্ডে আমরা কি ভয়ানক কান্ড দেখলাম। নিন্দার ঝড় বইছে চারিদিকে। আবার তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কিছু নেতা বেফাঁস কথাবার্তা বলছেন। মানে এটা দেখা গেলো যে মানুষের কথাবার্তায় আর কোনো লাগাম নেই তা সে যে পর্যায়ে থাকুক না কেনো। অনেক ক্ষেত্রে তারা ভুলে যাচ্ছেন যে তারা জন প্রতিনিধি। এটা সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। যেটা লজ্জার!

আমার মনে হয় স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ হলো সেই মাধ্যম যেখান পরবর্তীকালে কুরুচিপূর্ণ ব্যবহারের জন্ম হয়। যার মারাত্বক প্রভাব পড়েছে আমাদের সমাজে। একটা বড় অংশের ক্ষতি হয়ে গেলো তার ফলে। যারা স্রোতে ভাসে। যারা কোনো পার্টির ছোঁয়ায় আছে তার কোনো কিছুকেই তেমন তোয়াক্কা করে না। জানে মাথার শক্তিশালী হাত আছে। কিন্তু সব সময় সেটা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। একটা সময় গিয়ে থামতেই হবে। বর্তমান রাজনীতির ভয়ংকর পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা বুঝি না একটা সময় গিয়ে থামতে হবে। নামতে নামতে আমরা আর কত নিচে নামবো! মানুষের ভাষা হলো তার পরিচয়। মানুষের ভাষা হলো তার সংস্কৃতি, তার সংস্কার। মানুষের ভাষা হলো তার পরিবেশ, তার রুচি, তার শিক্ষা। মানুষের ভাষা হলো তার মার্জিত ভাবাবেগ, তার চিন্তা, তার কৃষ্টি, তার ইমেজ কিম্বা আরো না বলা কতকিছু। আসুন না এগুলি সব সামলে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে যায় ভালো ভাষায় ভর দিয়ে।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

হরিনাথ মজুমদার: সাংবাদিকতা ও বহুমুখী প্রতিভার অন্তরে

অরিন্দম ঘোষ

হরিনাথ মজুমদার যিনি কাঙাল হরিনাথ (২০ জুলাই ১৮৩৩ - ১৮ এপ্রিল ১৮৯৬) নামে সমধিক পরিচিত তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বিশেষত একথা বলার উল্লেখ থাকবে যে তিনি একজন 'বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন মানুষ' ছিলেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। তিনি বাউল সঙ্গীতের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। সর্বসমক্ষে ক্ষ্মফকির চাঁদ বাউলক্ষ্ম নামেও পরিচিত ছিলেন।

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকা' প্রকাশের জন্যও প্রসিদ্ধ। একজন বাঙালি সাংবাদিক, কবি, লেখক এবং বাউল গায়ক ছিলেন। তিনি 'বিজয় বসন্ত' (রচনাকাল ১৮৫৯) এর লেখক, যেটি প্রথম প্রকাশিত বাংলা উপন্যাসের তালিকায় রয়েছে। গ্রামীণ সাংবাদিকতার প্রথিকৃৎ, নারী শিক্ষার একজন অগ্রদূত এই মানুষটি জুলাই মাসে তার জন্মবার্ষিকী। হরিনাথ বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্র ও নিপীড়িতদের প্রচারের জন্য সাংবাদিকতা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সংবাদ প্রভাকর- এ লিখতে শুরু করেন এবং ১৮৬৩ সালে 'গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। জার্নালটি স্বর্ণকুমারী দেবী দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল।

হরিনাথ মজুমদার এর জন্ম ২০ জুলাই ১৮৩৩ সালে বর্তমান বাংলাদেশের কুমারখালী গ্রাম, কুষ্টিয়া জেলা গুবেঙ্গল প্রেসিডেন্সি , ব্রিটিশ ভারতগু তাঁর আরো অন্যান্য নামগুলোর মধ্যে কাঙাল ফকির চাঁদ, ফকির চাঁদ বাউল , হরি ইত্যাদি বলা যায়। দরিদ্র ও নিপীড়িতদের স্বার্থে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখালেখি শুরু করেন এবং ১৮৬৩ সালে গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা নামে একটি জার্নাল প্রকাশ শুরু করেন । ১৮৭৩ সালে হরিনাথ এই জার্নালটি ছাপানোর জন্য একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। শিষ্য ছিলেন । ১৮৮০ সালে তিনি কাঙাল ফকির চাঁদের দল নামে একটি বাউল দল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বাউল সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সহ তৎকালীন অনেক চিন্তাবিদদের উপর তাঁর গানের গভীর প্রভাব ছিল। কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তিনি ছাত্রদের পড়াতেন এই মহান বাঙালি সাংবাদিক, সাহিত্যিক, এবং বাউল গায়ক। তিনি দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করতেন, বিনা খরচে দরিদ্র মানুষেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার প্রতি হরিনাথ এর সর্বদা তীব্র পর্যবেক্ষণ ছিল এবং তিনি নির্ভীক সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেছিলেন, যা তার কাছে নেশার সমান ছিল।

১৮৬৩ সালে তিনি 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা মাসিক ছিল। ১৮৫৫ সালে, তিনি কুমারখালীতে একটি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লালন শাহের শিষ্য ছিলেন এবং বাউল গানের প্রচারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সর্বোপরি একজন শিক্ষানুরাগী, জনহিতৈষী ব্যক্তি, সাংবাদিক ও গ্রামীণচিত্রলিপির বিবরণ তুলে ধরা এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে কুষ্টিয়ার পরিচয় দিতে বলা হতো 'কুমারখালীর কুষ্টিয়া'। কবি-সাহিত্যিক ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ পুরোনো জনপদ হচ্ছে কুমারখালী। সরেজমিন ঘুরে জানা যায়, কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা কলকাতার গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন যন্ত্রে প্রথম মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৭৩ সালে কাঙ্গালের নিজ বাড়িতে প্রেস স্হাপনের পর সেখানেই প্রাচীন বাংলার অন্যতম এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় প্রজাদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন-নির্যাতনের কথা তুলে ধরা হতো সাহসিকতার সঙ্গে।

সামাজিক সমস্যা-নিপীড়ন, শোষণ কিংবা যে কোনো অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হতো গ্রামবার্ত্তা পত্রিকায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় কলকাতার অদূরে কোনো এক গভীর জঙ্গলে বসে কাঙ্গাল হরিনাথ ইংরেজবিরোধী পুস্তিকা-লিফলেট প্রকাশ করতেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছে। সংবাদপত্র ও সাহিত্যসেবী কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার তেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে না পারলেও শিক্ষা-সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চায় তার ছিল প্রবল আগ্রহ। হরিনাথ মজুমদারের ক্ষুরধার লেখনীর কারণে তত্কালে তার মুদ্রণযন্ত্রটি বাজেয়াপ্ত ও নিলামে বিক্রি করা হলে কুমারখালীর ব্যবসায়ী মুথুরানাথ বাবু তা কিনে নেন।পরবর্তীকালে তিনি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের কাছে এই মুদ্রণযন্ত্রটি হস্তান্তর করেন। তারপর থেকেই কাঙ্গাল কুঠিতে স্হাপিত সেই ছাপাখানাটি এম এন প্রেস নামেই পরিচিত লাভ করে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কৃষক-প্রজা-রায়ত-শ্রমজীবী মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থের অনুকূলে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা হিসাবে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' কুমারখালীর নিভৃত মফস্সল থেকে প্রকাশিত হয়েছে টানা ২২ বছর। তত্কালে দারুণ সুখ্যাতি লাভকারী গ্রামবার্ত্তা পত্রিকাটি যুগের পর যুগ পেরিয়ে আজ অবধি সাংবাদিক-সাহিত্যসেবী ও গুণীজনদের কাছে চিরস্মরণীয়। ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিদর্শন প্রাচীন বাংলার প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি কালের সাক্ষী হিসেবে এখন কুমারখালীর কুণ্ডুপাড়ায় কাঙ্গাল কুটিতে সংরক্ষিত। জরাজীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু সেই এম এন প্রেসসহ মুদ্রণযন্ত্র ও ছাপায় ব্যবহূত ধাতব অক্ষরগুলো ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ লেখনীর এক উজ্জ্বল নিদর্শন ও কালের সাক্ষী হিসেবে আজও সংরক্ষিত কাঙ্গাল কুঠিতে।

আর্থিক দীনতায় বালক বয়সে কুমারখালী বাজারের এক কাপড়ের দোকানে দৈনিক দুই পয়সা বেতনে কাঙ্গাল হরিনাথ কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে ১৮৫০ সালে তিনি ৫১টি নীলকুঠির হেড অফিস কুমারখালীতে শিক্ষানবিশ হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু মানবদরদি ও সত্যনিষ্ঠ প্রতিবাদী হরিনাথ বেশি দিন টিকে থাকতে পারেননি। নীলকুঠিতে স্বল্পকালীন কর্মজীবনে রায়ত-প্রজার ওপর কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও শোষণের চিত্র নিজ চোখে দেখেন কাঙ্গাল হরিনাথ। ফলে শোষণের শৃঙ্খল ভাঙার চিন্তা থেকেই কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা সম্পাদনার কাজে হাত দেন।

তার পত্রিকায় প্রজাদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন-নির্যাতনসহ জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লিখেছেন কাঙ্গাল হরিনাথ। নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে না পারলেও শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় তার প্রবল আগ্রহ ছিল। তৎকালে কলকাতার বাইরে দূর মফস্সল কুমারখালীতে সাংবাদিকতা, শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিলেন কাঙ্গাল হরিনাথ। কিন্তু উপার্জনের নির্দিষ্ট উত্স না থাকায় গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা প্রকাশ করতে ঋণগ্রস্ত হয়ে আক্ষরিক অর্থেই 'কাঙ্গাল' হয়ে পড়েন হরিনাথ মজুমদার।

১৮৫৪ সালে তিনি কুমারখালীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন; যা এখনো ছড়াচ্ছে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্যুতি। হরিনাথ ফকির লালনের শিষ্য ছিলেন। বাউল গানের ক্ষেত্রে কাঙ্গালের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি প্রায় ১ হাজার বাউল গান ও ৩৭টি বই লিখেছেন। 'বিজয় বসন্ত' তার লেখা প্রথম উপন্যাস। লন্ডনের ১০ ফিন্সবারি স্ট্রিটের ক্লাইমার ডিক্সন অ্যান্ড কোম্পানি থেকে ১৮৬৭ সালে এ মুদ্রণযন্ত্রটি তৈরি। কুমারখালীতে ছাপাকল প্রতিষ্ঠার খবরটি তত্কালে কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় (বাংলা ১২৮০ সালের ১৭ শ্রাবণ সংখ্যায়) প্রথম প্রকাশিত হয়।

আমরা দেখতে পাই যে, 'সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব ও কাঙাল হরিনাথ' এই প্রবন্ধে বিশিষ্ট সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল লিখেছেন-ক্ষ্মভারতের গ্রামীণ সাংবাদিকতার জগতে সম্ভবত প্রথম সফল কাণ্ডারী। মানুষটি প্রয়াত হয়েছিলেন ১৮৯৬ সালের ১৬ এপ্রিল। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ১৯ শতকী বাংলার পীত সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে সত্য এবং তথ্য-ঋদ্ধ সাহসী গ্রামীণ সাংবাদিকতার আদি ও প্রবাদ পুরুষটিকে আমরা এই প্রজন্ম অনেকেই জানি না। মানুষটির নাম কাঙাল হরিনাথ। আসল নাম হরিনাথ মজুমদার। তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' ছিল সে সময় ভারতের তমসাচ্ছন্ন গ্রামজীবনের কণ্ঠস্বর। এহেন হরিনাথ তৎকালীন বাংলার জাগ্রত বিবেক বিস্মৃতির অন্ধকারে। হরিনাথ জন্মেছিলেন পাবনা জেলার কুমারখালি গ্রামে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল এই কুমারখালি। খুব গরিব মানুষ ছিলেন। লেখাপড়া শিখেছিলেন খুব কষ্ট করে। বাবার কাছ থেকে কোনও সম্পত্তি পাননি। স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার মশাই কিছু দিন বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এতটাই দরিদ্রছিলেন যে পরনের বস্ত্র পর্যন্ত থাকত না। কোনও এক ধনী ব্যক্তির বই এক রাতে নকল করে দিয়ে পারিশ্রমিক হিসেবে তিনি একটি বস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। কুমারখালিতে অনেক নীলকুঠি ছিল। কিছু দিন নীলকর সাহেবের কাছে কাজ করেছিলেন। কিন্তু নীল চাষিদের উপর অত্যাচার দেখে সেটাও ছেড়ে দেন। চাকরি ছাড়ার পর মনোযোগ দিয়ে গ্রামীণ সাংবাদিকতা শুরু করেন। মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত সেটাই করে গিয়েছেন। তবে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য তিনি একটি পৃথক সংগঠন তৈরি করেছিলেন।... আজকের গ্রামবাংলার কথা ও কাহিনী, সামাজিক ব্যাবস্থা থেকে আজকের পঞ্চায়েত ব্যাবস্থা আর পরবর্তীতে গ্রামীণ উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে হরিনাথ এর লেখনীর মাধ্যমে তার তৎকালীন সময়ে একটা আভাস পাওয়া যায়।১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৬ সালে এই ক্ষণজন্মা লেখক, সৎ ও

সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক, শিক্ষানুরাগী ও সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব পরলোকগমন করেন।

২০২৩ সালের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ছাপাখানাটি - (মুদ্রণযন্ত্র) গুগ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকাগু জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। জাদুঘরের সংগ্রহশালায় রয়েছে হরিনাথ মজুমদারের সুবিন্যস্ত বিভিন্ন হস্তলিপি, কবিতা, লেখা-লেখির খসড়া, পত্রপত্রিকার প্রচ্ছদ, মুদ্রণকাজের নানা সরঞ্জাম, বেশ কয়েকটি কাঠের ব্লক ইত্যাদি। এককথায় বলতে গেলে বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন এক নির্ভীক সাংবাদিকতার সত্তা যেন আজও কথা বলে তার নিজস্ব ইতিহাসের ভিতর 'এক সংবাদ পরিবেশক' হয়ে। এই জুলাই মাসেই তার আগমনের হেতু ধন্য হয়েছিল এই অখণ্ড বঙ্গভূমি; তাঁর কথা আমরা বিস্মিত হই কী প্রকারে? ধন্য হে বঙ্গসন্তান!

ঋণস্বীকার

১.সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সম্পাদকঃ অঞ্জলি বসু, ৪র্থ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২০০২, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
২. কাঙাল হরিনাথ ও 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'-(কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মারকগ্রন্থ) - আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী-১৯৯৮, ঢাকা।
৩.'সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব ও কাঙাল হরিনাথ' এই প্রবন্ধে বিশিষ্ট সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত

গোপনে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয়ের মরিয়া চেষ্টা আওয়ামি লিগের নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: সীমান্তের ওপারে ইউনূসের তত্ত্বাবধান সরকারের টালমাটাল অবস্থা। অশান্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যহত। সেদেশে চাপের মুখে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ক্রমাগত বাড়ছে। সাধারণ মানুষের তাড়া খেয়ে আওয়ামি লিগের নেতারা ভারতে ঢুকছেন। ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের সন্ত্রাসে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন শেখ হাসিনার দলের নেতা, কর্মীরা। মূলত, প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কায় নিজ ভূমে দিশেহারা তাঁরা। তাই, বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছেন অনেকেই। সোমবার রানিতলা সীমান্ত দিয়ে চুপিসারে ভারতে ঢুকে পড়লেও শেষরক্ষা হয়নি এক আওয়ামি নেতার। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম, মহম্মদ নজরুল ইসলাম। তিনি পাবনা সদর থানার কাছারিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। আওয়ামি লিগের জেলা পরিষদের প্রার্থী ছিলেন নজরুল। ধৃতকে মঙ্গলবার লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

(লালবাগ) রাসপ্রিত সিং বলেন, ‘অনুপ্রবেশের অপরাধে আমরা বাংলাদেশের এক নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছি। তিনি পাবনা সদর থানা এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে লালগোলা থানার পুলিশ আরও দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম আব্দুর রাকিব ও কাওসার শেখ। দু’জনেই বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জের বাসিন্দা।’ ধৃতরা কী উদ্দেশ্যে এসেছিল খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তাদের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে লালগোলার পন্ডিতপুরের বাসিন্দা জুল্লু রমমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই অনুপ্রবেশের পিছনে কী কী থাকতে পারে তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে অস্থির বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয়ের প্রবনতা ক্রমশ বাড়ছে। সীমান্তের বাসিন্দারাই তাঁদের টাকার বিনিময়ে আশ্রয় দিচ্ছেন। অনেকে আত্মীয়ের বাড়িতে উঠছেন। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর গোটা দেশজুড়ে আওয়ামি লিগের নেতাকর্মীদের উপর প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু হয়েছে। নজরুল ইসলামও চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হন। প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালিয়ে আসেন তিনি। পুলিশের কাছে তাঁর দাবি, ‘এলাকায় থাকলে আমাকে ওরা মেরে ফেলত। তাই প্রাণ বাঁচতেই ভারতে আশ্রয় নিতে এসেছিলাম।’ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরোনোর পর হরিরামপুর ঘাট এলাকায় নজরুল ঘোরাঘুরি করছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রানিতলা থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। সীমান্তে বিএসএফের পাহারা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে নজরুল জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়লেন, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘আমরা সীমান্তবর্তী এলাকায় অত্যন্ত কড়া নজরদারি চালাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে কেউ বেআইনিভাবে প্রবেশ করলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করছি। কোনওভাবেই অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করা হবে না। পাশাপাশি, চোরাচালানকারীদেরও রেয়াত করা হচ্ছে না। এদিন যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বেশ কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি। সেগুলিকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ‘সীমান্ত দিয়ে যেভাবে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ ঘটছে তাতে আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন। এভাবেই বিভিন্ন সময় চোরাচালানকারীরা এপার থেকে ওপারে যাতায়াত করে। পুলিশ এবং বিএসএফের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত।’

ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক পূর্ব বর্ধমানের ১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেতুগ্রাম: পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের মৌগ্রাম পঞ্চায়েতের চর সুজাপুর গ্রামের ১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিককে ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছে। ইদের পর কাজের সন্ধানে ওড়িশা গিয়েছিলেন ওই গ্রামের প্রায় ১০০ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে থেকে ১৬ জনকে ওড়িশার স্থানীয় প্রশাসন আটক করেছে বলে অভিযোগ। কোনও রকমে এক শ্রমিক বাড়িতে খবর দিতে পারায় ঘটনাটি জানাজানি হয় এবং খবর গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এই খবর পাওয়ার পর থেকেই আটক শ্রমিকদের পরিবারে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। তাঁদের চোখে ঘুম নেই, স্বজনদের নিরাপদে ঘরে ফেরার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন তাঁরা। এই ঘটনায় এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ, মৌগ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রধানের উদ্যোগে কেতুগ্রাম এক নম্বর ব্লকের বিডিও-র কাছে একটি লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে প্রায়শই ‘বাংলাদেশি’ তকমা পেয়ে আটক হচ্ছেন। এই ঘটনা নতুন নয় এবং এতে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। আটক শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন, অবিলম্বে যেন সরকারের তরফে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের যেন নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলি: বুধবার দুপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন বাইক আরোহীর। জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে একটি বাইকে করে পাটুলি বাজার থেকে পিলা সন্তোষপুর এলাকায় বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তিন জন। পথে বৃষ্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক রাস্তার ধারে থাকা ইলেকট্রিক পোলে ধাক্কা মেরে পাশের একটি দেওয়ালে ধাক্কা মারলে তিনজনই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে ৩ জনকে পূর্বস্থলি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতরা হলেন সুজয় কেদার বংশী, দিবাকর মজুমদার এবং মুকেশ কেদার বংশী। তিন জনেরই বাড়ি সন্তোষপুর এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, পাটুলি বাজার এলাকায় কাজে গিয়েছিল দু’জন। রাস্তায় আরেকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনজন একসঙ্গে একটি বাইকে করে ফিরছিল। পথে ঘটে দুর্ঘটনা।

হাওড়া ওয়ার্ড নং. ২৪ কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোর্স লি.
(রেজি. নং.- ২৬, তারিখ-১৯৬৩-৬৪)
১৪৪, শিবপুর রোড (নতুন ওয়ার্ড নং.-৩৩)
হাওড়া-০২

সমবায় সমিতি সমূহের সহ নিবন্ধক, হাওড়া তথা হাওড়া জেলা সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংক্রান্ত রিটার্নিং অফিসার এর **আদেশ নং-৮০৯/ ।।-৬/ ১২, তাং-১১.০৭.২০২৪** দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে হাওড়া ওয়ার্ড নং. ২৪ কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোর্স লি. এর সকল সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ ০৯.০৭.২০২৫। সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন থাকলে প্রমানাদি সহ জমা দেওয়ার তারিখ ১১.০৭.২০২৫-২০.০৭.২০২৫-সমিতির অফিসে, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা। শুনানির তারিখ ২২.০৭.২০২৫-সমিতির অফিসে দুপুর ১টা থেকে ৪টা-এআরও উপস্থিতিতে। চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ ২৩.০৭.২০২৫- সমিতির নোটিশ বোর্ডে শুনানি অন্তে প্রকাশিত হবে। বিশদ বিবরণের জন্য সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা /-
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক

Howrah Hat & Market Commercial Complex Co-operative Society Ltd
Regd: No: 2, Dated : 1990-1991
29A, Nityadhan Mukherjee Road, Howrah-711101

NOTICE

In pursuance of order no.678/11/-6/12 Dated: 25/06/2025 of the Returning Officer HOWRAH HAT & MARKET COMMERCIAL COMPLEX CO-OPERATIVE SOCIETY LTD and ARCS. Howrah Range it is hereby notified for information to all the members of the HOWRAH HAT & MARKET COMMERCIAL COMPLEX CO-OPERATIVE SOCIETY LTD (Reg No:2,Dated:1990-1991) that a Special General Meeting of the Society will be held on 14/08/2025(Thurs day) at 11A.M. at the premises of the Registered Office of the Society (i.c. 29A, Nityadhan Mukherjee Road, Howrah- 711101) under section 31 of WBCS Act 2006 to transact the following agendum.

1: Election to the Board of Directors of HOWRAH HAT & MARKET COMMERCIAL COMPLEX CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. (Election Schedule is attached below).

All the members of the above noted Society are requested to attend the Special General Meeting on the scheduled date and time positively and to take part in the election to the Board of Directors of the Society.

Sd/-
Inspector of Co-operative Societies
HOWRAH HAT & MARKET COMMERCIAL COMPLEX CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Memo no. 03 Date: 09/07/2025

In pursuance of W.B. Co-operative Election commission Regulation-2012 & order no.678/II/-6/12 Dated: 25/06/2025 of the Returning Officer HOWRAH HAT & MARKET COMMERCIAL COMPLEX CO-OPERATIVE SOCIETY LTD & ARCS, Howrah Range all the members are hereby informed that the Election of the Board of Directors of the above mentioned Society will be held on 14/08/2025(Thurs day) as per the following schedule. Number of Directors to be elected: 15out of which 02 (two) are reserved for women and 01(One) reserved for SC/ST.

SL. No.	Programme	Date	Time	Place
1	Publication of final voter list	17/06/2025	12 PM	Society's Office
2	Issue of Nomination form	28/07/2025 & 29/07/2025	12 PM to 2 PM	Society's Office
3	Submission of Nomination Papers	28/07/2025 & 29/07/2025	12 PM to 3 PM	Society's Office
4	Scrutiny of Nomination Papers	31/07/2025	12.00 PM Onwards	Society's Office
5	Publication of list of Valid Nominations	31/07/2025	Immediately after Scrutiny	Society's Office Notice Board
6	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	01/08/2025	Upto 3:00 PM	Society's Office
7	Publication of Final List of Contesting Candidates	01/08/2025	After 3.00 PM	Society's Office Notice Board
8	Distribution of Symbols (if required)	N.A.	1 PM to 3 PM	Society's Office
9	Date of Poll (if required)	14/08/2025	11 PM to 3 PM	Premises of Society
10	Counting of Votes & Publication	14/08/2025	After completion of Poll	-do-

N.B.-1) Eligibility for being elected as Director: As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date. 2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination form (if applied for SC/ST reservation) and original to be produced before the ARO at the time of scrutiny.

Sd/-
Date: 09/07/2025
Joydip Moitra & Pritha Chakraborty
Assistant Returning Officer
HOWRAH HAT & MARKET COMMERCIAL COMPLEX CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

পশ্চিম বর্ধমানে ট্রেড ইউনিয়নের বন্‌ধের মিশ্র প্রভাব

নিজস্ব প্রতিবদেন, পশ্চিম বর্ধমান: শ্রমিক-বিরোধী, কৃষক-বিরোধী এবং দেশ-বিরোধী নীতির বিরোধিতা করে ৯ই জুলাই ভারত বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলি। যারা সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেই সাধারণ ধর্মঘটের কোনও প্রভাব পড়ল না খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর, লাউদোহা ও অন্ডালে। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও ছিল জনজীবন স্বাভাবিক, এলাকার কোলিয়ারিগুলোতে ধর্মঘটের প্রভাব নেই। খোলা ছিল হাট, বাজার, দোকানপাট। এ বিষয়ে পাণ্ডবেশ্বর চেম্বার সব কমার্সের সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত বলেন, ‘বুধবার পাণ্ডবেশ্বরে হাট, সমস্ত কিছু খোলা। বন্ধের কোন প্রভাব পড়েনি এখানে।

তবে উল্টো চিত্র দেখা গেল দুর্গাপুর ও রানীগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায়। ধর্মঘটিরা ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করতে গেলে

পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় অবরোধকারী ও পুলিশের ধস্তাধস্তি। পাশাপাশি ধর্মঘট বিরোধী শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা এদিন ধর্মঘট বিফল করতে পথে নামেন। ধর্মঘট ঘিরে পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় এক অদ্ভুত চিত্র সামনে আসে। একদম ধর্মঘটের পক্ষে, অন্য দল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে, পাশে পুলিশ। কারা ধর্মঘট বিরোধী, কারা ধর্মঘটের পক্ষে, বোঝাই দূর থেকে মুশকিল। সবার হাতেই তাদের দলীয় ঝাণ্ডা। সিপিআইএম সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন সিটু’র ঝাণ্ডা হাতে ধর্মঘট সফল করতে রাস্তায় নামে ধর্মঘটিরা। পাশেই তৃণমূলের দলীয় ঝাণ্ডা নিয়ে নামে তৃণমূল কর্মীরা, একেবারে মিলে মিশে একাকার। তবে এদিনের এই ধর্মঘটে মিশ্র প্রভাব পড়ল খনি অঞ্চলে। শাসক দলের তরফে দাবি এই ধর্মঘট বিফল হয়েছে, যদিও ধর্মঘট বিফল হয়েছে মানতে নারাজ ধর্মঘটিরা।

পাকিস্তানে তথ্য পাচারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: পশ্চিমবঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আড়ালে পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থেকে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। অভিযোগ, প্রায় ছয় মাস ধরে তারা পাকিস্তানের কাছে ভারতের গোপন তথ্য পাচার করে আসছিল। এই ঘটনায় পূর্ব বর্ধমান জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ধৃত মুকেশ রজক ও রাকেশ গুপ্তকে আপাতত ৭দিনের হেফাজতে নিযে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, গত প্রায় ১ বছর ধরে মেমারির পাওয়ার হাউস এলাকায় ভাড়া থাকতো ৫ জন। মুকেশের মাও সঙ্গে থাকতেন। একটি খ্রিস্টান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। মাঝে মধ্যেই আরও অনেকে আসতো বাড়িতে। বাড়ির ভিতরে অনুষ্ঠান করতো তারা। ভিতরে ভিতরে যে এতো কিছু হতো তা জানতেই পারেন নি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৩
ফোন : ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, ফ্যাক্স - ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০
ই-মেল আইডি : secretarial@shalimarwires.com
ওয়েবসাইট : www.shalimarwires.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোম্পানির সদস্যদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, ১ আগস্ট ২০২৫ সকাল ১১ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ২২ মে, ২০২৫ তারিখের এজিএম আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
কোম্পানি ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে এজিএম-এর নোটিশ ৮ জুলাই, ২০২৫-এ শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পাঠানো সম্পূর্ণ করেছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.shalimarwires.com এবং বিএসই লি.-এর ওয়েবসাইটে www.bseindia.com উপলব্ধ। বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা)-তেও উপলব্ধ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়েছে যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর নিবন্ধন এজিএমের উদ্দেশ্যে **শনিবার, ২৬ জুলাই, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ০১ আগস্ট ২০২৫ (উভয় দিন সহ)** পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
২২ মে, ২০২৫ তারিখের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল **মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ বিকাল ৫টায়** শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৫ জুলাই, ২০২৫-এ ব্যবসায়িক সময়ের শেষের দিকে শারীরিক বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা কেবলমাত্র এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। যে কোনো ব্যক্তি যিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন তথ্যাদি পেতে পারেন।
যে সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেন এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এজিএম চলাকালীন ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এবং নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর সাথে যুক্ত কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউ) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ বা শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল ইমেল আইডিতে evoting@nsdl.co.in জানাতে পারেন।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.এর পক্ষে
স্বা/-
এস. কে. কেজরিওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এসিএস ১০০৩১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ জুলাই ২০২৫

টানা বৃষ্টিতে সড়ক পথ বন্ধ, ব্রিজের ওপর দিয়ে বইছে জল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: বৃষ্টিতে রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে জল। বন্ধ যাতায়াত। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের নারানপুর গ্রামের। টানা বৃষ্টির জেরে বন্যার পরিস্থিতি ভাতার ব্লক জুড়ে। বিভিন্ন মাঠে থই থই করছে জল। বুধবার সকাল থেকেই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টিপাত। যার জেরে ভাতার কামারপাড়া রাস্তার নারানপুর গ্রামের কাছে রাস্তার উপর দিয়ে জল বয়ে যাওয়ার ফলে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তবে বুধবার সারাদিন একনাগারে বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। শ্রমিকরা এদিন ওই রাস্তা পারাপার না করতে পারায় কাজে যোগ দিতে পারে নি। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন। বৃষ্টি না থামলে ভাতার কামারপাড়া রাস্তা এরকমই বন্ধ থাকবে। যতক্ষণ না জল নামবে ততক্ষণ বন্ধ থাকবে যাতায়াত।

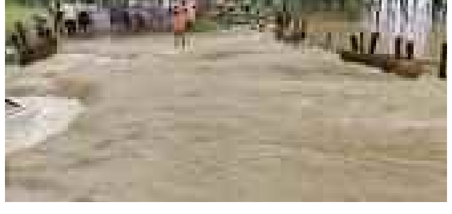

পুতুল নাচের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের শিশু কিশোর আকাদেমির আয়োজনে এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় বুধবার থেকে শুরু হল পুতুল নাটক কর্মশালা। ৯ থেকে ১২ জুলাই এই চার দিনব্যাপী এই অভিনব কর্মশালা চলবে। উদ্বোধন

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু কিশোর আকাদেমির সচিব। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুতুল নাটক শিল্পী সুদীপ গুহ। জেলার ৬৫ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে প্রথম তিনদিন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এবং শেষদিন অর্থাৎ ১২ জুলাই বারাসতের রবীন্দ্র ভবনে বিকেল থেকে পরিবেশিত হবে এই চিত্তাকর্ষক পুতুল নাটক।

সমুদ্রগড় স্টেশনে রেল অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনা, অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ শুরু করা, বছরে ২০০ দিন কাজ এবং ৬০০ টাকা মজুরির দাবিতে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প বেচা বন্ধ করা, প্রিপেড মিটার স্থগিত নয়, পুরোপুরি বাতিল করা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বুধবার দেশজুড়ে ২৪ ঘণ্টা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন-সহ একাধিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি। সেই দাবিগুলোকে সামনে রেখেই বন্‌ধের সমর্থনে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে বুধবার সকাল থেকেই পথে নামে বাম ট্রেড ইউনিয়ন-সহ বাম কর্মী সমর্থকেরা। বুধবার নাদনঘাট থানার নরসরতপুর পঞ্চায়েতের দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয় বন্‌ধের সমর্থনে। এর পাশাপাশি তারা ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া শাখার সমুদ্রগড় স্টেশনে এসে ২০ মিনিট রেল অবরোধ করেন। বন্‌ধের সমর্থনে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই রেলের ট্রাকে দাঁড়িয়ে ট্রেনের চাকা ২০ মিনিটের জন্য থামিয়ে দেন। এরপর তারা বন্‌ধের সমর্থনে সমুদ্রগড়ে এসটিকেকে রোড প্রায় ১৫ মিনিট অবরুদ্ধ করে রাখেন। শেখষে নাদন ঘাট থানার পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়।

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭/১ আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট), ৫ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং : ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১।
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ই-মেল: cs@burnpurcement.com,
ওয়েবসাইট: www.burnpurcement.com, CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	-	-	৫০.৭০	-	১৩৪৬১.৬৭
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(১৬৪৩.৬৭)	(১৭৩৮.৬৯)	(১৮৫৬.৩৭)	(৬৬৬০.৭২)	(১০১১৫.৫০)
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১৬৪৩.৬৭)	(১৭৩৮.৬৯)	(১৮৫৬.৩৭)	(৬৬৬০.৭২)	(১০১১৫.৬৭)
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৭৬৬.৯৫	(১,৭৩৮.৬৯)	(১,৬৪৫.১৬)	(৪,২৪৫.৭০)	(৯,৯১১.২১)
সময়কাল [সময়কালের(কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৭৬৯.৭৩	(১,৭৩৮.৬৯)	(১,৬৪৫.১৬)	(৪,২৪২.৯২)	(৯,৯১১.২১)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকার)	১,৭২২.৪৯	১,৭২২.৪৯	৮,৬১২.৪৪	১,৭২২.৪৯	৮,৬১২.৪৪
মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	(৫১,৬২৫.৫১)	(৫৪,২৭২.৫৪)
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য)					
মৌলিক :	৪.৪৭	(১০.০৯)	(১.৯১)	(২৪.৬৩)	(১১.৫১)
মিশ্রিত :	৪.৪৭	(১০.০৯)	(১.৯১)	(২৪.৬৩)	(১১.৫১)

দ্রষ্টব্য
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১ মার্চ, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ বিএসই **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** -তে ৩১ মার্চ, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -তেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
হোলটাইম ডিরেক্টর
DIN: 06526392

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯ জুলাই, ২০২৫

আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড
রেজি. অফিস : ১৬ তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
CIN : L20219WB1985PLC096557
ইমেল : assamentrade1985@gmail.com ওয়েবসাইট : www.assamentrade.com

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অসম এনট্রেড লিমিটেডের(কোম্পানি) সদস্যগণের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **সোমবার ৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ অপরাহ্ন ২.৩০টার (আইএসটি)** সময় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে ৪০তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য, যথাসময়ে প্রেরিত হবে, অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানির কর্পোরেট অফিস ২৬/৪৯, বীরহানা রোড, কানপুর, উত্তরপ্রদেশ -২০৮০০১ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। জেনারেল সার্কুলার নাং ০৯/২০৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা এবং সেবি উল্লেখ্য সার্কুলার নং SEBI/ HO/ CFD/CFDPOD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২৪ (সেবি সার্কুলার) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার এবং নোটিফিকেশন ইস্যুকৃত (বিধিবদ্ধ সংশোধনী বা পুনপ্রণয়ন সময়ে সময়ে সাময়িকভাবে বলবৎ এবং সংশোধিত সময়ে সময়ে অনুযায়ী ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ স্থানে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী ৪০তম এজিএম কেবল ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ই-মেইলের মাধ্যমে নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ
উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলি মেনে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০২ এর বিধান অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির ইলেকট্রনিক কপি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ই-মেইলের মাধ্যমে কোম্পানি/মেসার্স এবিএস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড (“আরটিএ”) এবং ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (“ডিপি”) এর সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হবে। উপরে উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। তবে, ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির প্রকৃত কপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত কপিগুলি সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যারা assamentrade1985@gmail.com এ অনুরোধ করবেন। এজিএমের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www. assamentrade.com স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com) -এও পাওয়া যাবে।
কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ থেকে সোমবার ৪ আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এজিএমে ইলেকট্রনিক ভোটিং এবং অংশগ্রহণ :
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে কোম্পানী (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং তালিকা প্রবিধানের রেগুলেশন ৪৪-এর বিধানগুলির সাথে পঠিত, সদস্যরা দূর থেকে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি সম্পাদনের জন্য।
এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং, এজিএম-এর দিন ই-ভোটিং এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে।

ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি :
ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা এবং যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোট দিতে পারেন।
কোম্পানির সদস্যরা যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত/আপডেট করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী নিবন্ধন করতে পারেন।

১. প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের কেওয়াইসি বিশদ (যদি ইতিমধ্যে জমা না করে থাকে) সেখানে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় নথিগুলির সাথে আপডেট করার জন্য যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম-আইএসআর ১ (কোম্পানীর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ) জমা দিয়ে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত করতে পারে আমাদের আরটিএ মেসার্স এবিএস কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৯, স্টিফেন হাউস, ৭ম তল, ৪, বি.বি.ডি. বাগ পূর্ব, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেল absconsultant99@gmail.com থেকে।
২. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিশদ (সিডিএসএল)-১৬ সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি বা এনএসডিএল -১৬-সংখ্যার ডিপিআইডি + সিএলআইডি) নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা একত্রিতের অনুলিপি প্রদান করে সাময়িকভাবে তাদের ই-মেইল আইডি, অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, প্যান কার্ড (নিজের প্রত্যয়িত কপি), আধার কার্ড (সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি) কোম্পানির কাছে assamentrade1985@gmail.com/ আরটিএ ই-মেইল আইডি absconsultant99@gmail.com-এ পাঠিয়ে। এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে ই-মেইল ঠিকানার স্থায়ী নিবন্ধনের জন্য, সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে এটি নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এমসিএ এবং সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য নোটিশটি জারি করা হচ্ছে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
(অর্পিতা শর্মা)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ১০.০৭.২০২৫
স্থান : কানপুর

সন্দেশখালি-কাণ্ডে বিজেপি পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সিবিআই আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: প্রত্যাশা মতো সিবিআই আধিকারিকেরা দেখা করলেন সন্দেশখালির ভাঙিপাড়ায় দু'জন মৃত ও একজন নিখোঁজ বিজেপি কর্মীর পরিবারের সঙ্গে। বুধবার ডিআইজি, এসপি পদমর্যাদার সিবিআই আধিকারিক-সহ একাধিক আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা পৌঁছে যায় ভাঙিপাড়ায়। তাঁরা তিন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যেমন কথা বলেন তেমনই ঘুরে দেখেন গোটা এলাকা।

২০১৯ সালের ৮ জুন দুই বিজেপি কর্মী প্রদীপ মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডলকে গুলি করে ও নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও অপর এক বিজেপি কর্মী দেবদাস মণ্ডলকে পায়ে গুলি করার পর দঁড়ি দিয়ে মোটরসাইকেলে বেঁধে টানতে টানতে প্রায় দু'কিলোমিটার রাস্তা নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। তারপর থেকেই নিখোঁজ দেবদাস মণ্ডল। আজও তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। সেই ঘটনায় সিআইডি তদন্তে নামে, পরবর্তী সময়ে চার্জসিট থেকে শেখ শাহজাহান-সহ ২৮ জনের নাম বাদ পড়ে। এরপর নিহত প্রদীপ মণ্ডল, সুকান্ত মণ্ডল ও দেবদাস মণ্ডলের পরিবারের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হয় সিবিআই তদন্তের। গত ৩০ জুন হাইকোর্টের বিচারপতি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। এরপর মঙ্গলবার নিহত প্রদীপ মণ্ডল-এর স্ত্রী পদ্মা মণ্ডল সিবিআই দপ্তরে ই-মেল মারফত জানায়, শেখ শাহজাহানের বাহিনী এবং কাদের মোল্লার বাহিনী তাঁদেরকে হুমকি দিচ্ছে। আর তারপরই বুধবার সিবিআই আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে করে ভাঙিপাড়ায় সেই তিন বিজেপি কর্মীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে যান। সিবিআই এলাকায় আসায় কিছুটা মনবল ফিরে পেয়েছেন তিন পরিবারের সদস্যরা। তবে এদিনের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সিবিআই আধিকারিকেরা।

বাম ধর্মঘটীকে চড় মারার অভিযোগ আইসির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেন, বালুরঘাট: কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষিপ্ত অশান্তি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। জেলার বংশীহারী ব্লকে ধর্মঘট সফল করতে রাস্তায় নামা এক আন্দোলনকারীকে চড় মারার অভিযোগ ওঠে আইসির বিরুদ্ধে। পিকেটিং চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন সিপিএমের বংশীহারী এরিয়া কমিটির সদস্য মাজেদার রহমান। অভিযোগ, বচসার এক পর্যায়ে তাঁকে চড় মারেন বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ। পরে মাজেদার রহমানকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান বাম কর্মীরা। এ বিষয়ে বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক নন্দলাল হাজরা জানান, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা জেলা পুলিশ সুপারের কে জানিয়েছি। এমন কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যার জন্য আইসি কে চড় মারতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বংশীহারী থানার আইসি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। আমাদের এই ধর্মঘট সকল জায়গায় সাফল্যের সঙ্গে চলছিল। কিন্তু পুলিশ জোর করে ধর্মঘট বানচাল করার চেষ্টা করা হয়।'

এদিন জেলা সদর বালুরঘাট থেকে কোনও বেসরকারি বাস চলাচল করেনি। বালুরঘাটে সরকারি বাস স্ট্যান্ড চত্বরে সকাল থেকে ধর্মঘট সমর্থনকারীরা পিকেটিং করতে শুরু করে। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেধে যায় ধর্মঘট সমর্থনকারীদের। পুলিশ এক জনকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ বামেদের। অন্যদিকে, জেলার তপন ব্লকে সকাল থেকেই ধর্মঘট সমর্থনকারীরা বিভিন্ন দোকান ও গাড়ি চালকদের ধর্মঘটে সামিল হবার আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতা দিলীপ বিশ্বাস, হরিপদ বর্মন-সহ আরও অনেকে। জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে পিকেটিং করে বাম নেতৃত্ব। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে ধর্মঘট সমর্থনকারীদের ধস্তাধস্তি বেধে যায়। ঘটনায় পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে যায়। ধর্মঘটের সমর্থনে জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল, পিকেটিং চলে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিপিআইএম নেতা মোফাজ্জল হোসেন, রণজিৎ কুমার তালুকদার, সুনীল কিস্কু, দিপালী সরেন-সহ অন্যান্যরা। এ বিষয়ে সিপিআইএমের জেলা কমিটির সদস্য রণজিৎ তালুকদার বলেন, 'অনেক বছর পরে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। পরিবহন ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল।'

আরামবাগে ধর্মঘট ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কেন্দ্রীয় শ্রম কোডের বিরোধিতায় বুধবার দেশজুড়ে বনধের ডাক দিয়েছিল বাম সংগঠনগুলি। সেই বনধকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড-সহ মহকুমার বিভিন্ন জায়গা। তবে বাম কর্মীরা ধর্মঘট সফল করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও জনগনের তেমন উৎসাহ না থাকায় এক প্রকার ব্যর্থ হয়। কোথাও ১৫ মিনিট আবার কোথাও ১০মিনিট আবার কোথাও ৩০ মিনিট রাস্তায় যানচলাচল বন্ধ করে ধর্মঘট পালনের চেষ্টা চলে। আরামবাগের সিপিআইএমের প্রাক্তন সাংসদ শক্তিমোহন মালিকের নেতৃত্বে বনধ পালন করা হয়। এদিন পুরশুড়ায় আরামবাগ-কলকাতা রাজ্য সড়কে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বাম শ্রমিক সংগঠনগুলি। প্রধান সড়কে অবরোধের ফলে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে। পুশুড়া থানার পুলিশ পথ অবরোধ তোলার চেষ্টা করলে, বাম কর্মী সমর্থকরা রাস্তায় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অপর দিকে গোঘাটেও পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন সিপিএম কর্মীরা। লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে স্লোগানও দেন। কামারপুকুরের চটিতে চলে অবরোধে। গোঘাটে অবরোধ চলাকালীন অসুস্থ এক কিশোরী আটকে পড়ে। জানা গেছে, বাড়িতে আগুনে হাত পুড়ে যায়। বাসে করে হাসপাতালে আনার সময় ধর্মঘটের জেরে বাস আটকে পড়ে। এই নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বনধ প্রসঙ্গে সিপিআইএমের প্রাক্তন সাংসদ শক্তিমোহন মালিক জানান, 'কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের শ্রম নীতিকে ধ্বংস করতে চাইছে। ৮ ঘণ্টা কাজের পরিবর্তে সেখানে ১২-১৪ ঘণ্টা কাজের জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে এবং ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই সার্কুলারও জারি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে কৃষক মারার নীতি গ্রহণ করেছে তাতে কৃষকদের ফসলের ন্যায্য সহায়ক মূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। তাছাড়া দেশের যে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্থাগুলো আছে সেগুলোকে একের পর এক বেসরকারিকরণ করছে। বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের কোনও জায়গা নেই। নারী নির্যাতন চরম একটা জায়গায় যাচ্ছে। এর প্রতিবাদে দেশ জুড়ে ধর্মঘট চলছে।' এদিন ধর্মঘটের বাস পরিষেবার চালু করতে পুলিশের সঙ্গে রাস্তায় নামে বিজেপি বিধায়ক। বাস পরিষেবা চালু হতেই দেওয়া হল জয় শ্রীরাম স্লোগান। পুলিশের সঙ্গে সদলবলে দেখা যায় খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষকে।

অন্ডালে বহুতলে 'অব্যবস্থা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বহুতল ফ্ল্যাটে নেই নিকাশি, নেই সাফাইয়ের ব্যবস্থা, এমনই অভিযোগ উঠল অন্ডাল উত্তর বাজারের বহুতল আবাসনে। আবাসন কর্তৃপক্ষের দাবি মিথ্যা অভিযোগ আবাসিকদের। উল্লেখ্য, অন্ডাল উত্তর বাজারের রাস্তার পাশেই রয়েছে বি হোম ডেভেলপমেন্ট সংস্থার বহুতল আবাসন। প্রায় ৩৬টি পরিবার আট তলার সেই আবাসনে বসবাস করেন। বেসমেন্টে রয়েছে গাড়ি পার্কিং ও দোকান। বছর চারেক আগে সুসজ্জিত এই আবাসনটি তৈরি করে গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আবাসিক ওম প্রকাশ সিং, সুজিত মুখার্জীরা বলেন, 'বহু টাকা খরচ করে ফ্ল্যাট কিনে প্রতারণার শিকার হয়েছি আমরা।' তারা জানান, আবাসনে নিকাশি, সাফাহ-এর ব্যবস্থা নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেই বেসমেন্টে জল জমে, নিকাশি ব্যবস্থা না থাকাই জমা জলে পা ভিজিয়ে আবাসিকদের আসা যাওয়া করতে হয়। এখানে সাফাইয়েরও কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে বেসমেন্টে আবর্জনার স্তুপ জমে রয়েছে।

প্রতিমাসে মোটা টাকা মেনটেনেন্স খরচা আবাসিকদের দিতে হয়। কিন্তু টাকা দিয়েও ন্যূনতম পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন তারা। পাল্টা,ডেভলপার কৌশিক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সময় মত মেনটেনেন্স খরচা অনেক আবাসিক মেটায় না। সেই কারণেই মেনটেনেন্স ঠিক মোত হচ্ছে না। যখন ফ্ল্যাটগুলি আবাসিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তখন সব কিছু নিয়ম নীতি মেনেই হয়েছিল।' তবে তাঁর আশ্বাস, ছোট খাটো সমস্যা আছে, সেগুলি ৭ দিনের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে।

পানাগড়ে জোর করে দোকান বন্ধের চেষ্টা ব্যর্থ বামেদের

বন্‌ধ রুখতে অতি তৎপর পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানাগড়: ৮টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকে বুধবার কয়েক দফা দাবিতে দেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। সেই ধর্মঘটের সমর্থনে সকাল থেকে পানাগড় বাজারে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল বের করে বাম কর্মীরা। মিছিল পানাগড় বাজারের দলীয় কার্য্যালয় থেকে শুরু করে পানাগড়ের রণডিহা মোড় ঘুরে স্টেশন বাজারে পৌঁছাতেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সেখানে ব্যবসায়ীদের জোর করে দোকান বন্ধের চেষ্টা চালায় বন্‌ধ সমর্থনকারীরা বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর পুলিশ কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সকাল থেকে তাঁরা ব্যবসায়ীদের দোকান বন্ধ রেখে বন্‌ধের সমর্থন জানানোর জন্য আবেদন করছিলেন। কিন্তু পুলিশ ব্যবসায়ীদের জোর করে দোকান খোলানোর চেষ্টা করছিল। যার কারণে পুলিশকে ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। পুলিশের সঙ্গে বাধে বচসা। যদিও সকাল থেকেই বাস পরিষেবা ও রেল পরিষেবা স্বাভাবিক থাকলেও, বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী সকাল থেকেই দোকান বন্ধ রাখে। পরে বেলা বাড়তেই স্বাভাবিক হয় জনজীবন। খোলে সবজি বাজার, স্টেশন বাজার-সহ সমস্ত মার্কেট। অন্যদিকে সচল ছিল পানাগড় শিল্পতালুক। এদিন সমস্ত কারখানায় শ্রমিকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, এদিন বন্‌ধের বিরোধিতায় কাঁকসার রাজবাঁধে মিছিল করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কর্মী সমর্থকেরা। রাজবাঁধে বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল করে রাজবাঁধে অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ব তেল সংস্থার গেটের সামনে পর্যন্ত আসে। শ্রমিকরা যাতে কাজে যোগ দেয় সেই আবেদন জানিয়ে শ্রমিকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে কারখানার গেটের সামনে বন্‌ধের বিরোধিতায় স্লোগান

দেয়। এদিন এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন তৃণমূল নেতা রাজেশ কোনার। এদিন পানাগড় বাজারে সিপিআইএম নেতা বিরেস্বর মণ্ডলের বলেন, 'পুলিশ ব্যবসায়ীদের হুমকি দিয়ে দোকান খোলা করায়। শাসক দলের দলদাসে পরিণত হয়েছে বাংলার পুলিশ। যখন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল পুলিশকে মা বোন তুলে গালাগাল দেয়। তখন পুলিশের মুখ বন্ধ থাকে। আর সামান্য বন্‌ধ সমর্থন রুখতে অতি তৎপর পুলিশ। ইতিমধ্যে গুজরাটে অর্ডিনেন্স জারি করে সেখানে কোনও কারখানায় শ্রমিকরা কোনও ইউনিয়ন করতে পারবে না বলা হয়েছে। মানে মালিক পক্ষ যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে শ্রমিকদের। অর্থাৎ সেখানে ক্রীতদাস প্রথা চালু করার একটা চক্রান্ত চলছে। সেই আইনের বিরোধিতা জানিয়েছেন তাঁরা। এছাড়াও কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের জন্যই উৎপাদিত ফসল থেকে তৈরি খাবার খেয়ে দেশের মানুষ আজ বেঁচে আছে। সেই কৃষকরা ও ক্ষেত মজুররা আজ বঞ্চিত।' তৃণমূল নেতা সন্দীপ মহলের অভিযোগ, 'সিপিএম ৩৪ বছর শাসন করে গোটা বাংলার অর্থব্যবস্থাকে একদম রসাতলে নিয়ে গিয়েছিল। এখন সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলার জন্যই তারা বন্‌ধের নামে নাটক করছে।'

তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা নিয়ে বৈঠকে সাত মন্ত্রী ও জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: শ্রাবণী মেলা নিয়ে রাজ্যের শাসকদলের নেতা, মন্ত্রীরা। বুধবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, পুলক রায়, ইন্দ্রনীল সেন, বেচরাম মান্না, স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ১০ জুলাই শুরু হয়ে যাচ্ছে শ্রাবণী মেলা। শেষ মুহূর্তে তারকেশ্বরে বড় বৈঠকে বসল প্রশাসন। প্রসঙ্গত, এই ৭ মন্ত্রীর টিমের কাঁধেই ছিল দিঘার জগন্নাথ মেলার দায়িত্ব। এবার তাঁদেরই শ্রাবণী মেলার দায়িত্ব সঁপেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তারকেশ্বরে একটি গেস্ট হাউসে হয় এই প্রশাসনিক বৈঠক। সাত মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা সভাধিপতি, মহকুমাশাসক-সহ একাধিক ব্লকের ব্লক আধিকারিক এবং একাধিক ব্লকের বিধায়করা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তর, বিদ্যুৎ, দমকল, স্বাস্থ্য এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই বৈদ্যবাটি, শেওড়াফুলি, নিমাইতীর্থ-সহ ১৬টি ঘাটে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ, এই ঘাটগুলি থেকেই সবথেকে বেশি সংখ্যক পুণ্যার্থীরা জল নিয়ে হাঁটা দেন তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে। জোরদার করা হয়েছে বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দুর্ঘটনা এড়াতে গঙ্গায় ব্যারিকেড ও জালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শৌচাগার, পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা যেমন করা হয়েছে তেমনি মোতায়েন থাকছে মেডিক্যাল টিম। পাশাপাশি নজরদারির জন্য লাগানো হয়েছে সিসিটিভি। একদিকে যেমন নজরদারি চালাবে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট, অন্যদিকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে হুগলি গ্রামীণ পুলিশও। পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্সের পাশাপাশি বাইক অ্যাম্বুলেন্স ও লঞ্চ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এদিন সামগ্রিক বিষয় নিয়েই বৈঠকে কথা হয় বলে খবর।

পীর পরিবারের নিখোঁজ সদস্যকে ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আকুনির বাসিন্দা নিখোঁজ ১৬ বছরের মহম্মদ ইতকান সিদ্দিককে পরিবারের হাতে তুলে দিল জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ইতকানের বাবা পীরজাদা গোলাম গউস সিদ্দিকী ৪ জুলাই জাঙ্গিপাড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করেন। ফুরফুরা শরীফের পীর পরিবারের সদস্য হওয়ায় সামাজিক মাধ্যমে খবরটি প্রচার হয়েছিল। ফলে একাধিক পীরসাহেব, পিতা ও পরিবারের সদস্যরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন স্থানে। অবশেষে জাঙ্গিপাড়া থানার বড়বাবু নাজির উদ্দিন আলি ও পুলিশ কর্মী বিষ্ণু বাগদির তৎপরতায় বুধবার বারাসাত রেলওয়ে স্টেশনের

পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে নিখোঁজ ইতকানকে উদ্ধার করা গিয়েছে।

পরে থানা ওই যুবককে কোর্টে চালান করেছে। ফলে আইনি প্রক্রিয়ার পর ইতকান তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের এই দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য ফুরফুরা শরীফের পীরজাদারা জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশের প্রশংসা করেন।

ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার সন্ধ্যায় শরীর খারাপ হওয়ায় তাঁকে বাড়ির কাছে একজন হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় কৃষ্ণ কর্মকার নামে এক ব্যক্তিকে। পরিবারের অভিযোগ, সেখানে ডাক্তার তাঁকে শ্বাসকষ্টের জন্য পরপর পাঁচটা ইঞ্জেকশন দেন। তারপরে সেখান থেকে ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় কৃষ্ণ কর্মকারের। কৃষ্ণের স্ত্রী রাধারানি কর্মকার জানিয়েছেন, ওই দিন সন্ধ্যেয় প্রৌঢ়ের হালকা জ্বর হয়েছিল। সেই সঙ্গে পায়ে টান ধরার পাশাপাশি শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল। তাই তাঁরা কৃষ্ণকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রাধারানি তাঁর স্বামীকে নিয়ে হুগলি স্টেশন রোডে এস কে বৈদ্য নামে এক হাতুড়ে ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েছিলেন। রাধারানির অভিযোগ, শ্বাসকষ্টের জন্য ডাক্তার ইনহেলার দেওয়ার বদলে তাঁর স্বামীকে পাঁচটা ইঞ্জেকশন দেন। তাঁর অভিযোগ, এরপর ডাক্তার নিজেই অটো ডেকে কৃষ্ণকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথেই কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। রাধারানি বলেন, 'ওই ডাক্তারের এমবিবিএস ডিগ্রি বা কোনও রেজিস্ট্রেশন যে নেই সেটা জানতাম না। পাড়ার একজন বলেছিল, তাই ওঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সব শেষ হয়ে গেল।' প্রৌঢ়ের ছেলে রৌনক কর্মকার বলেন, 'আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরে অভিযোগ জানাব। আমার বাবার সঙ্গে যেটা হয়েছে, তা যাতে আর কারও সঙ্গে না হয়।' জানা গিয়েছে, ডাক্তারের দেওয়া প্রেসক্রিপশনে লেখা জেনারেল ফিজিশিয়ান। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারী মৃগাঙ্ক মৌলি কর বলেছেন, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ওই পরিবার যদি থানায় কোনও অভিযোগ করে বা আমার কাছে অভিযোগ জানায় তাহলে বিষয়টি খতিয়ে দেখব। আমার কাছে এখনও পর্যন্ত কেউ কোনও অভিযোগ জানায়নি।'

কম সুদে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে কোটি টাকার প্রতারণা, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: ভালো থাকার আশায় কম সুদে ঋণের দিকে ঝুঁকেছিলেন গ্রামের অনেক মহিলাই। অভিযোগ, তাতেই সর্বশান্ত হওয়ার অবস্থা। তবে বেশ কিছু দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও শেষ রক্ষা হলো না অভিযুক্তের।পুলিশের জালে ধরা পড়লেন অভিযুক্ত কার্তিক সাউ। যদিও কার্তিকের দাবি, তিনি কোনও প্রতারণা করেননি। হুগলির তারকেশ্বর থানা এলাকার ঘটনা।

পুলিশ জানিয়েছে, গত দু'বছর ধরে হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় গ্রামের মহিলাদের ভুল বুঝিয়ে নথি সংগ্রহ করতেন কার্তিক। অভিযোগ, সেই নথি নিয়ে বিভিন্ন মাইক্রো ফিন্যান্স সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিতেন। সামান্য কিছু টাকা ওই মহিলাদের দিয়ে, সেই টাকা চালান করতেন নিজের অ্যাকাউন্টে। পরে যে সংস্থা ধার দিয়েছে, চড়াও হতো মহিলাদের বাড়িতে। পুলিশ জানতে পেরেছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন মহিলার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড-সহ বিভিন্ন নথি নিয়ে প্রায় ১ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন এই যুবক। মাস তিনেক আগে তারকেশ্বর থানায় কার্তিক সাউয়ের নামে দু'টি অভিযোগ দায়ের হয়। একটি অভিযোগ করেন ঋণ প্রদানকারী সংস্থা, অন্যটি বেশ কয়েকজন প্রতারিত মহিলা। তার পরেই তদন্তে

নামে পুলিশ। তবে এই প্রতারণার পরে কার্তিক তারকেশ্বর ছেড়ে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। পুলিশও তক্কে তক্কে ছিল। তাঁর স্ত্রীর ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করা শুরু করে। এরপরেই জানতে পারে, বেশ কিছু দিন গুজরাটে ছিল। তারপরে ফিরে আসে বাংলায়। প্রথমে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া, পরে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে থাকছিলেন। হুগলির তারকেশ্বরের চাপাডাঙায় নিজের বাড়িতে আসতেই ধরা পড়েন। পুলিশের অনুমান, কার্তিক একা নন, দলে আরও লোক আছে। হুগলি গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষানু রায় বলেন, 'কার্তিক সাউ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দু'টি অভিযোগ হয় এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে।' যদিও এ দিন কার্তিক সাউ দাবি করেন, 'কোনও জালিয়াতি হয়নি। যে মহিলারা অভিযোগ করেছেন, তাঁরা এসেই আবার অভিযোগ তুলবেন। কাউকে ঠকানো হয়নি।'

পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: বুধবার বামেদের ডাকা ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ভারত বন্‌ধের দিন তেমন একটা প্রভাব দেখা গেল না হাওড়া গ্রামীণ এলাকায়। তবে এদিন সকালে উলুবেড়িয়া স্টেশন, নিমদিঘি রোড অবরোধ করে বামেরা। কিছুক্ষণ অবরোধের পর তা উঠেও যায়। শ্যামপুরে খাড়ুবেড়িয়া মোড়ে অবরোধকারীরা অটো থেকে চালকদের নামিয়ে দেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে দেখা যায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সহ সভাপতি শ্রীধর মণ্ডলকে। তিনি প্রতিবাদ করায় বাম সমর্থকরা মারধর করে বলে অভিযোগ ওঠে। তবে এদিন অবরোধে বাম সমর্থকদের সঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের-সহ সভাপতি ও আমতা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র ও কংগ্রেস নেতারা বাগনান- মানকুর রোডে সামিল হন। যা বনধের দিন ব্যতিক্রমী চিত্র বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বন্‌ধ ঘিরে উত্তেজনা আসানসোলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলে বনধ ঘিরে উত্তেজনা। একদিকে বনধের সমর্থনে বাম সংগঠনের মিছিল। অন্যদিকে, বনধের বিরোধিতায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের পাল্টা মিছিল। এদিন সাত সকালে বাম সংগঠনের নেতৃত্বরা গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করলে পাল্টা প্রতিবাদ জানায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির নেতৃত্বরা। দুই পক্ষের তীব্র বচসার ঘটনায় উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ধর্মঘটিরা গাড়ি আটকাতে রাস্তায় শুয়ে পড়েন। এই ঘটনায় ট্রাক্টরের নিচে শুয়ে পড়লে এক বনধ সমর্থনকারী আহত হন। আসানসোলে ধর্মঘট ঘিরে দফায় দফায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সরকারি বাসকে আটকানোর চেষ্টা করেন বনধ সমর্থনকারীরা। অন্যদিকে সরকারি বাস চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পাল্টা প্রতিবাদ জানায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা বাধে। পরে পুলিশ দু'পক্ষকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আসানসোল বি এন আর মোড়ে বামেরা গাড়ি আটকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে যায় বনধ বিরোধীরা। আঙুল উঁচিয়ে একে অপরকে হুমকি দিতে দেখা যায় তাঁদের। বাম নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ বিজেপির দালালি করতে নেমেছে তৃণমূল। পুলিশ এসে দু'পক্ষকে হটিয়ে দেয়। অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষন বাস ও যানবাহন আটকে পড়ে। পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। আইএনটিটিইউসি নেতা রাজু আলুওয়ালিয়া বলেন, 'কোনরকম জনজীবন ব্যাহত করার প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। আমরা কোনও অশান্তি করেনি। শুধু যান চলাচল যাতে স্বাভাবিক থাকে সেটাই তারা চেষ্টা করেছি।'

ধর্মঘটে সামিল ইন্দাস, কোতুলপুরের আশাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মাসিক ভাতা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে কাজের বাড়তি বোঝা হ্রাসের দাবি-সহ বিভিন্ন পেশাগত দাবিকে সামনে রেখে এদিন ধর্মঘটে সামিল হলেন আশা কর্মীরা। নিজেদের কাজ বন্ধ রেখে এদিন বাঁকুড়ার ইন্দাস, কোতুলপুরে আশা কর্মীরা মিছিল করেন এবং ইন্দাস, গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে বিক্ষোভও দেখান।

আন্দোলনকারী আশাকর্মীদের দাবি মাসিক ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে তাঁরা বারংবার আন্দোলন করলেও রাজ্য সরকার তাতে কান দেয়নি। দীর্ঘ চার মাস ধরে রাজ্যের আশা কর্মীদের ইনসেনটিভ বকেয়া পড়ে রয়েছে। বকেয়া রয়েছে মোবাইল বিল-সহ অন্যান্য অর্থও। এই অবস্থাতেও কোনোক্রমে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে প্রসুতি ও শিশু মৃত্যু রোধে লাগাতার কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু সম্প্রতি সেই আশা কর্মীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাড়তি কাজের বোঝা। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে শুরু করে এলাকার বয়স্কদের শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তাঁদের উপর। বাড়তি এই কাজের চাপে বহু আশা কর্মী শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তাই বুধবার দিনভর নিজেদের কাজ বন্ধ রেখে ধর্মঘটে সামিল হন ইন্দাস ও কোতুলপুর ব্লকের আশা কর্মীরা। আশা কর্মীদের তাঁদের দাবিগুলি স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ।

দামোদর বিহারীনাথ সেতু নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে, জোর আন্দোলনের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একটানা বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আন্দোলনের নজির গড়ল বাঁকুড়ার শালতোড়ার বিহারীনাথ পাহাড় এলাকার প্রায় ৩০টি গ্রামের বাসিন্দারা। দামোদর বিহারীনাথ সেতু বন্ধন কমিটি পক্ষ থেকে পাকা সেতুর দাবিতে বাঁকুড়ায় জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ সভা ও ডেপুটেশন কর্মসূচি করা হয়। এবিষয়ে বুধবার বাঁকুড়া শহরের বাসিন্দাদের বক্তব্য, তাঁদের দাবি ও আন্দোলনকে তাঁরা সমর্থন করেন। বাঁকুড়া মাচান তলার গোলবাজারে চায়ের আড্ডায় নতুনচটির পিনাকী মণ্ডল ও আশীস ব্যানার্জি বলেন, বিহারীনাথ পাহাড় সংলগ্ন ৩০টি গ্রামের বাসিন্দার 'দামোদর বিহারীনাথ সেতুবন্ধন কমিটি' গড়ে প্রায় সাত বছর ধরে পাকাসেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন। বাধ্য হয়েই মঙ্গলবার তাঁদের বাঁকুড়ায় জেলাশাসকের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভে দেখাতে হয়েছে। উল্লেখ্য, ওইদিন পাকাসেতুর দাবি নিয়ে আন্দোলনকারীরা জেলাশাসক ও জেলা পরিষদ চত্বরে আসেন এবং ছ'জনের একটি প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন জমা দেন। তাদের অভিযোগ, শুধুমাত্র প্রশাসনিক টালবাহানায় তাদের রুজিরুটি, চিকিৎসা, লেখাপড়া সঙ্কটে পড়েছে, তাই দামোদর নদের ওপর পাকা সেতু না হলে তারা আরও বড় আন্দোলনে নামবেন। তাদের বক্তব্য,এই সেতু নির্মান নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত। সেতুর বিষয়ে মহকুমাশাসক (বাঁকুড়া) এর বক্তব্য, এনিয়ে তাঁর তেমন কিছু জানা নেই। খোঁজ নেবেন। পূর্ত দপ্তরের বক্তব্য, রাজ্যের মন্ত্রী তথা আসানসোল উত্তরের বিধায়ক মলয় ঘটক উদ্যোগী হয়েছেন। দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারেরা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণও করেছেন। শালতোড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মতে, এই এলাকায় দামোদর নদের খেয়া পারাপারের জন্য প্রতি বছর পঞ্চায়েত সমিতির তরফে দরপত্র ডাকা হয়। যারা দরপত্র পেয়ে থাকেন তারাই খেয়া পারাপারের পরিবর্তে অস্থায়ী কাঠের সেতু বানিয়ে লোকজনকে পারাপার করান। তারা এনিয়ে স্পষ্ট কিছু জানতে পারছেন না। তাদের দাবি, যখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না তখন বড় আন্দোলনের পাশাপাশি ভোট বয়কটের পথে যেতে পারেন। এদিকে, বর্ষার শুরুতে গত মাসে ডিভিসি পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়ায় ভেসে গিয়েছে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো। যার ফলে বন্ধ দামোদর পেরিয়ে বার্নপুর আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যাতায়াত। শালতোড়া ব্লকের এই এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষ নির্ভর বার্নপুর আসানসোল শিল্পাঞ্চলের ওপর। শালতোড়া থেকে বার্নপুর আসানসোল যেতে হলে কাঠ ও বাঁশের অস্থায়ী ও বিপদজনক সেতু দিয়ে দামোদর নদ পার হতে হয়। এ বারও বর্ষার শুরুতেই ভেঙে পড়েছে সেই অস্থায়ী সেতু। এতে চরম সমস্যায় পড়েছেন শালতোড়া ব্লকের লক্ষাধিক মানুষ। অস্থায়ী সেতু ভেঙে গেলে ডিসেরগড় সেতু দিয়ে দামোদর পেরোতে তাদের ৩০-৩৫ কিলোমিটার পথ ঘুরে যেতে হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, প্রশাসন কিছু করেনি আর জনপ্রতিনিধিরা প্রতি নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন দামোদর নদের ওপর একটি পাকা সেতু নির্মাণের। কিন্তু কাজের কাজ হয় না। তাই বড় আন্দোলনকেই পরবর্তীতে বেছে নেওয়া হবে বলে জানান গ্রামবাসীরা।

আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মণিকাকে ২৫ বছর পর গ্রেপ্তার সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই: সিবিআইয়ের হাতে এবার মণিকা কাপুর। প্রায় সিকি শতকের দৌড় শেষ। আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মণিকা কাপুরকে প্রত্যর্পণের পর আমেরিকা থেকে দেশে ফিরিয়ে আনছে সিবিআই। সব ঠিক থাকলে বুধবার রাতেই মণিকাকে নিয়ে ভারতে অবতরণ করবে সিবিআইয়ের বিশেষ প্রতিনিধি দল।

সূত্রের খবর, মণিকা ওভারসিজ সংস্থার কর্ণধার মণিকা কাপুর। বুধবার এক বিবৃতিতে সিবিআইয়ের এক মুখপাত্র বলেন, 'মণিকা তাঁর ভাইদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ১৯৯৮ সালে শিপিং বিল, ইনভয়েস এবং ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট-সহ রপ্তানি নথি জাল করেছিলেন। এই জাল নথি দেখিয়ে তাঁরা ২.৩৬ কোটি টাকার শুল্কমুক্ত সোনা আমদানির জন্য ছ'টি রিফিলমেন্ট (প্রতিনিধি) লাইসেন্স পেয়েছিলেন।'

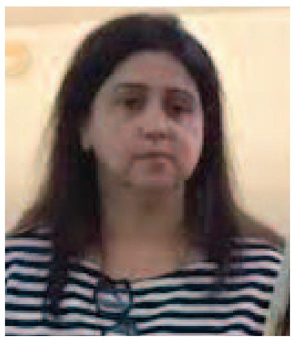

সিবিআই সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা আমদাবাদের ডিপ এক্সপোর্টসের কাছে লাইসেন্সগুলি বিক্রি করেছিল। ডিপ এক্সপোর্টস এই নথিগুলি ব্যবহার করে শুল্কমুক্ত সোনা আমদানি করেছিল যার ফলে ১৯৯৮ সালে সরকারি কোষাগারে প্রায় ১.৪৪ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল।

তদন্ত শেষ হওয়ার পর ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ দিল্লির সাকেত আদালতে তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। ২০১৭ সালের ২০ ডিসেম্বর সাকেত আদালত এই মামলায় অন্য দুই অভিযুক্ত অর্থাৎ মণিকার দুই ভাইকে দোষী সাব্যস্ত করলেও, পলাতক ছিলেন মণিকা কাপুর। বার বার হাজিরার জন্য তলব করা হলেও তাঁর কাছ থেকে জবাব মেলেনি।

বিহারেও ভোট চুরির চেষ্টা: রাহুল

বিজেপিকে আক্রমণ তেজস্বীর

পাটনা, ৯ জুলাই: মহারাষ্ট্রের মতো বিহারেও ভোট চুরির চেষ্টা করা হচ্ছে, এমনই অভিযোগ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে বুধবার পাটনায় মহাজোটের 'বিহার বনধ' সমাবেশে রাহুল গান্ধি অংশ নেন। সেখানে তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্র নির্বাচনে যেভাবে ভোট চুরি হয়েছিল, বিহারেও একই রকম চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে 'বিহার বনধ' সমাবেশে অংশ নেওয়া মহাজোট কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও। তিনি বলেন, 'মোদীজি এবং নীতিশ কুমারের নির্দেশে, ভোটার তালিকা থেকে দরিদ্র মানুষের নাম বাদ

দেওয়া হচ্ছে। মোদীজি এবং নীতিশ কুমারের 'দাদাগিরি' কাজ করবে না।' এই সমাবেশে সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা বলেন, 'মোদী সরকার আম্বানি এবং আদানিকে সমর্থন করছে, কিন্তু দরিদ্র মানুষদের নয়।'

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ, আলিয়ার প্রাক্তন সহকারী ধৃত

মুম্বই, ৯ জুলাই: টাকা জালিয়াতির অভিযোগে বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের প্রাক্তন ব্যক্তিগত সহকারী বেদিকা প্রকাশ শেট্টিকে গ্রেপ্তার করেছে জুহু থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ভাটের প্রযোজনা সংস্থা ইটারনাল সানশাইন প্রোডাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অভিনেত্রীর অ্যাকাউন্ট থেকে সই জাল করে টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

গত জানুয়ারি মাসে আলিয়া ভাটের মা সোনি রাজদান মুম্বইয়ের জুহু থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানে বলা হয়, ২০২২ সালের মে থেকে ২০২৪-এর অগস্ট মাস পর্যন্ত বেদিকা শেট্টি নামের মহিলা, যিনি আলিয়ার সহকারী হিসেবে কাজ করতেন প্রায় ৭৭ লক্ষ টাকার প্রতারণা করেছেন।

পুলিশ জানাচ্ছে, ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আলিয়ার ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করতেন ওই যুবতী। অভিনেত্রীর আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি তিনিই দেখতেন। আর সেই সুযোগেই ২০২২ সালের মে থেকে ২০২৪ সালের অগস্টের মধ্যে তিনি আলিয়ার প্রযোজনা সংস্থা ইটারনাল সানশাইন প্রোডাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড ও আলিয়ার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে ৭৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা হাতানোর বলেই অভিযোগ। পরে বিষয়টি নজরে আসে অভিনেত্রীর মায়ের। তিনিই পুলিশের দ্বারস্থ হন।

ঔষধি ব্যবহারে উটের দুধ সংগ্রহ করবে গুজরাত-রাজস্থান: শাহ

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই: আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত মহিলা এবং অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। অমিত শাহ কচ্ছ জেলার উট প্রজননকারী মালধারী সমবায় সমিতির মিরালবেন রাবারির সঙ্গেও কথা বলেছেন। আলাপচারিতার সময়, মিরালবেন উটের দুধের রাসায়নিক পরীক্ষা এবং গবেষণা পরিচালনা

করার অনুরোধ করেছিলেন, যার উত্তরে অমিত শাহ বলেন, চারটি আয়ুর্বেদিক কোম্পানি উটের দুধের ঔষধি গুণাবলী পরীক্ষা করছে। এর মধ্যে একটি কোম্পানি ইতিমধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন করেছে। অমিত শাহ আরও বলেন, গুজরাত এবং রাজস্থান সরকার যৌথ ভাবে দেশজুড়ে উট পালনকারীদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করার এবং এর ঔষধি গুণাবলী ব্যবহার করে উচ্চ মূল্য পাওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করছে।

রাজস্থানে জাগুয়ার যুদ্ধবিমান ভেঙে মৃত দুই পাইলট

চুরু, ৯ জুলাই: রাজস্থানের চুরুর কাছে ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি জাগুয়ার যুদ্ধবিমান। স্টেশন হাউস অফিসার রাজলদেসার কমলেশ জানিয়েছেন, যুদ্ধবিমানটি সুরাটগড় ঘাঁটি থেকে উড়েছিল এবং বুধবার দুপুর ১.২৫ মিনিট নাগাদ ভানোদা গ্রামের একটি কৃষি জমিতে ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি।

পুলিশ সূত্রের খবর, মাটিতে আছড়ে পড়ার পর জাগুয়ার যুদ্ধবিমানে আগুন ধরে যায়। বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'আইএএফের একটি জাগুয়ার ট্রেনার বিমান নিয়মিত প্রশিক্ষণ মিশনের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় উভয় পাইলটই নিহত হয়েছেন। কোনও বেসামরিক সম্পত্তির ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য একটি তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে।'

মুম্বই হামলা: ১৩ অগস্ট পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রানা

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই: মুম্বই হামলার (২৬/১১) অন্যতম চক্রী তাহাউর রানাকে আগামী ১৩ আগস্ট পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠাল বিশেষ এনআইএ আদালত। ২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার মূল চক্রী তাহাউর রানার বিচার বিভাগীয় হেপাজতের মেয়াদ বুধবার ১৩ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পূর্ববর্তী হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তাকে হাজির করার পর দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টের এনআইএ আদালত এই মেয়াদ বাড়ানোর অনুমতি দেয়।

চলতি বছরের এপ্রিলে রানাকে আমেরিকা থেকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। এনআইএ রানার বিরুদ্ধে

একটি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দাখিল করেছে। আদালত ১৩ অগস্ট সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটটি বিবেচনা করবে। ২৬/১১ মুম্বই হামলা নাম জড়িয়েছিল পাক বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক রানার।

গোল্ডম্যান স্যাক্সে ঋষি সুনক

লন্ডন, ৯ জুলাই: গোল্ডম্যান স্যাক্সে সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিলেন ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। একথা জানিয়েছেন সংস্থার সিইও ডেভিড সলোমন। ২৫ বছর আগে এই সংস্থায় শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সুনক। ২০০৪ সাল পর্যন্ত সেখানেই অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করেন তিনি। এরপর চাকরি ছেড়ে ২০১৫ সালে পাকাপাকিভাবে রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন সুনক। কোভিড পর্বে তিনি ছিলেন সে দেশের অর্থমন্ত্রী। ২০২২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রসের পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান। ২০২৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। চব্বিশে কনজারভেটিভ পার্টির ভরাডুবি হয়।

একদিন

ময়দান

মহমেডানের অর্থ বাকি রেখেই আইএফএ'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলল শ্রাচী

বাংলার ফুটবলকে রসাতলে পাঠিয়ে আইওয়াশ করতে এবার বেঙ্গল সুপার লিগের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগের ম্যাসকটের নাম কি জানেন? হুঁ, হুঁ ঠিক করেছেন গোপাল ভাঁড়। ভাঁড় তো ভাঁড়ই। একদিন বৃষ্টিতে বল থমকে যায়, অন্যদিন আবার বৃষ্টিতে খেলাই বন্ধ হয়ে যায়। এই যেমন মঙ্গলবার, বৃষ্টিতে দু'দুটো ম্যাচই পণ্ড। ইস্টবেঙ্গল ও এস এস স্পোর্টস ক্লাবের ম্যাচ আর কালীঘাট মিলন সংঘ ও পাঠচক্রের ম্যাচে বলই গড়াল না। অন্যদিকে নৈহাটি স্টেডিয়ামে প্রেসবক্সে কাদের ভিড় জমছে, কেউ খোঁজই রাখে না। আবার ব্যারাকপুরে রেলওয়ের খেলোয়াড়কে ছাতা দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে হাসপাতালে পাঠাতে হচ্ছে। কতই রঙ্গ দেখা যাচ্ছে। যিনি গোপাল ভাঁড় ম্যাসকটের প্রস্তাব তুলেছিলেন, তাঁর সত্যি দূরদর্শিতা আছে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার প্রবাদ ছিল অনেকদিনই। সেই কাজটাই করতে চলেছে আইএফএ। যখন আইএসএল প্রশ্ন চিহ্নের মুখে, তখন বাংলার ফুটবলের ঘুম ভাঙাতে বেঙ্গল সুপার লিগ করার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। যদি ইনকাম বাড়ানো যায়। তাতে আইএফএ'র সঙ্গী হয়েছে আবার শ্রাচী গ্রুপ। মিঃ টোডি, তিনি ময়দানে কত টাকা বকেয়া করে ফেলেছেন, তারজন্য হয়তো কোনও অ্যাকাউন্টেটই নেই।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রঙিন স্বপ্ন বকেয়া রেখে রেখে সত্যি সত্যিই সাদা কালোতে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। তবু লোক হাসাতে আবার একটা টুর্নামেন্টের আবিষ্কার। তাতে বাংলার ফুটবলের কি উন্নতি হবে জানা নেই, নিজেদের পকেট ভরাতে যে তত্পর হবেন তা বলাই যায়। কারণ, রাজনৈতিক ছত্রছায়াই শুধু নয়, উত্তর ২৪ পরগনা ডিএসএ'র দায়িত্বে থাকা নবাব ভট্টাচার্য থেকে পার্থ ভৌমিক সকলকেই তোষামোদে মেতেছেন মিঃ টোডি। বলছেন, দারুণ চলছে কলকাতা লিগ। ঠিক, কতটা দারুণ চলছে তা ক্লাব কর্তা থেকে ফুটবলার, দর্শক থেকে প্রাক্তন ফুটবলার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। তবু কিছু আলালের ঘরের দুলাল মার্কা সাংবাদিক রয়েছেন কলকাতা ফুটবলে, যারা রসাতলে না পাঠানো পর্যন্ত কোনও কিছুতেই কোনও ভুল ধরতে পারছেন না। এরসঙ্গেই জুটেছে তমাল ঘোষাল। যিনি আবার নিজেকে স্পোর্টস প্রোমোটার ও ইভেন্ট ম্যানেজার বলে দাবি করে থাকেন। পরিকাঠামোর কোনও উন্নতি নেই। ফুটবলারদের পাশে থাকার নাম নেই, তবু আইএফএ চলছে। এক প্রাক্তন ফুটবলার তো বলেই দিলেন, দত্তদের বংশপরম্পরায় আইএফএ'কে ছেড়ে না দিয়ে এর চেয়ে বেচে দিলেন পারে'! অন্য একজন বলেন, সৌরভ পাল থেকে স্বরূপ বিশ্বাস, অনেক যোগ্য লোক আছে, ছেড়ে দিলেই পারে। প্রসঙ্গ উঠবেই, কারণ রেলওয়ের যে ফুটবলার চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি, তাঁকে দেখতে ছুটেছিলেন আইএফএ'র সহ সভাপতি সৌরভ পাল। অথচ দায়িত্বে থেকেও একবারও যাওয়ার সময় পাননি সচিব অনির্বাণ দত্ত। অথচ বেঙ্গল সুপার লিগের ঝাঁ চকচকে উদ্বোধনে পাঁচতারা হোটেলে ঠিকই সবাইকে নিয়ে বুঁদ করে রেখেছেন। লটারিতে গণ্ডোগোল থেকে ফিক্সচারে ফিক্সিং কত অভিযোগই না ওঠে, সেই আইএফএ আর শ্রাচী বেঙ্গল সুপার লিগ করবে, ভাবলেই এখন শিউরে উঠতে হয়। এও আই ওয়াশ নয়তো!

দিঘায় মন্দির দর্শনে গিয়ে কোচিং টিপস দিলেন বিশ্বরূপ দে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন, অন্যদিকে ক্রীড়া প্রশাসকের ভূমিকা। একইসঙ্গে দুই ভূমিকাই দক্ষতার সঙ্গে সামলাচ্ছেন বিশ্বরূপ দে। কলকাতা পৌরসভার ৪৮ নং ওয়ার্ডের ৩০০ জন নাগরিককে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধন করা দিঘার জগন্নাথ ধাম দেখতে নিয়ে গেছেন পুরপিতা বিশ্বরূপ দে। কিন্তু তিনি এর পাশাপাশি আবার সিএবির প্রাক্তন কর্তাও, বিওএ'র পদাধিকারীও। একসময় ভারতীয় দলের ম্যানেজার পদেও দেখা গেছে তাঁকে। তাই খেলাকে ভুলে থাকতে পারেন না কিছুতেই। দিঘাতে গিয়েও তিনি ছুটলেন সেখানকার কোচিং ক্যাম্পে। ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের টিপসও দিলেন তিনি। অন্যতম ক্রীড়া প্রশাসক বিশ্বরূপ দে বলেন, 'দেখে ভালো লাগে যে ক্রিকেট এখন শুধু শহর কলকাতা বা তার আশেপাশের অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। শহরের গণ্ডি পেরিয়ে ক্রিকেট আজ প্রত্যন্ত গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। দিঘার সমুদ্র সৈকতের পাশে দীঘা ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে এক অনামী কোচের কাছে প্রায় নব্বই জন খুদে ক্রিকেটারকে প্রশিক্ষণ নিতে দেখে মনটা নির্ভেজাল আনন্দে ভরে উঠলো।'

রেফারিদের ফিটনেস টেস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এলিট এবং জাতীয় পুরুষ এবং মহিলা রেফারিরা আগামী মরশুমের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। গোটা জুলাই মাস জুড়ে তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্র - গোয়ালিয়র, কলকাতা এবং চেন্নাই - তে বাধ্যতামূলক ফিটনেস পরীক্ষা হবে।

ছেলেদের ক্ষেত্রে, ছয় সেকেন্ডের মধ্যে ৪০ মিটারের বেশি

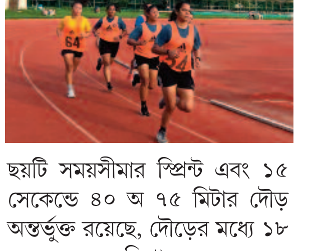

ছয়টি সময়সীমার স্প্রিন্ট এবং ১৫ সেকেন্ডে ৪০ অ ৭৫ মিটার দৌড় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, দৌড়ের মধ্যে ১৮ সেকেন্ডের বিশ্রামও রয়েছে।

এছাড়াও, পেশাদার শ্রেষ্ঠত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে জীবনধারা ব্যবস্থাপনা এবং শারীরিক প্রশিক্ষণ মেনে চলার জন্য এলিট ম্যাচ কর্মকর্তাদের বডি ফ্যাট কম্পোজিশন মূল্যায়ন করা হয়।

ফেডারেশনের প্রধান রেফারি ট্রেভর কেটলে বলেন, পেশাদার খেলায় ম্যাচ কর্মকর্তাদের কঠোর ফিটনেস মান পূরণ করতে হয় এবং যদি তারা আমাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে ব্যর্থ হন তবে তাদের সম্পূর্ণরূপে জবাবদিহি করতে হবে। উপরন্তু, আমি সমস্ত ম্যাচ কর্মকর্তাদের অ্যাথলেটিক চেহারা বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি, যার জন্য খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টি এবং শক্তি এবং কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ সহ জীবনধারা ব্যবস্থাপনায় একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রয়োজন। ফিটনেস পরীক্ষা, বিশেষ করে ৪০ উচ্চ-তীব্রতার রান, কঠিন, তবে যাদের প্রয়োজনীয় শারীরিক এবং মানসিক শক্তি আছে, যা ম্যাচের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তারা সাধারণত সফল হয়।

E-Tender Notice

The Prodhan **Gurah Pashla Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIeT No-03/ GPGP/15th CFC/ Tied/ 2025-26, Memo No-158/En/ 15th CFC Tied/GPGP Dated- 07/07/2025,** Last date of Bid submission **14/07/2025** respectively upto **18.00 hours.** For details visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

TENDER NOTICE

WBCADC is inviting e-Tender for **Construction of Agricultural Seed Godown** under **RKVY Fund** at **WBCDAC Debra Project** during the Financial Year **2025-26, [NIT No.: 16/2025-26, Tender Amount Rs. 45,91,229.00].** The intending tenderers will have to collect the tender documents within **25.07.2025** up to **16:30 hours** by downloading through the website stated below:

For details visit the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Administrative Secretary
WBCADC

e-Tender Notice

N.I.e-T. No.: 16/2025-26/S.B.M(G) vide Memo No.: 1866/Bh-I P.S., dated 08/07/2025 has been published. Details of N.I.e-T: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer, Bharatpur-I B.D.O., Murshidabad

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-15 of 2024-25 (3rd Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for SUPPLY AND DELIVERY THE FOLLOWING ITEMS (Air Conditioner (1.5 Ton) with Stabilizer) AT BASIRHAT MUNICIPALITY. e-Tender Start Date: **10.07.2025 at 9.00 a.m.** Closing Date: **17.07.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title: NIT No:-NM/PWDT/NIT-026e/2025-2026 to NM/PWDT/NIT-038e/2025-2026, Tender ID- 2025_MAD_875590_1, 2025_MAD_875692_1, 2025_MAD_875697_1, 2025_MAD_875836_1, 2025_MAD_875841_1, 2025_MAD_875843_1, 2025_MAD_875867_1, 2025_MAD_875870_1, 2025_MAD_875874_1, 2025_MAD_875878_1, 2025_MAD_875922_1, 2025_MAD_875924_1 & 2025_MAD_875925_1. Type of Work:-** Construction of Toilet Block Bid Submission End Date:- **22-07-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:- **25-07-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in Working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** and also given **https://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT **No: 06/5th SFC-UNTIED/ 2025-2026, With Vide Memo No. 230/R-II GP/2025, Dated: 07-07-2025,** The Last date for online subm ission of tender is **14/07/2025 upto 11.00 A.M.** For details, please visit website: - **https://wbtenders.gov.in**

Sd/ Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

Tender

- **NIeT No-04/15th CFC (Tied)/2025-26,vide Memo No-171/GGP/2025, Dated-07/07/2025 & NIeT No-05/15th CFC (Untied)/2025-26,vide Memo No-172/ GGP/2025, Dated-07/07/2025**

Above all Sealed tender are invited by Prodhan Gobardhandanga G.P. for various works/supply works from bonafied outside contractors as per G.O.

- Date of uploading of N.I.T & other Documents (Online): **08/07/2025 at 02.00 pm**
- Documents download/ sell start date (Online): **08/07/2025 at 04.00 pm**
- Bid submission start date: **08/07/2025 at 04.00 pm**
- Documents download/ sell end date (Online): **15/07/2025 at 02.00 pm**
- Bid submission closing date (Online) : **15/07/2025 at 02.00 pm**
- Technical bid opening date : **17/07/2025 at 02.00 pm**

. Others details are available in the office notice board and Web-Site: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Gobardhandanga Gram Panchayat
Sagardighi, Murshidabad

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সংশোধনী

ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/সিগ কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে বৈদ্যুতিনভাবে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে প্রকাশিত ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস/২২-২০২৫ তারিখ ০৮.০৭.২০২৫-এর সংশোধনী নং ১। **পরিবর্তিত দফা ঃ** বিদ্যমান কাজের নামের পরিবর্তে এইরূপ পড়তে হবে ''মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনে কেএমইউকে আরআরআই ইয়ার্ড, কেকেভিএস আরআরআই ইয়ার্ড এবং কেএনসিএস ইয়ার্ড-এ ডুয়াল ট্র্যাক ডিটেকশনের পুনর্বাসন, সম্প্রসারণ।'' **সংযুক্ত নতুন দফা ঃ নথির বিবরণ ও ফাইলের নাম নিম্নরূপ ঃ** ১. এসআইপি কেকেভিএস আরআরআই, 18B.KSCSYARD SIP.pdf ২. এসআইপি কেএমইউকে আরআরআই, 14B.KMUKCARSHED SIP.pdf ৩. টেন্ডার নথি, TDfordual detection-22-20251_1.pdf, ৪. এসআইপি কেএনসিএস, 3B.KNOACAR SHEDSIP_1.pdf **অপসৃত দফাসমূহঃ ক্র. নং ১ ঃ নথির বিবরণ ঃ** TDfordual detection-22-20251_2.pdf **ফাইলের নাম ঃ** টেন্ডার নথি। টেন্ডার বন্ধের তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে এবং বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT

Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-01/2025-26, Sl. 4 (7th Call), NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-05/2025-26, Sl. 1 (4th Call) & NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-07/2025-26, Sl. 1-2 (4th Call), Date-07.07.2025. Bid Submission Start Date : **08.07.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **15.07.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **17.07.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-02 OF 2025-26 (1st Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Restoration of Neora Dighi Canals with Embankment within Ward No. 19 under Basirhat Municipality & Restoration of Neora Dighi Canals with Embankment within Ward No. 20 under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **10.07.2025 at 9.00 a.m.** Closing Date: **17.07.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 34/WS/ Eng/25 Dt. 08-07-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/186/25-26 Dated 08.07.2025	UPGRADATION OF BITUMINOUS ROAD FROM VICTORIA GREEN TO SUBRAN APARTMENT AT RAMKRISHNA NAGAR, WARD NO.-30,UNDER RAJPUR - SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 6,22,348.00

Bid Submission end date: **18.07.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 33/WS/ Eng/25 Dt. 08-07-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of Community Toilet at Moulana Abdul Kalam Azad Urdu Free Primary School, Ward No.- 13, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/SWM/NIT-03/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_876307_1 • Estimated Amount : 7,39,861/-

2) Name of the Work: Construction of Community Toilet including Sanitary Plumbing at Ganatantra Colony Matua Nagar, within Ward No.- 24, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/SWM/NIT-05/25-26
Tender ID : 2025_MAD_876368_1 • Estimated Amount : 8,30,750/-

Last Date : 18th July 2025, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 32/WS/ Eng/25 Dt. 08-07-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২ **তারিখঃ ০৭.০৭.২০২৫।**

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে ৩ (তিন) বছরের জন্য **বৈদ্যবাটী স্টেশনে** সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। বিষয়ক ই-অকশন রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ অনুসারে পরিচালিত হবে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে** ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং. পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-আর-০১-২৫; লট নম্বর/ক্যাটাগরিঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-বিবিএই-টিওআই-৩৪-২৫-১; স্টেশন বৈদ্যবাটী (বিবিএই); **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।

HWH-182/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION
2nd Call

N.I.E. EQ. No. 06/PW/ Eng/25 Dt. 09.04.25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/184/25-26 Dated 08.07.2025	COLOURING OF BOUNDARY WALL, FENCING AND REPAIRING OF GROUND AT NETAJI SPORTS COMPLEX OF WARD NO.-27 UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 3,27,185.00
WBMAD/ULB/ RSM/185/25-26 Dated 08.07.2025	UPGRADATION OF BITUMINOUS ROAD FROM N.S.C. BOSE ROAD TO EDUPARK SCHOOL (KARER GANGA) WARD NO.-29,UNDER RAJPUR - SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 4,02,874.00
WBMAD/ULB/ RSM/187/25-26 Dated 08.07.2025	Construction of Proposed C.C. Road from Milan Thirtha Play Ground to Murmu's House at Mahamayapur School Road, Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 3,79,751.00
WBMAD/ULB/ RSM/188/25-26 Dated 08.07.2025	Eucalyptus Pilling Lotus flat at Ramesh Sardar's pond, at Mahamaya Mandir road, Ward No. - 28 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 4,46,712.00
WBMAD/ULB/ RSM/189/25-26 Dated 08.07.2025	Construction of Proposed Surface Drain , Culvert & Slab from Dulal Roy's House to Sanjay Dey's House at Kalitala, Ward No.-30,under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 4,01,415.00

Bid Submission end date: **18.07.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন সাজাও যতনে

ঘর গুছিয়ে মনের আরাম

কাজের জন্য সাতসকালে নাকেমুখে গুঁজে ছুট। সারাদিন একঘেয়ে কাজের পরিবেশ ঠেলে ঘরে ফেরা। ঘরে ফেরার যে খুব তাড়া, তাও নয়। কারণ ঘর এতটাই এলোমেলো, অগোছালো অবস্থায় পড়ে রয়েছে যে মনে হয়, চার দেওয়ালের ওই চেনা ছকেও যেন মন বসছে না। তখন কেউ ভাবেন ঘরটাই পাল্টাবেন। কেউ ভাবেন অন্য চাকরি নিয়ে শহর ছাড়বেন। কেউ চারদিন বেরিয়ে এসে একঘেয়েমি কাটান। এই উপায়গুলোর কোনওটাই কারও হাতে না থাকলে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাবেন কীভাবে?

মেরি কোন্ডো বলছেন, ঘরদোর গুছিয়ে মন ভালো রাখুন, একঘেয়েমি হারিয়ে যাবে। কে তিনি? জাপানি লাইফস্টাইল গুরু। তাঁকে কেউ কেউ বলছেন, প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞ। শোনা যায়, বছর পাঁচেকের মেরি তাঁর মায়ের লাইফস্টাইল ম্যাগাজিনের পাতা উল্টেপাল্টে দেখত। ঘরদোর গুছিয়ে রাখা বা নিজের চারপাশটা পরিপাটি রাখা নিয়ে লেখাপত্তর পড়তে তার ভালো লাগত। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে মেরি নিজেই হয়ে উঠলেন বিশেষজ্ঞ। লিখে ফেললেন বেশ কিছু বই। 'দ্য লাইফ চেঞ্জিং ম্যাজিক অব টাইডিয়িং আপ', 'টাইডিয়িং আপ উইথ মেরি কোন্ডো' এবং 'স্পার্কলিং জয় উইথ মেরি কোন্ডো' সেই সব জনপ্রিয় বইয়ের কয়েকটি।

চারপাশের সবকিছুই যখন অগোছালো হয়ে থাকে, তখন সমাধান খুঁজতে জোর করে অন্য কিছু করলেও আনন্দ পাওয়া যায় না। মেরি বলছেন, চারপাশটা যেমনই থাকুক, মনকে প্রশ্ন করো, যা ঘটছে সেটা থেকে তুমি কি আনন্দ পাচ্ছ? মেরি সেখান থেকেই মনের চাপ হালকা করার কথা বলেন। বলেন, 'স্ট্রেস ফ্রি ক্লিনিং'-এর কথা।

ঘরবাড়ি সাফসুতরো রাখো, গুছিয়ে রাখো; নিজের ক্লান্তি ভুলে প্রাণশক্তি ফিরে পাও। মোদ্দা কথা এটাই। এই একঘেয়েমির চক্করে আপনি কী কী ভালো পারেন, কী কী করলে আপনার মন প্রফুল্ল থাকে, সেটাই হয়তো ভুলে গিয়েছেন। জানেন তো, কোনও কিছু গুছিয়ে তোলার মধ্যে একটা ছন্দ আছে। একটা ফিরে পাওয়াও আছে। চারপাশে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সেগুলো আপনার উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় সুষ্ঠুভাবে স্থান পেল। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মধ্যে অদ্ভুত সন্তুষ্টি তৈরি হয় মনে। কী বললেন, পুরনো জিনিসপত্র রাখতে ভালো লাগছে না? রাখবেন না। ঘরের কোণে পড়ে থাকা কোনও পুরনো জিনিস দেখে যদি মনের শান্তি নষ্ট হয়, সরিয়ে দিন সে জিনিস। যে শাড়ি বা যে ঝুটো গয়না তিক্ত স্মৃতি জ্যান্ত করে, মায়া করে যেগুলো তবু রেখেই দিয়েছিলেন, সেসব আর রাখবেন না, বিলিয়ে দিন। প্রাথমিক কষ্ট পেরিয়ে দেখবেন মন হালকা লাগছে। এখন আপনার রুচি অনুযায়ী যেমন জিনিস পছন্দ করেন, বেছে নিন তেমন নতুন কিছু। আবার দেখবেন এমন অনেক জিনিস অযত্নে পড়ে আছে বাড়িতে, যেগুলো আপনি আদতে ভালোবাসেন। সময়াভাবে সেগুলোর দিকে তাকানো হয় না। ধুলো ঝেড়ে সেগুলো সামনে নিয়ে আসুন। মন ভালো হবেই। মেরি এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'কোন মেরি মেথড।' যা যা জিনিস আছে আপনার আশপাশে, যেগুলো আপনার পছন্দের, সেগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। প্রতিবার অন্তর থেকে গুছিয়ে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্যে শামিল করুন নিজেকে।

ঘর সুন্দর করে গুছিয়ে তোলার পরে দেখবেন কাজের শেষে আপনার ফিরে আসার সেই আস্তানাটি ততটা খারাপ লাগছে না। ঘরে ঢুকে মন অকারণেই ভালোলাগা খুঁজে পাবে। গোছানোর পর্বে মনের মর্জি মেনে নিয়ে আসুন এমন কিছু সামগ্রী যেটা আপনাকে ইতিবাচক থাকতে সাহায্য করবে। সেটা হতে পারে আপনার নিজেরই মুখে চওড়া হাসি ছড়ানো কোনও ছবি অথবা কোনও ওয়াল হ্যাঙ্গিং-এ ঝোলানো প্রিয় কয়েকটা লাইন। হতে পারে সুগন্ধি মোম অথবা একগোছা ফুল। বাড়িতে মন ভালো থাকলে কর্মস্থলও দেখবেন ততটা বিরক্তিকর লাগবে না। দেখুন, চারপাশে আপনি কোনও কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। কিন্তু আপনার মন সবসময় সেটাই করতে চায়। যে কারণে আপনার সবসময় মনে হয়, মনমতো কিছুই হচ্ছে না। গোছানোর কৌশলের মধ্যে নিজের ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়। সেটা আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। গোছানো জীবন বলতে আমরা বুঝি একটা নিয়মানুবর্তী জীবন। নিয়মের শিকল নয়, একটা সুস্থ সুষ্ঠু পারিপার্শ্বিক আপনার সব কাজের মধ্যেই একটা ছন্দ তৈরি করে দেয়। যার মাধ্যমে আপনার মনে হতাশা, নিরাশা বা একঘেয়েমি দূরে সরে যায়।

মেরি বলেন, ভেবে নিন কোন জীবনটা আপনার জন্য আদর্শ? নিজের মনে তার একটা পাকাপোক্ত ছবি তৈরি করুন। সেইটাই আপনাকে মোটিভেট করবে বাড়িঘর সাজিয়েগুছিয়ে রাখার জন্য। সঙ্গে নিজের জন্য তৈরি করুন একটা ডেডলাইন। অর্থাৎ দু'মাস বা তিন মাসে আমি একটা কাজ নিজের জন্য ঠিক করব এবং সেটা শেষ করব সময় মেনে। যেমনটা মনে মনে ভেবেছিলেন সেটা যখন নিজে হাতে, নিজ উদ্যোগে করবেন, দেখবেন কী অসম্ভব তৃপ্তি পাচ্ছেন। ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করে রোজ একটু একটু করে গোছান। একদিনে সবটা করে ফেলব ভাবলে ভুল করবেন। উৎসব উপলক্ষ্যে বা বাড়িতে অতিথি আসার কথা হলে আমরা দুদ্দাড় করে ঘর গোছানোর তোড়জোড় করি। তারপর একদিনে তুমুল কাজ করে হাঁপিয়ে যাই। এটা ঠিক নয়। এতেই গুছিয়ে রাখার স্পৃহা হারিয়ে যায়। আপনি বরং ঋতু অনুযায়ী ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার কথা ভাবতে পারেন। একটু একটু করে সময় জমিয়ে এক এক ঋতুতে সাজিয়ে তুলুন নিজের মনমাফিক ঘর। ঘর গোছানোর মধ্যে শুধু বহিরঙ্গের পরিবর্তনটাই মুখ্য, এটা ভাববেন না। ঘর গোছানোর মধ্যে দিয়ে আপনার মনের স্বচ্ছতাও বাড়ে। চারদিক পরিষ্কার থাকলে কোনও কাজে যখন বসবেন, দেখবেন সেই কাজেও অনেক বেশি মন দিতে পারছেন। কাজ তখন আপনাকে ক্লান্ত করবে না। উদ্যম জোগাবে, নতুন জীবনীশক্তি দিয়ে আপনি কাজের মধ্যেও আনন্দ খুঁজে পাবেন।

ভারতীয় প্রযুক্তির যুগান্তকারী পদক্ষেপ

NxtQuantum-এর সম্পূর্ণ স্বদেশে নির্মিত Ai+ স্মার্টফোন বাজারে এল

ভারতের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গঠনের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল আজ। প্রযুক্তি সংস্থা NxtQuantum আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করল Ai+ স্মার্টফোন, যা সম্পূর্ণভাবে ভারতে তৈরি প্রথম পরিণত স্মার্টফোন। দেশের নিজস্ব পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত এই ফোন সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা ও বিশ্বমানের পারফরম্যান্স দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয়েছে।

এই মহামুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন Ai+ স্মার্টফোনের সিইও ও NxtQuantum শিফটটেকনোলজিস-এর প্রতিষ্ঠাতা মাধব শেঠ, গুগল ক্লাউড ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শশীকুমার শ্রীধরন, এবং ফ্লিপকার্টের মোবাইল বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্মৃতি রবিচন্দ্রন।

শুধু একটি ফোন নয়, এই লঞ্চ এক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ইঙ্গিত। এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হল, যেখানে কর্মক্ষমতা একমাত্র লক্ষ্য নয়;ডেটা সুরক্ষা, ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছ ডিজিটাল অভিজ্ঞতা রক্ষার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠছে ভবিষ্যতের ভারতীয় প্রযুক্তি।

ভারতের প্রথম নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম

এই Ai+ স্মার্টফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ভারতের প্রথম নিজস্ব মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম NxtQuantum OS। ফোনটি ব্যবহারকারীদের এমন এক অভিজ্ঞতা দেয়, যেখানে উচ্চক্ষমতা, শক্তিশালী ব্যাটারি, প্রাইভেসি এবং স্মার্ট ডিজাইন মিলেমিশে রয়েছে।

বিদেশি নির্মাতাদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এনে এই স্মার্টফোন ভারতীয়দের ডেটা-নির্ভরতা ও ডিজিটাল স্বায়ত্তশাসনের দিশা দেখাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে NxtQuantum স্বচ্ছতা, মালিকানা ও বিশ্বাসযোগ্যতা;এই তিন মূলস্তম্ভে দাঁড়িয়ে স্মার্টফোন ব্যবহারের নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছে।

'ভারতের জন্য, বিশ্বের জন্য'

নয়ডার ইউনাইটেড টেলিলিংকস (বেঙ্গালুরু) লিমিটেড-এর কারখানায় এই ফোনের নির্মাণ হয়েছে। ফোনটি শুধুমাত্র ভারতে তৈরি বলে গুরুত্বপূর্ণ নয়;গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটি ভারতীয়দের বাস্তব প্রয়োজনকে মাথায় রেখে তৈরি।

দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি, উন্নত ডিসপ্লে, দ্বৈত সিম ব্যবস্থার সহজ ইন্টারচেঞ্জ, ও উচ্চমানের ক্যামেরা;সবই ভারতীয় জীবনযাপন, কর্মসংস্কৃতি, শিক্ষাব্যবস্থা এবং সামাজিক মেলামেশার উপযোগে উপযুক্ত করে গড়া।

এছাড়াও, স্থানীয় ভাষা ও কনটেন্টে উপযোগীতা এবং থিম ডিজাইনার টুল-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের ফোনকে নিজস্ব রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজ করতে পারবেন।

ভারতের স্মার্টফোন বাজারে বিপ্লবের সময়

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্মার্টফোন বাজার হল ভারত, যেখানে বর্তমানে ৮০ কোটির বেশি ব্যবহারকারী রয়েছেন। কিন্তু আজও বেশিরভাগ স্মার্টফোন চলে বিদেশি সফ্টওয়্যারের উপর নির্ভর করে এবং ব্যবহারকারীর ডেটা প্রায়শই দেশের বাইরেই থার্ড পার্টির হস্তগত হয়।

এই প্রেক্ষিতে, Ai+ স্মার্টফোন এক আদর্শ সমাধান। এর প্রতিটি মডেল চলে সম্পূর্ণভাবে ভারতে তৈরি NxtQuantum OS-এ, যা নির্মিত হয়েছে জিরো-ট্রাস্ট সিকিউরিটি আর্কিটেকচারে।

ব্যবহারকারীর সব তথ্য, অ্যাপের পছন্দ থেকে শুরু করে ব্যাকআপ;সবই ভারতের MeitY অনুমোদিত গুগল ক্লাউড সার্ভারে নিরাপদে সংরক্ষিত হয়।

Flipkart-এ পাওয়া যাচ্ছে এখনই

Ai+ স্মার্টফোনের সম্পূর্ণ লাইনআপ এখন Flipkartএ এবং অন্যান্য বিক্রয় চ্যানেলে উপলব্ধ। দাম শুরু হচ্ছে মাত্র ৪৪৯৯ টাকা থেকে। পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন রঙ ও স্টোরেজ বিকল্পে।

ফ্লিপকার্ট মোবাইল বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্মৃতি রবিচন্দ্রন বলেন, আমরা গর্বিত এমন একটি স্মার্টফোন আনার জন্য, যা সাশ্রয়ী হলেও কোনওভাবেই কর্মক্ষমতা বা গোপনীয়তার সঙ্গে আপস করে না। Ai+ হল সত্যিকারের ভারতের জন্য তৈরি স্মার্টফোন।

এই ফোনের মাধ্যমে ভারতীয়রা প্রথমবারের মতো এমন একটি ডিভাইস পাচ্ছেন, যা সম্পূর্ণভাবে দেশে নির্মিত, দেশের মাটিতে চলে, এবং যেখানে তাদের ডেটার উপর রয়েছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ

Ai+ Pulse
ডিসপ্লে 6.7" HD+– 90H
চিপসেট T615
স্কোর ২.৬২ লক্ষ Antutu
মেমোরি 1TB পর্যন্ত এক্সপ্যান্ডযোগ্য
ক্যামেরা ৫০MP ডুয়াল AI ক্যামেরা
ব্যাটারি ৫০০০mAh
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সাইড মাউন্টেড
রঙ নীল, কালো, সবুজ, বেগুনি, গোলাপি
মূল্য ৪৪৯৯ টাকা থেকে শুরু
ফ্ল্যাশ সেল ১২ জুলাই, দুপুর ১২টা

Ai+ Nova 5G
ডিসপ্লে 6.7" HD+– 120Hz
চিপসেট T8200
স্কোর ৫.০১ লক্ষ Antutu
মেমোরি 1TB পর্যন্ত এক্সপ্যান্ডযোগ্য
ক্যামেরা ৫০MP ডুয়াল AI ক্যামেরা
ব্যাটারি ৫০০০mAh
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সাইড মাউন্টেড
রঙ নীল, কালো, সবুজ, বেগুনি, গোলাপি
মূল্য ৭৪৯৯ টাকা থেকে শুরু
ফ্ল্যাশ সেল ১৩ জুলাই, দুপুর ১২টা
অপারেটিং সিস্টেম NxtQuantum OS
ডেটা সুরক্ষা Google Cloud-এর MeitY অনুমোদিত ভারতীয় সার্ভারে হোস্টেড
অফারগুলি শুধুমাত্র প্রথম দিনের ফ্ল্যাশ সেলেই প্রযোজ্য

বিশেষ অফার

৫০০ টাকা তাৎক্ষণিক ছাড় , ফ্লিপকার্ট অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড অথবা EMI লেনদেনের ক্ষেত্রে
৩ মাসের নো-কস্ট EMI – Bajaj Finserv-এর মাধ্যমে
প্রেক্সো এক্সচেঞ্জ বোনাস , পুরনো ফোন (চালু বা বন্ধ) দিলেও অতিরিক্ত ছাড়

পরিশেষে, Ai+ স্মার্টফোন কেবল নতুন ফোনের আগমন নয়। এটি একটি জাতীয় অঙ্গীকার; যেখানে ভারত তার নিজস্ব প্রযুক্তির উপর ভর করে গড়ে তুলছে এক সার্বভৌম ডিজিটাল ভবিষ্যৎ। Ai+ স্মার্টফোনের প্রতিটি মডেল ব্যবহারকারীদের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে সেই অধিকার, যা এতদিন বিদেশি প্রযুক্তি ও অদৃশ্য নীতির আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

কলকাতায় দু'দিনের এডুকেশন ফেয়ারে শিক্ষার্থীদের ভিড়

ভবিষ্যতের স্বপ্নে হাত ধরে চলার বার্তা দিল APAI-WB

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি পেশাদার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন APAI-WB (অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস, ওয়েস্ট বেঙ্গল) এবার প্রথমবারের মতো কলকাতায় আয়োজন করল একটি দুই দিনের প্রি-কাউন্সেলিং এডুকেশন ফেয়ার। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কেরিয়ার নির্ধারণে এই শিক্ষামেলাটি হয়ে উঠল বাস্তব পথনির্দেশ, আর স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল শহরের শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম।

এই ফেয়ারের সময়টিই ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ;রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স (WBJEE)-এর ফল প্রকাশের ঠিক আগে। ফলে, দ্বাদশ উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য সঠিক কোর্স ও প্রতিষ্ঠানের বাছাইয়ে এই উদ্যোগ দিশা দেখিয়েছে এক অনন্য ভাবে। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জেলারও ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকেরা।

ফেয়ারের মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৌশল, প্রযুক্তি, ফার্মাসি, স্থাপত্য, ম্যানেজমেন্ট-সহ বিভিন্ন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করা ও প্রস্তুত করা। তবে শুধু প্রচলিত বিষয়েই থেমে থাকেনি ঔঞ্জঔজ্জ-ঢঙ্ক। এই শিক্ষামেলাকে তারা এক প্রজন্ম-উপযোগী রূপ দিয়েছে উদীয়মান বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি রেখে; এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স), এম এল(মেশিন লার্নিং), সাইবার সিকিউরিটি, ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT), ডাটা সাইন্স প্রভৃতি আগামীর পাঠক্রমে সুযোগ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

APAI-WB-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী বলেন, তএই ফেয়ার শুধুই কলেজ বা কোর্সের প্রদর্শনী নয়;এটা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জানালা। আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শিক্ষার্থী জানুক;বিশ্বমানের শিক্ষা, আন্তর্জাতিক সুযোগ, এবং ইন্ডাস্ট্রি-রেডি প্রশিক্ষণ আজ এখানেই, নিজের রাজ্যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা কেবল কেরিয়ার নয়, ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কথা বলছি।দ

ফেয়ারে APAI-WB-এর সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মাকাউট (মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি)-এর অধীনস্থ WBJEEB-স্বীকৃত প্রায় ৮৫ু আসন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য ও কাউন্সেলিং পরিবেশিত হয়। এতে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারেন, রাজ্যেই কী বিশাল সুযোগ রয়েছে উচ্চশিক্ষায়, এবং কীভাবে প্রযুক্তি ও শিল্পসংযুক্ত শিক্ষার দরজা খোলা রয়েছে তাদের জন্য।

পাশাপাশি এমসিএ, এমবিএ, বিসিএ, বিবিএ ও হসপিটালিটি এবং ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট-এর মতো কোর্স নিয়েও আলোচনা হয়, যাতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী সঠিক দিশা নির্ধারণ করতে পারেন।

APAI-WB-এর সভাপতি সরদার তরনজিৎ সিং বলেন, তকলকাতা বাংলার শিক্ষার হৃদয়। তাই এখান থেকেই আমাদের এই প্রয়াসের সূচনা। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা বহুসময়েই বিভ্রান্ত থাকেন;কোন বিষয় পড়বেন, কোথায় ভর্তি হবেন, কীভাবে করব ভর্তি;এই ফেয়ারে আমরা তাদের হাতে ধরে সেই জটিলতা ভাঙিয়ে দিয়েছি। আজকের সাড়া প্রমাণ করে, এই ধরনের দিশানির্দেশ কতটা প্রয়োজনীয়।দ

এই ফেয়ারে একাধিক শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, 'WBJEE-এর পর এমন স্পষ্ট ও বাস্তব কাউন্সেলিং কখনও পাইনি। কী কোর্সে পড়লে কী ধরণের চাকরি পাওয়া যেতে পারে, সেটা হাতে-কলমে বোঝানো হয়েছে।' অভিভাবকদের অনেকেই বলেন, 'আমরা শুধু নাম জানতাম, কোর্সের গভীরতা বুঝতাম না। এখানে এসে সত্যিই বোঝা গেল আমাদের সন্তানের কেরিয়ার কোন পথে চালনা করতে পারি।'

এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে APAI-WB কেবল তথ্য দিচ্ছে না, বরং রাজ্যের উচ্চশিক্ষার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনছে। তারা বার্তা দিচ্ছে;সঠিক দিশা পেলে কলকাতায় বসেই মিলতে পারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও কর্মজীবনের প্রস্তুতি। এতে রাজ্যের শিক্ষার্থী রাজ্যের বাইরেই চলে যাচ্ছে;এই প্রবণতাও রোধ করা সম্ভব।

ফেয়ার শেষ হলেও APAI-WB জানিয়েছে, এই প্রয়াস এখানেই থেমে থাকছে না। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তারা এই ধরনের প্রি-কাউন্সেলিং এডুকেশন ফেয়ারের আয়োজন করতে চলেছে। উদ্দেশ্য একটাই;তথ্য, পরিকাঠামো ও দিশা;এই তিনকে একত্রিত করে ছাত্রদের ভবিষ্যতের ভিত মজবুত করা।

এই দুই দিনের আয়োজন প্রমাণ করল, শিক্ষার দুনিয়ায় APAI-WB শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, এক আন্তরিক সহচর। যারা জানে;কেবল ভর্তির হিসাব নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা শেখানোই আসল শিক্ষা।